শ্যামা-সঙ্গীত-সংগ্রহ

শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায় বি.এ. (অনার্স)
বিদ্যাভূষণ, কাব্যপুরাণতীর্থ
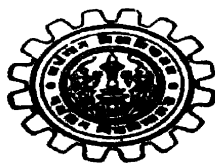
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৬৭
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : রথীন্দ্রকুমার পালিত, পাব্লিকেশন্‌স্‌ অফিসার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
মুদ্রক : বিমল ভাদুড়ী, বি. বি. কোং, ৪, রামরতন বোস লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

মা

তোর কোলে মা ধরায় আসি চিনেছি মা এলোকেশী।
পূজার ফুল তাঁর চরণে
দিতে গিয়ে পড়ে মনে
তোর প্রেরণা সবার আগে করেছে মোর মন-উদাসী।
তুই শেখালি মায়ের পূজা
তাই তো ডাকি দশভুজা
মোর জীবনের অর্ঘ্য সেরা চরণে তোর দিই মা বসি।

সূচীপত্র

উমার জন্ম

পরমপুরুষ বা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সৃষ্টিলীলামানসে প্রকৃতি বা মহাশক্তির সৃষ্টি করিলেন। তিনি ব্রহ্মশক্তি, প্রকৃতিরূপা মহামায়া—মাতৃকারূপিনী। ইহাকেই আদ্যাশক্তি বলা হইয়া থাকে। এক কথায় ইহাকে মাতৃদেবী বা শক্তিদেবী বলা যায়। ভারতে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই শক্তি বা মাতৃদেবীর পরিকল্পনা ও পূজাবিধি পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সিন্ধু সভ্যতায় ও বৈদিক সাহিত্যেও এই মাতৃদেবীর পরিকল্পনা রহিয়াছে। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে এবং সামবেদের রাত্রিসূক্তে শক্তিবাদের পরিচয় মেলে। ঋগ্বেদে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র আছে। দেবীর বিভিন্ন মূর্তি। বেদ-পুরাণ, উপনিষদ ও বিভিন্ন তন্ত্রে শক্তিদেবী বিভিন্ন নামে অভিহিতা। কোথাও তিনি ভুবনেশ্বরী, কোথাও পৃথিবী দেবী, কোথাও সাবিত্রী, কোথাও ভদ্রকালী, কোথাও তিনি চণ্ডী, পার্বতী-উমা-দুর্গা-কালী ইত্যাদি। সকল মাতৃদেবীই এক মহাশক্তির বিবর্তিত রূপ। আর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিনী আদিভূতা বিশ্বজননী ব্রহ্মশক্তি কিন্তু ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহেন—অভিন্ন। কালবিশেষে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবতাগণের ও জীবকুলের মঙ্গলার্থে লীলা প্রকটিত করিয়া বন্দিতা ও পূজিতা হইয়াছেন।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার "ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" গ্রন্থে এই শক্তিদেবীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এই মাতৃদেবী বা শক্তিদেবীর প্রাচীন ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয় দেবীর প্রাচীন ধারা মুখ্যভাবে দুইটি :—একটি হইল শস্য প্রজননী এবং ভূতধারিণী পৃথিবী দেবীর ধারা ; অপরটি হইল এক পর্বতবাসিনী. সিংহবাহিনী দেবীর ধারা, যিনি পরবর্তীকালে পার্বতী, গিরিজা, অদ্রিজা বা অদ্রিকুমারী, শৈলতনয়া নামে খ্যাতা। এই পার্বতীই হইলেন উমা।

মহাভারতে পাওয়া যায়—"প্রথমে দেবী বিন্ধ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক কুমারী রূপে পূজিতা। শীঘ্রই তিনি শিবসঙ্গিনী রূপে পরিগণিতা এবং উমা রূপে পরিচিতা হন।" (শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা—জগদীশ্বরানন্দ)।

পণ্ডিতগণ 'উমা' শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেহ বলেন 'উ' শব্দের অর্থ শিব আর 'মা' শব্দের অর্থ স্ত্রী। তাই 'উমা' হরজায়া, শিবানী। তিনি আবার শিবের 'মননকারী' (মা শব্দের মননকারী অর্থে) বা 'পরিমাপক'

(মা শব্দে মাপ করণার্থে)। কেহ বলে পার্বতীর জন্মকালে 'উমা উমা' শব্দ হওয়ায় তাঁহার নাম হয় উমা। কালিদাসের কাব্যে পাওয়া যায়—বহুজনের কাছে হিমালয়-সুতা 'পার্বতী' নামে কথিতা ছিলেন, পরে মাতা মেনকা হর-প্রিয়া পার্বতীর কঠোর তপশ্চর্যা জনিত ক্লেশ দর্শনে স্নেহভাজনা কন্যার তপ-সাধনা নিষিদ্ধ করেন—'উ-মা—তপস্যা করিও না। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় উমা—

"উ মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাৎ উমাখ্যাং সুমুখী জগাম।"

দক্ষকন্যা সতী প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকালে শিবনিন্দা শ্রবণে যোগবলে দেহত্যাগ করেন। পরে হিমালয় গৃহে মেনকা গর্ভে পার্বতী বা উমা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। উমা মা মেনকার স্নেহের দুলালী। তাঁহার জন্য মেনকার স্নেহের অন্ত নাই। দেবকুলও প্রসন্ন এই উমার আবির্ভাবে। হিমালয়-গৃহে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত। মেনকা-ক্রোড়ে দুহিতা উমার আবির্ভাবে তাই শঙ্খধ্বনি হইল, পুরনারীরা জয়ধ্বনি দিলেন, দেবোদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়া দেবতাগণ হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

এই উমা ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিনী আদিশক্তি ব্রহ্মজ্যোতিরূপিনী, সুবর্ণকান্তি হৈমবতী। বাঙ্গালীর জাতীয় মানসে আদ্যাশক্তি স্বরূপিনী উমা কিন্তু দেবী হইয়াও গৃহাঙ্গনের ধূলিমাখা কন্যাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আমাদের পারিবারিক জীবনে কন্যার জন্মলগ্নে যেমন আমরা আনন্দিত হই, তাহাতে একটি বাৎসল্য রসের স্নেহ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়; উমার জন্মও সেইরূপ ভাবেই সাধক ও কবিকুল বর্ণনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এই পদাবলীতে সেই হর্ষোৎফুল্ল মনের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মা এসেছে গিরির ঘরে শূন্যহৃদয় পূর্ণ করে
জগন্মাতায় শিশুরূপে লালন কর বক্ষে ধরে।
অকলঙ্ক পূর্ণ শশী
মুখে মাখা নেইরে মসী
কন্যারূপে পরকাশি নাও মেনকা আদর ভরে।
স্বর্গমর্ত্য ত্রিভুবনে
নাই তুলনা এই রতনে
সফল জনম এতদিনে পেয়ে তারে আপন ঘরে।

পূরব গগণে দিক প্রকাশিল। গৌরী রূপে মা জনম লভিল॥
জগত জননী জননীর কোলে
এল আজি ঐ লীলার ছলে
অচল ভূধর আনন্দে মুখর গিরি-রাজঘর সকলে ধাইল
দেখে ভরে মন অরূপরতন
মেনকা ভাগ্যে পেয়েছে সে ধন
দেবের আরাধ্য রাতুল চরণ নয়নে নয়ন রেণু তাই স্থাপিল

উমার বাল্যলীলা ও বিবাহ

দক্ষতনয়া সতী হিমালয়ের গৃহে মা মেনকার গর্ভে কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মায়ের কোল ভরিয়াছে, রাজপুরী আনন্দে হাসিয়া উঠিয়াছে, পুরনারীরা শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি দিয়া উমার আবির্ভাবকে স্বাগত জানাইয়াছে।

সেই উমা ধীরে ধীরে, আদরে স্নেহে, বড় হইয়া উঠিতেছেন। যতই তিনি বড় হইতেছেন, ততই তাঁহার আবদারের অন্ত নাই, খেলাধূলার বিরতি নাই—মা মেনকা উমাকে লইয়া সর্বদা ব্যস্ত। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধূলিমাখা, ক্রীড়াচঞ্চল উমাকে লইয়া ধূলিধূসরিত হইয়াছে। উমাকে খাওয়াইতে, পরাইতে, শোয়াইতে, সাজাইতে তাঁহার মান অভিমান ভাঙ্গাইতে মেনকার সময় চলিয়া যায়। তাহাতেই কিন্তু মায়ের আনন্দ ও সান্ত্বনা। কন্যার সখী জয়া-বিজয়া আনন্দে খেলা করিতে মত্ত। উমার বাল্যলীলার মধ্যে তাই আমরা বঙ্গজননীর স্নেহ-কোমল চির-পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। কন্যার প্রতি জননীর বাৎসল্য রসই বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বা গোষ্ঠলীলার সঙ্গে শাক্ত-পদাবলীর উমার বাল্যলীলার এখানে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরাণী ও নন্দরাণী, শ্রীকৃষ্ণ ও উমা একাকার হইয়া গিয়াছে। উভয়ক্ষেত্রে একই মায়ের 'স্নেহের দুলাল' বা দুলালীর জন্য গভীর স্নেহ উৎসারিত হইয়াছে। আর এ সবই যেন শস্যশ্যামল বঙ্গ প্রকৃতির তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গৃহাঙ্গনেই সংঘটিত হইতেছে।

শাক্তপদাবলীতে আমরা শিব-জায়া জগজ্জননী উমার কন্যারূপ দেখিতে অভ্যস্ত। তিনি কুমারী কন্যা। এই কুমারী পূজার বিধিও ভারতে পরিদৃষ্ট হয়। সাধক রামপ্রসাদের গানেও কালীর সেই কন্যা রূপই দেখিতে পাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিবার রীতি ছিল। ইহাকে "গৌরী দান" বলা হয়। উমার অপর নাম "গৌরী"। উমার গৌর-অঙ্গকান্তি ইহার এক কারণ। উমার বাল্যলীলা তাই শেষ হইয়াছে অষ্টম বর্ষে পদার্পণে হরের ঘরণী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অষ্টম বর্ষেই তিনি শিবপূজা করিয়া পতি লাভ করিয়াছেন এবং স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছেন কৈলাসে। এখানে শাক্তপদাবলীতে সুন্দর ভাষায় সেই বাল্যলীলা অপরূপ চমৎকারিত্ব লাভ করিয়াছে।

হলে ছাড়া উমাধনে মুখশশী পড়ে মনে
চেয়ে থাকি পথের পানে ফুট্‌বে কাঁটা মা'র চরণে।
মত্ত আছে মা কিসের খেলায়
বিশ্বভুবন পায়ের তলায়
ঘর ছেড়ে কে মাকে কাঁদায়
দেখি নাই মা সারাদিনে।
মনে হয় মা বক্ষ পাতি
ধরার ধূলা লুকিয়ে রাখি
আঁখি মুদে রেণুর আঁখি
আগ্‌লে রাখে ঐ চরণে।

আকাশের চাঁদ মাখা মসী উমা যখন কোলে আসি
অকলঙ্ক সে মুখশশী চাইতে নারি হর্ষলাজে।
শতচন্দ্র চরণতলে করছে মেলা খেলার ছলে
সঙ্গীসাথী নিয়ে চলে ধর্‌তে চাই বুকের মাঝে॥
দ্বিজরামের ভাগ্যফলে পদনখে মা'র চন্দ্র জ্বলে
মনের আঁধার যায় গো চলে মায়ের প্রকাশ সকল কাজে।

কোথায় ঘুমে রইলি উমা ওমা আমার দুর্গা ক্ষমা
কোন্ খেলাতে মত্ত মাগো দিন বয়ে যায় দেখ্‌না গো মা।
পাষাণ বাপের পাষাণী মেয়ে
চোদ্দ ভুবন বেড়াস্ ধেয়ে
আমি হেথা চরণ চেয়ে
মনে কি তোর মা পড়ে না।
এবার তোরে বক্ষে ধরে
ছাড়্‌বো না আর নিশি ভোরে
সদাই মায়ের আঁখি ঝরে
কেঁদে কেঁদে শবাসনা।

সোনার অঙ্গ ভরেছে ধূলায়
বিশ্বভুবন পায়ের তলায়
হয়ত কাঁটা ফুট্‌বে পায়
রক্ত তাজা পড়্‌বে ঝরে।
মায়ের প্রাণে শঙ্কা কত
কুশাঙ্কুর বেঁধে শত
বক্ষ পেতে ঢাক্‌তে পথ
সাধ যায় মা দিনটি ধরে।
লক্ষ জনের তুই আরাধ্যা
ওমা শক্তি ওমা বিদ্যা
কেউ বা ডাকে মা যোগাদ্যা
কন্যা আমার ব্রহ্মাবরে।

আয় মা উমা আয় না কোলে সারাদিন তুই বেড়াস্ ভুলে।
যত সব সখীর সঙ্গে
চল্‌ছে খেলা নানা রঙ্গে
বিশ্ব পাগল তারই ভঙ্গে আয় না মাগো এবার ফেলে।
নেচে বেড়াস্ তালে তালে
আপন খুসী আপন চালে
মার প্রাণে কি শান্তি মেলে আসবে নিশা আঁধার কোলে।
তখন যে মা ভাবনা হবে
কালিতে কালী মিশায়ে রবে
আর কতকাল থাক্‌বো ভবে ধরা দে মা শেষের কালে।

কোথায় বেড়াস্ সখীর সঙ্গে
বিশ্বভুবন মাতে রঙ্গে
ধূলা মেখে সোনার অঙ্গে
মায়ের কথা রয় না মনে।

বেলা যে মা ফুরিয়ে এল
দিনের শেষে সন্ধ্যা হল
এবার উমা ঘরে চল
ধারা বয় মা দুনয়নে।
বক্ষে তোমায় আগ্‌লে ধরে
উঠ্‌বো না আর শয্যা ছেড়ে
কাতর আঁখি পড়্‌বে ঝরে
নয়ন ছাড়া কি ত্রিনয়নে।

ধরে দে মা চাঁদের কলা এই বলে মোর কাঁদে বালা।
তাইত দেখি আড়ালে বসি
অকলঙ্ক মুখ শশী
পূর্ণচন্দ্র মাখা মসী
শতচন্দ্র চরণে খেলা।
মায়ের মনের সকল ভ্রান্তি
দিয়ে মুকুর হল শান্তি
দূরে গেল সর্বক্লান্তি
মুখে মায়ের চন্দ্র ঢালা।

উমার তপস্যা

কেন মা তুই হলি অপর্ণা আমার কন্যা কাহার আশে
তপোমগ্ন চিন্তালগ্ন কাহার রূপে চিদাকাশে।
রাজার মেয়ে রাজার ঘরে রাখ্‌বো তোরে আড়ম্বরে
পাল্‌বো রাজ-উপচারে থাক্‌বি বসে ভোগবিলাসে।
কত ইন্দ্র বরুণ পূজ্‌তে চায়
চন্দ্রসূর্য চরণে লুটায়
পূর্ণ করি তোর কামনায় রাখ্‌বো তোরে সুখে পাশে।
পাগল হলি কোন্ পাগল তরে
বল্ মা আমায় গোপন করে
তারে আমি আন্‌বো ধরে তুষ্ট করি আশুতোষে।

কপালে কলঙ্কীকলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
এমন জামাই বিশ্ব খুঁজে আন্‌লে তুমি পাগ্‌লা ভোলা।
ভাঙ্গ্‌ খেয়ে ভাঙ্গর সাজে
ভূত প্রেত সঙ্গে রাজে
বেড়ায় বুঝি ঘরে ঘরে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তোলা।
অহিভূষা হাড়মাল
ববম্ ববম্ বাজে গাল
ভস্ম মাখা অঙ্গ তার পরনেতে বাঘ ছালা।
এমন ঘরে মেয়ে দিতে
শঙ্কা হয় না তব চিতে
লুকিয়ে হৃদে রাখ্‌বো মাকে ফিরিয়ে দেব চতুর্দোলা।

আগমনী

সাধককবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাম বসু হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম পর্যন্ত বহু কবি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়া ও গাহিয়া শ্যামা জননীর স্তুতিগানে বাংলার আকাশ বাতাসকে মুখরিত করিয়াছেন।

আমাদের দেশে দেব-দেবী আমাদের গৃহের পিতামাতা কন্যাবন্ধুর রূপ লাভ করিয়া 'প্রিয়জন' হইয়া গিয়াছেন। একটা মানব সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত কবি-কুলের পদে সেই গভীর আত্মীয়তার সুর ধ্বনিত হইতে দেখি। তাই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ পদকর্তার গানে উমা ও মা মেনকার মান-অভিমান ও স্নেহবিহ্বল ভাবটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত।

উমা বিবাহের পর হরের ঘরণী। শিব শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, তিনি দিগম্বর, নেশা ভাঙ্গে মত্ত—ঘরকন্নায় তেমন মন নাই। এহেন বরের হাতে পড়িয়া বালিকা উমার কি যে কষ্ট ও হেনস্তা তাহা স্নেহাতুরা জননী মেনকা ভাবিয়া পান না। তাই মায়ের মনে কন্যা উমার জন্য নানা আশঙ্কা ও উদ্বেগ। (চিত্রে মেনকার হৃদয়ার্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠে। উমাও মায়ের প্রতি অভিমান প্রকাশ করে। আগমনীর গানে পদকর্তা সেই জাতীয় মানসের আবেগ সঞ্চিত বেদনানুভূতিকে অপূর্বভাবে বিধৃত করিয়া তুলিয়াছেন।)

বৎসরান্তে একবার কন্যাকে পিতৃগৃহে আনিবার জন্য মায়ের গভীর ইচ্ছা। শয়নে স্বপনে মাতা কন্যার চিন্তায় বিভোর। স্বামী গিরিরাজকে ত্বরায় কন্যা উমাকে আনিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করেন। গিরিরাজ গিরিরাণীর কথা উপেক্ষা করিতে পারেন না অথচ কৈলাসে যাতায়াত হয় না, নিত্য নানা অজুহাত দেখান। পিতা অপেক্ষা মায়ের মন দ্রবময়ী। কন্যা শরতে তিন-দিনের করারে কৈলাস হইতে আসিতেছেন হিমালয়-গৃহে—তাহার জন্য কত আয়োজন। কন্যার আগমনের সংবাদে মেনকা বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া স্নেহবন্ধনে কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়া গৃহে তুলিয়াছেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দুর্গাপূজার তিন দিন আনন্দের সঙ্গে জননীর সাহচর্যে কাটিয়া গেল।

এই তিন দিন বাঙ্গালীর ঘরে আনন্দময়ীর আগমনে কলরব মুখরিত হয়। ঘরে ঘরে বাঙ্গালী কন্যা শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আগমন করে। স্নেহব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের আবেগমথিত আনন্দলহরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। অপ্রাপ্তবয়স্কা

বালিকা কন্যার স্বামীগৃহে লাঞ্ছনার জাতীয় চিত্র মেনকার হৃদয়ার্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠে। উমাও মায়ের প্রতি অভিমান প্রকাশ করে। আগমনীর গানে পদকর্তাগণ সেই জাতীয় মানসের আবেগসঞ্চিত বেদনানুভূতিকে অপূর্বভাবে বিবৃত করিয়া তুলিয়াছেন।

ওহে গিরি আন গৌরী ভিক্ষা মাগি চরণ ধরি
নিশাশেষে স্বপনে হেরি দুঃখ মার বলিতে নারি।
মা নাকি গো যোগিণী বেশে
শ্মশান বাসী শিবের পাশে
দুর্গাতারা এলোকেশে
চোদ্দ ভুবন বেড়ায় ঘুরি।
যুগল হাতে বরাভয়
মুণ্ডমালা কণ্ঠে রয়
রণাঙ্গনে কালীরূপে
নৃত্য সাজে মাকে হেরি।

স্বপনের ঘোরে উমা ডেকে ফেরে মা মা ডাকে পাই চেতনা
কবে দেবে এনে মোর প্রাণধনে ও গিরি তুমি তাই বল না!
সাজায়েছি গৃহদ্বারে
মঙ্গল ঘট আনি ভ'রে
মাত্র তিনটি দিনের তরে হবে যে মাকে ঘরে আনা।
ফুল ফল নানা জাতি
ছয়টা বলি মোর শকতি
অর্ঘ্য সাজাই মোর ভকতি পাই যদি মা শবাসনা।

দেখ্‌বি যদি বঙ্গবাসী অকলঙ্ক উমাশশী
আয় না আমার অঙ্গনে।
কত আলো ঝলমল চারিদিক সমুজ্জ্বল
অমল কিরণ প্লাবনে॥
মসীমাখা পূর্ণশশী লাজে নভে আছে মিশি
শত চন্দ্র যার চরণে।
বাসনা রামের মনে বাঁধ্‌বো বাসা ঐ চরণে
বসিয়ে হৃদি পদ্মাসনে॥

বড় আনন্দে থাকি উমা তুই এলি মা আমার ঘরে
সারা বছর আশা করে পেলাম তিনটি দিনের তরে।
আড়ম্বরে হয় আয়োজন
কত করি বাদ্যি বাজন
কামনা মোর রাঙা চরণ পেতে চাই মা বক্ষে ধরে।

বোধনের ডাক কেঁদে ফেরে ঘুমায় না কি মা কৈলাসে
করছে মানা দত্যি দানা অসুর পলায় সেই তরাসে।
পাষাণবাপ মায়া নেই তারে
করে অর্পণ এমন বরে
অপমানে লাজে ডরে
আপন ভাই পরাণ নাশে।
আন্‌তে গৌরী যাবে গিরি
তাইত প্রাণ আছি ধরি
চিন্তামণি মা আমারই
হৃদে ধরি রাখ্‌বো পাশে।

তুই ছিলিস্ মা ঘুমঘোরে বোধন ক'রে ডাকি তোরে
তবু তোর মা হয় না দয়া মহামায়া আয় মা ক্রোড়ে।
মায়ের প'রে নেই মা মায়া
তিনটি দিন পাব ছায়া
সেই আশাতে ও অভয়া বসে আছি পথের দোরে।
সদাই মা মা বলে ডাকি
দিস্‌নে মা আমায় ফাঁকি
ঘুম নেইগো জেগে থাকি দেখি স্বপন নিশি ভোরে।

ও মা উমা তোর তরে ভাই বিবাগী রয় না ঘরে
মায়ের যুগল আঁখি ঝরে বাপ যে পাষাণ মূর্তি ধরে।
বুড়ো এক ষাঁড়ে চ'ড়ে
শিব নাকি ভিক্ষা করে
মায়ের প্রাণে বেদনা কত জানাই কারে লাজে ডরে।
তোরই আগ-মনের লাগি
নিশিদিন মা রইনু জাগি
শিবের কাছে ভিক্ষা মাগি আয় মা তিনটি দিনের তরে।
শিবের ঘরে কত জ্বালা
শুনে কান ঝালাপালা
ভাঙ্গ্ খেয়ে ভাঙ্গর ভোলা তোর চরণই বক্ষে ধরে।

ওহে গিরি গৌরী বিনে শান্তি রয় কি মায়ের প্রাণে
তার কথা আর জানাই কারে যুদ্ধ ক'রে রাত্রি দিনে।
পাষাণ বাপের পাষাণী মেয়ে
কেন মা তুই বেড়াস্ ধেয়ে
মায়ের বুকে থাক্ না শুয়ে
বছরে এই তিনটি দিনে।

কখন মা অন্নপূর্ণা
দশমহাবিদ্যাধন্যা
উমা আমার সাধের কন্যা
প্রাণ বাঁচে না সে মা বিনে।

কোথায় ঘুমে রইলি উমে কেঁদে কেঁদে হলেম সারা
মায়ের পরে নেই মমতা পাষাণী তোর এই কি ধারা।
বছরে মাত্র তিনটি দিনে
পাই যে মোর উমাধনে
পূজ্‌তে তোরে নিশিদিনে উপচার মোর হৃদয় ভরা।
স্বর্গসুখ মা মা বোলে
সেই সুখে মোর পরান ভোলে
আয় মা এবার আমার কোলে ঘটেপটে রূপে তারা।

এনে দে মোর উমা ধনে প্রাণ বাঁচে না মেয়ে বিনে
শুন্‌ছি নাকি মা ষাঁড়ে চ'ড়ে
হরের সাথে ভিক্ষে ক'রে
অন্নদা রূপ কভু ধরে অন্ন বিলান লক্ষজনে
জামাই ভোলা দিগম্বর
ভস্মভূষণ ফণিধর
ভালে অর্ধচন্দ্র কলা অগ্নিঢালা ত্রিনয়নে
সতা মায়ের পতি শিরে
হরের সনে পার্বতীরে
হেরে-সদাই রোষ ভরে ঈর্ষার কত জ্বাল বোনে।
এবার ভবে উমা এলে
রাখ্‌বো তারে বসিয়ে কোলে
ভুলিয়ে দেব ভোলানাথে ভাঙ্গের বাটি হাতে এনে।

উমা আমার এল কই
সে ত আমার কোলের মেয়ে জানে না আর আমা বই
আমি ত আর সইতে নারি
ওহে গিরি আন গৌরী
এ প্রাণ বা কিসে ধরি এ দুখ বা কারে কই।
বিল্বমূলে বোধন করি
ডাকি আমার উমা গৌরী
মা বুঝি গো গোসা করি রাতে বলেন হেথায় শুই।
জয়া তোরা যাবি প্রাতে
হয় হস্তী নিয়ে সাথে
আন্‌বি না হয় স্বর্ণরথে তোরা ত তার প্রাণের সই।
তিনটি দিন রাখ্‌বো বলে
রাখ্‌বি মায়ে কোন ছলে
দিবানিশি উমাশশী উদয় হ'লে সুখে রই।

মা আসেরে মা আসেরে শোন্‌রে তোরা পাড়াপড়শী
বারে বারে অস্ত্র ধ'রে মায়ের বর্ণ হ'ল মসী।
দেখ্‌তোরা সব পিছন হ'তে
অস্ত্রযোগান মায়ের হাতে
দৈত্য নিধন দিনেরাতে কালী হ'ল উমাশশী।
অকালবোধন বিল্বমূলে
যোগনিদ্রা ভাঙ্গ্‌বে ব'লে
তিনটি দিন মাকে পেলে ধন্য হ'বে বঙ্গবাসী।
ঘরে ঘরে মেনকা রাণী
পাষাণ বাপ তুই পাষাণী
কাতর কণ্ঠে ডাক্‌ছে শুনি তুই বিনে মা সব উদাসী।

ষষ্ঠীতে মা বোধন সারি আছি মাগো উমা স্মরি
আস্‌বি কবে গিরির বাড়ী দয়া তোর মা কবে হবে।
সেই রাতে মা বিল্বমূলে
থাকতে কি হয় মাকে ফেলে
আস্‌বি যখন মায়ের কোলে তিন দিন যে পেরিয়ে যাবে
জয়া তুই যাবি ভোরে
মাকে আমার আন্‌বি ধরে
রাখ্‌বো তারে বক্ষে ধরে শান্তি পাই না শিবকে ভেবে।
নাহি কোন কলার ক্ষয়
দেখ্‌বো পূর্ণ চন্দ্রোদয়
অকলঙ্ক শুধু ভয় আবার কি হায় ডুবে যাবে।

যাও হে গিরি কৈলাসপুরী মা বিনে আর প্রাণ বাঁচে না
ও পাষাণ স্বামী কিবা করি আমি মায়ের বেদন তুমি বোঝ না।
মেয়ে আমার সোনার অঙ্গে
ভস্ম ভূষা মেখে রঙ্গে
যেথা সেথা হরের সঙ্গে
বেড়ায় তুমি তাও জান না।
গৌরবর্ণ হ'ল মসী
কালী নামে ডাক্‌লে খুশী
মায়ের আমার হাতে অসি
দিগ্‌বসনা বসন বিনা।
ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধরে
ত্রিভুবন বেড়ায় ঘুরে
কি আছে কি নাই ঘরে
জামাই তার খোঁজ রাখে না।

কোন্ অভিমানে হরের ঘরে রইলি উমা বছর ভরে
তিনটি দিন পাবার আশায় আছি মাগো প্রাণটি ধরে।
আস্‌বি বলে শিবের সাথে
চুয়াচন্দন ছড়াই পথে
মঙ্গল ঘট আঙ্গিনাতে আয় মা গণেশ সাথে ক'রে।
ভাঙ্গ্‌ খেয়ে মা নেশার ঘোরে
জামাই বেড়ায় পথে ঘুরে
সেই ত ভোলা ভিক্ষা করে শুনে প্রাণ কেঁদে মরে।
এবার পেলে ছাড়্‌বো না আর রাখ্‌বো মায়ে লুকিয়ে ঘরে
রেণু বলে ঐ চরণে বেঁধে রাখ্‌ মন পরাণ ভরে।

শুনি মেনকার কথা আনিতে কন্যার বারতা
দ্রুত গেল হিমালয় কন্যা তাঁর রয়েছে যথা।
আনন্দে কৈলাসপুরী
যেথা আছে ত্রিপুরারী
চলে গেল ত্বরা করি হরষ মনে না সরে কথা।
মাত্র তিনটি দিনের তরে
মারে নিতে হ'বে ঘরে
যদি মত না করে হরে না বুঝে মার কি মমতা।
কন্যা আসি নমিতে চায়
বারণ তরে ধায় ত্বরায়
দেবগণ যার নমে পায় তার সাজে না নীচু মাথা।

আজি কি আনন্দ ধরণীতে মা এসেছে আঙ্গিনাতে
বরণ করে নাওরে মন আজিকার শুভপ্রাতে
মার নামেতে পূর্ণ করা
মঙ্গলঘট হ'ল ভরা

আম্র পল্লব　　রাশি রাশি　　দেব এবার　　ঘর সাজাতে
গন্ধপুষ্প　　বার বার
আরও যত　　উপচার
আন্ গো তোরা　　করি ত্বরা　　পূজার বেলা　　যায় না যাতে।
বস্‌বো এবার　　নিরজনে
চল্‌বে পূজা　　নিশিদিনে
হৃদয় রাজ্য　　অর্ঘ্য দেব　　মনে মনে　　মার পূজাতে।

হিমাচল　　আলো করে　　উমা তব　　এল ঘরে
গিরিরাণী　　ত্বরা করে　　মঙ্গলঘট　　আন ভরে।
যুগল শিশু　　লয়ে কোলে
ডাকে তোমায়　　মা মা বলে
রাণী তুমি　　ভাগ্যবতী　　হেন মেয়ে　　ধর উদরে।
যতনে রেখ　　হৃদি কোণে
তোমার এই　　উমা ধনে
ভোলা যেন　　নাহি জানে　　বাঁধ তারে　　স্নেহ ডোরে।
দ্বিজরেণু　　প্রহরী সে
হের মায়ে　　অনিমিষে
পালিয়ে যেতে　　পাবে না সে　　ভক্তি বাঁধন　　ছিন্ন করে।

বিজয়া

শাক্ত পদাবলীতে আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক গানগুলি যেন এক সুরে, এক সূত্রে গাঁথা হইয়াছে। উমার শরতের তিন দিন হিমালয়-গৃহে আগমন উপলক্ষে উমা ও মেনকা এবং গিরিরাজের যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে সেইগুলিই আগমনী নামে পরিচিত। এবার পুনরায় হরজায়ার হরের সহিত কৈলাসে ফিরিবার পালা। মেনকার মন কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে না, কন্যাও পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল—আহার পরিত্যাগ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। জননী ভাবিতেছেন 'নয়নের মণি' বালিকা উমাকে ছাড়িয়া কিভাবে প্রাণে বাঁচিবেন। কৈলাসে উমার কত না কষ্ট। তাই মেনকা জয়া-বিজয়াকে বলিয়াছেন নিদ্রিতা উমাকে না জাগাইতে। হিমালয় গৃহ হইতে উমার বিদায় পর্বের গানগুলি লইয়া বিজয়ার গান রচিত। এইগুলি মাতৃ-হৃদয়ের মর্মবেদনার রসে অভিসিঞ্চিত।

দশমীতে মায়ের বিসর্জন, উমার কৈলাসে প্রত্যাবর্তন। নবমীতে শেষ-দিনের মত উমার অবস্থান। বিদায় আসন্ন ভাবিয়া স্নেহময়ী জননীর হৃদয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। নবমীর নিশি যেন আর না পোহায়। তাহা হইলে কন্যাকে আর পাঠাইতে হয় না। এই হইতেছে মায়ের বেদনাতুর মনের অভিব্যক্তি। কবির গানে মাতৃহৃদয়ের সেই গভীর ইচ্ছা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বিজয়ার পদে—

"নবমীর নিশি তুমি যেও না।
তুমি গেলে মোর উমা যাবে সে ব্যথা প্রাণে কেমনে স'বে
আর ত তারে রাখা যাবে না।
আস্‌বে হর তারে নিতে—কার্ত্তিক গণেশ যাবে সাথে
দশমীতে বিজয়া ভুলবে না।"

মানবধর্মী হৃদয়াবেগের নিবিড়, গভীর পরিচয় বাৎসল্যরসের চিত্রের মধ্যে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মেনকা বুঝিতেছেন উমা আর তাহার নাই। দ্বিভুজা আজ চতুর্ভুজা হইয়াছেন, দশভুজা হইয়াছেন। কন্যা আজ দেবীত্বে পর্যবসিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে ঘরের কন্যারূপে পাইতেই কবিকুল আকুল। বঙ্গজননীর অন্তরের স্নেহবিহ্বল বিরহাতুরতা তাই বিজয়ার গানে রসনিবিড় বাঙ্‌মূর্তি লাভ করিয়াছে।

গিরি তুমি পাষাণ বাপ দেখ নাই গো নয়ন মেলে
কি দুখে মার দিন যে যায় থাক্‌তে নারে আমায় ভুলে।
জগতে তোর আস্‌তে হবে
জগৎ ছাড়া মা আমি কবে
অসুর দলন করতে কেন রং করেছিস্‌ কালি গুলে।

গিরিপুরী আঁধার করি তুই কি যাবি ও মা গৌরী
তিনটি দিন থাক্‌বি কাছে আশায় থাকি বর্ষ ধরি।
জগন্মাতা তুই যে তারা
আমি কি মা জগৎ ছাড়া
তবে কেন এমন ধারা ছেড়ে যাও মা শঙ্করী।
অন্নপূর্ণা কাশীধামে
অন্নজুটে তোমার নামে
শিব কেন যে ভিক্ষা করে পাইনে দিশা চিন্তা করি।
কেন বেড়াও রাজ-ঝিয়ারী
সাথে নিয়ে শিব-ভিখারী
হৃদমন্দিরে যতন করি গৌরী হরে রাখবো পূরি।

জামাই এলে তোরে নিতে প্পারবো না আর ছেড়ে দিতে
অকলঙ্ক উমাশশী দেখ্‌বো উদয় দিনে রাতে।
ঘর বাঁধে সে দুঃখ স'য়ে
আমার সাধের ছোট্ট মেয়ে
কেমন করে রব জিয়ে পাঠিয়ে তোরে কৈলাসেতে।
শব সেজে আছেন ভুলে
ঘর দেখে না চোখটি মেলে
ক্ষ্যাপার হাতে দিয়ে তুলে পারি না আর দুখ্‌ সহিতে।

আজ বিজয়া ওঠ্ মা জয়া   দিস্ নে ছেড়ে মা অভয়া
কৈলাসেতে আর পাঠাস্ নে   শিবের বুকে নেইক মায়া
কত চেষ্টা যতন করি
মেয়ে আনি শিবকে ধরি
বিদায় দিতে প্রাণে মরি   মেয়ের মা কি অসহায়া।
জবার মালা ঐ চরণে
দিয়ে ভক্তি সচন্দনে
পূজা ভোগ আর বলিদানে   রাখ্‌তে চাই মা হরজায়া।
শক্তি নেই মা   রাখ্‌তে ধরে
তাইত পলায়   শিবের ঘরে
মায়ের আদর হেলা করে   যায় সে চলে নেইক মায়া।

ওঠ্ মা জয়া ও বিজয়া   আজ যে আমার উমা যাবে।
শূন্য করি গিরিপুরী
উমা যাবে হরের বাড়ী
কেমনে রব মাকে ছাড়ি   মা ডেকে আর কে শোনাবে।
নবমীর শুভনিশি
মোর ঘরে থাক বসি
হেরি উমা মুখশশী   তুমিও যে আনন্দ পাবে।

ওরে বঙ্গবাসী   শোকে ভাসি বিদায় দিবি চোখের জলে।
তিন দিনেতে মেটে না আশ
বিচ্ছেদ স্মরি হা হুতাশ
দৃঢ় কর্‌না রে ভক্তি-পাশ
মা যে তোদের যাবে চলে।
পূজা ভোগ আর আরতিতে
রইলি শুধু আপনি মেতে

বসিয়ে কেন হৃদাসনে
দিলি না মন চরণতলে ;
পুরোহিতের মুখে শুনি
পুনরাগমনের বাণী
মার কাছে কি সেই ধ্বনি
দেবে অভয় ভক্ত দলে।

রবি তোমার হবে উদয় তাইত আমার প্রাণে ভয়
অভয়ার পাই নে অভয় আমায় ছেড়ে যাবে চলে।
দশমীতে মার বিজয়া
আয় দেখি মা ওগো জয়া
রাখে না সে মায়ের মায়া যদি কথায় থাকে ভুলে।
ঐ আসে ঐ পাগ্‌লা ভোলা
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে চেলা
তাকে আমার মিছে বলা থাকৃতে নারে উমা ফেলে।

'ওমা' বলে কাঁদে উমা তাও কি মন তুই জানিস্ না।
এবার এখন মা কাঁদে যদি
বুকে ধরে রাখবো নিধি
ফিরিয়ে দেব শিব আদি জামাই বলে মান্‌বো না।
শিব নাকি ভিক্ষা ক'রে
ভূত নাচায়ে ফেরে দোরে
শান্তি নাই তাই তোমার তরে মায়ের কথা ভেবে দ্যাখ্ মা।
ভস্ম মেখে সারা অঙ্গে
শ্মশান মশান ক্ষ্যাপার সঙ্গে
বিশ্বভুবন বেড়াস্ রঙ্গে এবার কাছে থাক্ মা শ্যামা।

বেদনা কত মায়ের প্রাণে বুঝ্‌বে গিরি তুমি কেমনে
তুমি ত হে পাষাণ স্বামী বুঝ্‌বে না দুখ মায়ের মনে।
মেয়ে ধরে বুকের প'রে
রাখ্‌তে নারি আপন ক'রে
দিতে হয় সে পরের ঘরে বেদনা তার সয় কি প্রাণে।
বর্ষ পরে এল ঘরে
মাত্র তিনটি দিনের তরে
দশমীতে বিদায় ক'রে কোথায় রব কিসের টানে।
শোন ওহে রাজা স্বামী
জামাই এলে বলো তুমি
রবে ছাড়ি কৈলাস ভূমি হরগৌরী হেরি নয়নে।

গিরি তুমি পাষাণ বাপ দেখ নাই গো নয়ন মেলে
কি দুখে মার দিন যে যায় থাক্‌তে নারে আমায় ভুলে।
জগতে তোরে আস্‌তে হবে
জগৎ ছাড়া মা আমি কবে
অসুর দলন কর্‌তে কেন রং করেছিস্‌ কালি গুলে।
মা বেড়ায় যে রণ সাজে
রাখ্‌তে নারি হৃদয় মাঝে
বিশ্ব বাঁচে তাঁরে পূজে তাইত যাচে চরণ তলে।
তিনটি দিন মাত্র থাকি
দিতে চায় মা আমায় ফাঁকি
কেমন করে তারে রাখি মায়ের কথা দেবে ঠেলে।

নবমীর নিশি তুমি গেলে জামাই আমার আস্‌বে চলে
জয়া তুই মা যাবি দূরে রাখ্‌বি মায়ে কোনও ছলে।
জামাই যদি আসে হেথা
শুধায় আমার মায়ের কথা

গোপন করে　　সেই বারতা　　বুক ভাসাবো　　নয়নজলে।
ষোড়শোপচারে বরণ করে
মেয়ে জামাই　　রাখবো ধ'রে
হয়ত ভোলা　　আমার ঘরে　　থাক্‌বে আমার　　কথায় ভুলে।
হৃদাসন　　পেতে রাখি
হরগৌরী　　মিলন দেখি
জুড়াবেরে　　মনের আঁখি　　সেই আশায়　　হৃদয় দোলে।

নবমীর নিশি তুমি যেও না
তুমি গেলে মোর উমা যাবে　　সে ব্যথা প্রাণে কেমন স'বে
আর ত তারে রাখা যাবে না
আস্‌বে হর যে তারে নিতে　　কার্ত্তিক গণেশ যাবে সাথে
দশমী বিজয়া ভুলবে না।
তাই ভেবে মা আগের নিশি　　মা'র শিয়রে ছিলাম বসি
নিশাশেষে না পায় চেতনা।
তোরা ভুলিয়ে রাখ্‌বি ছলে　　তাতে যদি কেউ মন্দ বলে
তবু মেয়ে আমি পাঠাব না।

ওহে গিরি রাখ ধরি　　তনয়ারে আদর করি
দেখ যেন মা চলে যায় না।
দশমীর ভরা প্রাতে　　আসে হর তারে নিতে
কেমনে রাখি করি ছলনা।
তুমি ত পাষাণ পতি　　না বোঝ আমার মতি
মা গেলে মোর যায় চেতনা।
জামাই পাগলা ভোলা ভূত প্রেত আছে চেলা
মেয়ে ভাবে কি তাই দেখ না।

শোন হে পাষাণ গিরি
আশা করি আন গৌরী
তিনদিন প্রাণে ধরি
ছাড়িতে মন চায় না।
হর এলে দিও বলে
থাকৃবে মা মোর কোলে
ছাড়ব না তারে যেতে
আভরণ দেব নানা।
নন্দীভৃঙ্গী লয়ে সঙ্গী
জামাইএর কত ভঙ্গী
সেই রঙ্গে মা যে রঙ্গী
তাও কি তুমি জান না।
যদি তার ফেরে মতি
হৃদাসন দিব পাতি
হরগৌরী দিবারাতি
মিলন-ছাড়া রাখ্‌বো না।

যেও না যেও না যেও না হে যেও না নবমীর নিশি
তুমি গেলে অস্তাচলে যাবে মোর উমাশশী।
সন্তান হারায়ে জ্বালা
সহিতেছি দুটি বেলা
আঁধার নয়নে মোর দেখি চেয়ে দশদিশি।
হেরিয়ে মা উমামুখ
ভরে উঠে মোর বুক
উমা গেলে হিমালয় ঢাকা রবে গাঢ় মসী।
উদয়েতে দিনমণি
আসে শিব গুণমণি
শোনে না আমার কথা উমা নিতে রবে বসি।

শোন্ গো মা বিজয়া জয়া
আর জাগাস্ নে মোর অভয়া
জাগিলে সে যাবে চলে দশমীতে মার বিজয়া।
নন্দীভৃঙ্গী লয়ে সাথে
আস্‌বে হর তারে নিতে
বুক ফেটে যায় আচম্বিতে
পাব না যে মায়ের মায়া।
বিল্বপত্র চরণে ধরে
আশুতোষে ফেরাও ঘরে
সভার কাছে পাঠিয়ে ডরে
শান্তি পায় না আমার কায়া।

যেও না যেও না নবমী রজনী সাথে লয়ে ঐ তারাদলে
তুমি গেলে হই তারা-হারা নয়নতারা ভাসে জলে।
প্রাতে শুনি পাখীর গান
আনচান করে প্রাণ
মা হারা দুখে কেমনে সুখে রইব আমি এই অচলে।
দ্বিজরেণু কহে বাণী
শুনগো মা গিরিরাণী
লুকায়ে মারে রাখ হৃদে শূলপানি না জানে ভুলে।

ওঠ্ মা জয়া ও বিজয়া আজকে যাবে মোর অভয়া।
বিল্বপত্র চরণ ধরে
ভাঙ্গ্ দিও মা হাতে করে
যদি মত মা করে হরে
পাব তখন মায়ের মায়া।
রবি যবে ভোরে উঠে
নন্দীভৃঙ্গী মাথা কুটে

মাকে মোর আসে নিতে
পাব না আর স্নেহের ছায়া।
হৃদ্‌গগনে উমাশশী
যদি থাকে দিবানিশি
অন্তরেতে দেখে হাসি
শেষ হবে এ আসা-যাওয়া।

শোন গিরি আর ত গৌরী পাঠাব না শিবের ঘরে
নন্দীভৃঙ্গী ক'রে সঙ্গী আসে যদি ফেরাও হরে।
সোনার বর্ণ হল কালি
আমার উমা কেন কালী
দুর্গারূপে বেড়ায় ছলি কত কথা বলে পরে।
শিব নাচে গো কত রঙ্গে
নন্দীভৃঙ্গী ভূতের সঙ্গে
ছাই মেখে মা আপন অঙ্গে তারই সাথে সদাই ফেরে।
এবার আমি যতন করে
রাখ্‌বো মায়ে বক্ষে ধরে
পাষাণ বাপ কেমন তুমি প্রাণ কাঁদে না মেয়ের তরে।

রবি তুমি উদয় হ'লে কেন আজি গগনপটে
তুমি এলে উমা যাবে বুদ্ধি নাই কি একটু ঘটে।
লুকিয়ে দুদিন থাক যদি
উমা পাব নিরবধি
বুকে রেখে দেখ্‌বো নিধি বলি তোমায় অকপটে।
নবমীর সারা নিশি
ছিল গৌরী কত হাসি
জয়া মায়ে ধর্‌ মা আসি সখীহারা দুখ তোরও বটে।

নবমীর চাঁদ যেও না চলে মারে রাখি কোন ছলে
ভাঙ্‌ খেয়ে ভাঙর ভোলা আছেন গৃহ-কর্ম ভুলে।
নেশার ঘোরে বেড়ান ঘুরে আঁখি যে তার পড়ে ঢুলে ॥
সদাই গতি ভূতের সঙ্গে
প্রলয় নাচন নাচেন রঙ্গে
গৌরী আমার সোনার অঙ্গে মাখেন ছাই হাতে তুলে।
মায়ের প্রাণে কি বেদনা
জেনেও গিরি তাও জান না
শিব-শিরে অন্তজনা কেমনে তা বলি খুলে।

মায়ের রূপ

মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা দক্ষতনয়া সতী হইতে বিবর্তিতরূপে পার্বতী—উমা, চণ্ডী ও শেষ পর্যন্ত কালী বা শ্যামাতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। তাই সাধকের চোখে শিবজায়া উমাই পরবর্তীকালে কালীরূপে বিধৃতা হইয়াছেন। মহাশক্তি মহামায়া মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী এই ত্রিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। মহাকালী তামসী ও ঋগ্বেদরূপা। তিনি সাধকের চোখে অপরূপ রূপে সজ্জিতা। এই কালী সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কাহিনী শোনা যায়। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সতী—হিমালয়-গৃহে পার্বতী প্রথমে কালীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং পরে কঠোর তপস্যার পর গৌরীরূপ ধারণ করেন। 'চণ্ডী'তে পাওয়া যায় শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় পার্বতীর দেহকোষ হইতে কালী নিঃসৃতা হয়ে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেন। আবার অন্য রূপও দেখা যায় যে অম্বিকার ক্রোধের কালে "তাঁহার ভ্রূকুটি কুটিল ললাট-ফলক হইতে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্তা হইলেন।

"ভ্রূকুটি কুটিলাৎ তস্যা ললাট ফলকাদ্ দ্রুতম্
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।"

বিনিষ্ক্রান্তা কালী মহা অসুরগণকে বিনাশ করিতে ও সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই কালীর উল্লেখ বেদের মধ্যে, মহাভারতের মধ্যে, কালিদাসের কুমার-সম্ভবের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন পুরাণ-তন্ত্রের মধ্যেও কালীর বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রায় সর্বত্রই কালী কৃষ্ণবর্ণা, রক্তলোলুপা, ভয়ঙ্করী রূপেই দেখা যায়। তিনি শব বা শিবারূঢ়া—শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা। এই শিবই মহাকাল। তিনি সব প্রাণীকে কলন বা গ্রাস করেন, কিন্তু দেবী মহাকালকেও গ্রাস করেন বলিয়া তিনি আদ্যা মহাকালিকা—তিনি কালী। তিনি আদিভূতা সনাতনী। বর্তমানকালে কালীমায়ের যে রূপ আমাদের দেশে মাতৃপূজায় দেখা যায় তাহা কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে (কালীতন্ত্র) কালীর ধ্যান হইতে গৃহীত। দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, বামহস্তযুগলের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন শির আর ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গ, দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্বহস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালীদেবী শ্যামা নামে খ্যাতা)

এবং দিগম্বরী ; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের ধারায় দেবীর দেহচর্চিত আর দুইটি শবশিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্টা, করালস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা, শবসমূহের কর দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিতা হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা, তিনি ঘোরনাদিনী, মহারৌদ্রী,—শ্মশান-গৃহ-বাসিনী। বাল-সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র ; তিনি উন্নত দন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ-ব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, তিনি চতুর্দিকে ঘোর রবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা। তিনি মহাকালের সহিত 'বিপরীত রতাতুরা', সুখপ্রসন্নবদনা এবং স্মেরানন 'সরোরুহা'।

কিন্তু এই ভয়ঙ্করী কৃষ্ণবর্ণা কালীর রূপ সাধক ভক্তের কাছে পরম মনোরমা। তাই রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিকুল এই কালীমায়ের রূপাঙ্কনে উল্লসিত। এখানে লেখক ভক্তকবি রামরেণু তাঁহার পদগুলিতে মায়ের সেই রূপ বর্ণনা করিয়া মায়ের শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন—

কার মুণ্ড গলায় দিয়ে তুই সেজেছিস্ মুণ্ডমালী
প্রলয়কালে শয়ন ছিলে মুণ্ড তখন কোথায় পেলি।
শক্র তোর শবাসনা
রক্তে তার কি শেষ কামনা
তাই সেজেছিস্ লোলরসনা আদ্যাশক্তি বল্ মা কালী।
কেন মা তুই দিগম্বরী
উর্ধ্বহাতে খড়্গ ধরি
নরকর কাঞ্চি ভরি ওরূপে কেন বেড়াও ছলি।
আসল তোর রূপটি জানি
ভবানী তুই ও জননী
রেণুর তাই ভয় ভেঙ্গেছে আনন্দে দেয় করতালি।

আর ঐ 'গরব করা' মাতৃরূপে বিমুগ্ধ কবিমন সানন্দে ঘোষণা করে যে, তাঁহার 'নয়ন তারা'র রূপের আলোয় বিশ্ব উজল, কোটি চন্দ্র চরণতলে।

কেমন করে জান্‌লিরে মন মা আমার হয় করালী
নয়ন মেলে দেখ্‌লি চেয়ে রূপটি মায়ের মুণ্ডমালী।
লোলরসনায় রক্ত ঝরে
উধ্বর্ হাতে খড়্গ ধরে
শ্মশান মশান বেড়ায় ঘুরে
দিগম্বরী বেশে কালী
শব শিব চরণে পড়ে
দেখে নাই মা পিছন ফিরে
কাটা মুণ্ড হাতে ধরে
তাথৈ থিয়ে নাচে খালি।
চরণতলে কিরণ ছটা
এলোকেশীর কেশের ঘটা
দেখে রেণু নয়ন ভরে
ভক্তি অর্ঘ্য দেয় মা ডালি।
নরকর কাঞ্চি মালা
কর্ণে শব-শিশু দোলা
বরাভয় হস্তে ধরি
বিশ্ব রাখেন রক্ষাকালী।

ভুবনমোহন রূপটি কোথায় পেলি মাগো বল মা শ্যামা
রূপে পাগল বিশ্বভুবন দেব দানব করে 'মা' 'মা'।
চরণে তোর সোনার নূপুর
বাজে রুণু ঝুমুর ঝুমুর
সাধ যায় মা দ্বিজ রেণুর
হৃদে ধরে মা হরের বামা।
কণ্ঠে মা তোর মণির খেলা
রেণুর হৃদি করে আলা

রত্ন মুকুট শিরে ধরি
রাজরাণী তুই গিরির উমা।
নয়নে তোর কনককিরণ
উজলে এই তিনটি ভুবন
হৃদি পদ্ম বিকাশ করে
দাঁড়াও দেখি মনোরমা।
শুভ অগ্রহায়ণ

দিগ্‌বসনা লোলরসনা ভেবে তোরে পাই নে মনে
শ্যামারূপে দিগম্বরী জেগে আছ নয়ন কোণে।
আশ্বিনে তুই দশভুজা
দীপান্বিতায় কালীপূজা
অন্ন দিতে অন্নদা গো জগদ্ধাত্রী পাই মা ধ্যানে।
বেদমন্ত্রে বীণাপাণি
ওঙ্কারে তার উঠ্‌ছে ধ্বনি
আমি শুনি অভয় বাণী মা অভয়া দেয় মা চিনে
মহামায়ার মায়া বশে
রেণু আছে মা গৃহবাসে
মা দেখে তাই লুকিয়ে হাসে ডাক্‌বে তারে দিন্‌টি গণে।

কাজ কি আমার নয়ন মুদে একলা বসে কালী কালী
নয়ন-পথে দাঁড়িয়ে আছে সামনে দেখি মুণ্ডমালী।
মুণ্ডমালা কণ্ঠে দোলে
শবশিশু কর্ণমূলে
জবার মালা চরণ তলে আনন্দেতে মা মা বলি।
কেউ বলে মা শবাসনা
মন জাগে মোর ছন্দে নানা
হৃদয়দলে করি স্থাপনা দেখি তারে নয়ন মেলি।

ভুল করে রেণু এতদিনে
ছিলিস্ কোথা আপন মনে
অভয়া মা মোর সাম্‌নে তাই দেখি মা নয় করালী।

১৪ অগ্রহায়ণ

কালো মেয়ের রূপ দেখে যা ওরে তোরা নয়ন মেলি
একলা ঘরে কোথায় ব'সে ডাকিস্ তুই কালী কালী।
কাল মেঘ উড়ে হেসে
ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে
ঐ ত মায়ের এলোকেশে কেশগুলি যায় আপনি দুলি।
রাঙা রবির রাঙা করে
রাখে মায়ের চরণ ধরে
শশিকলা রাতের বেলা পদ নখে পড়ে ঢলি।
গিরিচূড়ায় রত্নরাজি
মার মেখলা আছে সাজি
তারার মালায় মুণ্ডমালা ডাক ছাড়ে ঐ মাভৈঃ বলি।
তারই হাতে মরণ বাঁচন
ফুলের দোলায় মায়ের নাচন
রেণুর মনে দ্যাখ্‌রে মাতন আনন্দে দেয় করতালি।

১৮ অগ্রহায়ণ

ধ্যানে মায়ের রূপ চিনেছি শিল্পী পাবে কেমন ক'রে
খড়-মাটিতে মূর্তি বানায় রং তুলি তার হাতে ধ'রে।
কোটি চন্দ্র চরণতলে
শত সূর্য কিরীটে জ্বলে
তারার মালায় মুণ্ডমালা কণ্ঠশোভা আছে ভ'রে।

শিল্পী দেয় কেমনে আঁকি
মিটবে কি তার মনের ফাঁকি
রেণুকে নাও সাথে ডাকি মনে মনে রাখে গড়ে।
সৌরজগৎ কিরণ মাগি
ত্রিনয়নীর নয়নে জাগি
ধ্যানে মগন চরণ লাগি ঘুরে বেড়ায় গগন প'রে।

২৮ অগ্রহায়ণ :

ভীষণা ভয়ঙ্করী ভীমা নৃত্যতালে চলে বামা
লোলরসনায় রক্ত ঝরে।
কর্ণে শবশিশু তোলা কণ্ঠে দোলে মুণ্ডমালা
কাঞ্চি তব নর করে॥
রাঙা পায়ে আলতা মাখা নখের কোণে শত রাকা
পাগলা ভোলা চরণে পড়ে।
উর্ধ্ব হাতে নিয়ে অসি রণচণ্ডী এলোকেশী
সুরাসুর কাঁপে ডরে॥
অট্ট হাসে বিশ্ব জাগে জননীর কৃপা মাগে
তবু অভয় বিলায় করে।
অবাক হ'য়ে মূর্তি দেখে দ্বিজ রেণুর দুটি চোখে
প্রেমানন্দে অশ্রু ঝরে॥

কে পরাল মুণ্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে
সেই আনন্দে মা যে নাচে সাম্‌নে আমার নৃত্যতালে।
রাজার মেয়ের এই কি ভূষণ
গৌরী আমার কালি বরণ
নাম পেয়েছে মা যে কালী মহাকালের বক্ষদলে।

দশভুজা সেই কি কালী
ঊর্ধ্ব হাতে খড়্গ তুলি
নর কর-কাঞ্চি ধরা নরমুণ্ড করতলে।
যুগল হাতে বরাভয়
কাটে রেণুর সংশয়
কণ্ঠে উঠে মা মা ধ্বনি আনন্দে তার চিত্ত দোলে।

২৫ আষাঢ়

ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি কর বিষ্ণুরূপে পাল্‌তে ধরা
প্রলয়ে কবে দেখ্‌বো মাগো ধরার ধ্বংসে মা তোরে তারা।
ব্রহ্মা সেদিন অণ্ড হয়ে
তোরই উদর নেবে চেয়ে
দেব্‌তারা সব ছুটবে ধেয়ে তোর চরণে হবে হারা।
আমি তখন নয়ন মেলি
দেখ্‌বো কেমন শম্ভুশূলী
যদি পাই চরণতলই শিবের সাথে মা রব পড়া।
মোর জীবনের শেষের সাধা
কেউ ত' আমার হয় না বাধা
রাঙা দুটি চরণপদ্ম বক্ষে আমার রবে ধরা।

২৮ আষাঢ়

অরূপ তোমার রূপের লীলায় মন আমার পড়েছে ধরা
নয়ন মুদে তাই মা দেখি ডাকি তোরে তারা তারা।
নির্গুণ তোরে শাস্ত্রে বোঝে
তোর গুণে মা আছি মজে
সরূপা তুই তোরই রূপে হৃদয় আমার আছে ভরা।

যা দেখি মা নয়ন মেলে
সবাই তোমার রূপটি নিলে
আমি তোমার পাগল ছেলে সেই রূপে মন মুগ্ধ করা।
নিরাকারার ভাবনাতে
মন ত আমার নাহি মাতে
আমার মায়ের রূপটি নিয়ে সমুখে তুই এসে দাঁড়া।

নয়ন মুদে রূপ দেখিগো জগৎ জুড়ে তোর মা তারা
এত রূপ কি সম্ভবে মা কোটি চন্দ্র হয় মা হারা।
চোদ্দ ভুবন চরণতলে
নিত্য দেখি আজও দোলে
শব সেজে শিব চরণ পেয়ে তাই রেখেছে বক্ষে ধরা।
শুনি নূপুর পদকমলে
বাজে মধুর মা তালে তালে
মুণ্ডমালা কণ্ঠে দোলে শিরোভূষণ স্বর্ণচূড়া।
যুগল হাতে মা বরাভয়
বামে খড়্গ মুণ্ড রয়
দেখে রেণুর মা সংশয়, দূর করে দে ভবদারা।

১৪ আষাঢ় :

কে বলে মা দিগম্বরী শবাসনা এলোকেশী
রূপে পাগল বিশ্বভুবন আমার ত মা মন-উদাসী।
মা রয়েছেন জলেস্থলে
ভূধর সাগর গগনতলে
অরুণরাঙা চরণ মেলে
দেখা মা তোর মুখের হাসি।

নয়নে মা'র মূর্তি আঁকা
এ হৃদয় মা নয়রে ফাঁকা
রাঙা চরণ রেখেছি ধরে তাই পূজিতে ভালবাসি।
মা যে রাজ-রাজেশ্বরী
হৃদয় রাজ্য দিব ছাড়ি
রাখবো দুটি চরণ ধরি পূজ্‌বো বসে মা দিবানিশি।

১০ বৈশাখ

ও যে আমার নয়ন-তারা
নয়ন মেলে দ্যাখ্‌রে আজি মায়ের মূর্তি নয়ন ভরা।
লক্ষ কোটি তারার আঁখি
তাই মেলে মা নেয় নিরখি
রাঙা জবায় চরণ রাখি
রূপ যে মায়ের গরব করা।
উদার নীল গগনতলে
কাজল কালো মেঘের কোলে
এলোকেশীর কেশ যে দোলে
চাঁদ সূরযে চরণে পড়া।
জবার মালা কণ্ঠে দোলে
রাঙা কমল পদতলে
রূপে রেণুর মন যে ভোলে
ঐ চরণে আছে ধরা।

৪ঠা ভাদ্র

মুণ্ড কাদের গলায় দিয়ে তুই সেজেছিস্ মুণ্ডমালী
প্রলয়কালে সবই সুপ্ত মুণ্ড তখন কোথায় পেলি!
শত্রু কে তোর শবাসনা
তারও রক্তে তোর কামনা
তাই সেজেছিস্ লোল রসনা আদ্যাশক্তি বল্ মা কালী।

কেন মা তুই দিগম্বরী
উর্ধ্বহাতে খড়্গ ধরি
নর-কর কাঞ্চি পরি ভয়ঙ্করী কেন মা হলি।
আসল তোর রূপটি জানি
ভবানী তুই ও জননী
রেণুর তাই ভয় ভেঙেছে আনন্দে দেয় করতালি।

কালো মেয়ের রূপ দেখে যা ওরে তোরা নয়ন মেলে
রূপের আলোয় বিশ্ব উজল কোটি চন্দ্র চরণতলে।
মায়ের মুখে অট্টহাসি
ভয়াভয় সে করে অসি
সব ভাবনা যায়রে মিশি
ভবদারার নাগাল পেলে।
উর্ধ্ব হাতে কৃপাণ দোলে
সব যোগিনী পাছে চলে
মহাকাল সে পদতলে
কালের ডঙ্কা মিশায় কালে।

মা কেমন

"কালিকা বঙ্গদেশে চ"। মহাশক্তি দেবী বঙ্গদেশে কালিকা রূপে পূজিতা। বঙ্গদেশের সাধক কবির কাছে ভীষণা রূপে বর্ণিতা। কিন্তু মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি হইতেই সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে—তিনি সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিনী "মাতা—তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরামগা।" (শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভূমিকা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)। তিনিই সর্বভূতে বিরাজমানা—তাঁহার অনস্তিত্বে প্রাণীমাত্রেই শবের ন্যায় নিষ্ক্রিয়। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধীশ্বরী দেবী। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। সমস্ত দেবকুলও ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী আদ্যাশক্তি হইতেই উদ্ভূত ও প্রতিপালিত। সেই পরাশক্তি অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত রূপ পরিগ্রহ করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যাইতে পারে—"ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।" তন্ত্রে বলা হইয়াছে, শক্তি সাধনের মূলে রহিয়াছে কালী। তিনিই সর্বমূলাধার। তাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, তিনি অনিবার্চ্য, অচিন্ত্যস্বরূপা, সমগ্র জগতের হেতু, বিষ্ণুশিবাদিরও অজ্ঞাত। তিনি সকলের আশ্রয়ভূতা, বিকাররহিতা পরমা প্রকৃতি।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্ণজ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্তমাদ্যা।

সাধকবর্গ সেই আদিভূতা জগজ্জননী পরমেশ্বরীর রূপ বর্ণনা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন। জননীও সন্তানদের পারস্পরিক পার্থিব সম্পর্ক-স্থাপনে তৎপর। মাটির কুটিরে মায়ের চরণচিহ্ন ধরিয়া মায়ের সাকার মূর্তির সহিত মান অভিমানের খেলা খেলিয়াছেন। গর্ভধারিণী মা যেমন সন্তানের 'প্রিয়জন'; করালবদনা, অচিন্ত্যময়ী মাও তেমনি দেবী হইয়া সাধকের 'প্রিয়জনে' পরিণত হইয়াছেন। তাই মাকে পাইবার জন্য—তাঁহার করুণা লাভের জন্য ভক্ত যখন কাঁদিয়া আকুল, তাঁহার বিশ্বজোড়া রূপে অবাক, আবার কখন মায়ের প্রতি ভক্তের অভিমান। তাই কবির শ্যামামায়ের কাছে জিজ্ঞাসা—

তারা তোরে চিন্‌তে নারি পুরুষ কিম্বা তুই মা নারী
সৃষ্টি কর মাতৃবেশে
পালন কর ধাত্রী হেসে

প্রলয়ে তোর রূপটি কেমন জান্‌তে চাই, মা শঙ্করী।
ব্রহ্মময়ী নিরাকারা
তাই শুনেছি ভবদারা
তাই কি চরণ হয় না ধরা একলা বসে কেঁদে মরি।

(মাগো) একলা আমায় অর্ধরাতে ডাক দিলি যে নূতন পথে
তোর সাহসে মনটি আমার পথের নেশায় উঠ্‌ল মেতে।
তোরই দেওয়া এই নিদেশে মন চলে যায় দেশ-বিদেশে
ঘুরে বেড়ায় পুলক ভরে কোন্‌ সুদূরে দিবসরাতে।
তোর নামের পূতচিহ্ন অঙ্গে এবার করে ধারণ
মনের সুখে রয়েছি মা নূতন গানের ছন্দে মেতে।
নূতন ছাঁদে নূতন ভাবে পূজাটি তোর শিখিয়ে দিলি
সেই থেকে মা চল্‌ছে পূজা আমার হৃদি-মন্দিরেতে।

অভয় বিলান মা অভয়া ছোঁয় না তাই ভয়ের ছায়া
আঁধার কালো নয়রে ধরা কোল পেতে ঐ মহামায়া।
আমার মায়ের কালো বরণ
আঁধার নিশা কর্‌লো হরণ
তাই ত মাগে রাঙা চরণ পেয়েছে সে মায়ের মায়া।
আঁধার ধরার কালো কোলে
সৃষ্টি প্রলয় নিত্য দোলে
রেণু দেখে নয়ন মেলে, খেলা করে হরের জায়া।

শ্যামল ধরায় চরণ ফেলে শ্যামা মাগো সাম্‌নে এলে
শাওন ঘন মেঘের কোলে এলোকেশীর কেশ যে দোলে।
হুঙ্কারে তার বজ্রধ্বনি
কর্ণে আমি নিত্য শুনি
বিদ্যুতে মা'র মুখের হাসি মিলিয়ে যায় গগনতলে।
কেউ বলে মা হয় সাকারা
অপরে কয় নয় আকারা
ভক্ত-মনের তৃপ্তি ভরা মূর্তি ধরে বেড়ান খেলে।
মায়ের রূপে নয়ন মজে
রেণু মায়ের চরণ ভজে
আর কিছু সে চায় না কভু মায়ের দুটি চরণ পেলে।

অবিশ্বাসী দ্যাখ্‌রে চেয়ে মা ত নয়রে মাটির মেয়ে
হাসি হাসি মুখটি করে মা যে আমায় দেখ্‌ছে চেয়ে।
মা'র চরণে নূপুর ধ্বনি
কানে আমার বাজ্‌ছে শুনি
চেয়ে দেখি নাচের তালে বিশ্বময় সে বেড়ায় ধেয়ে।
মা বলে তায় ডাক্‌লে পরে
সকল দুঃখ যায় যে দূরে
ডাকি আমি আকুলস্বরে মায়ের গান যাইগো গেয়ে।
বৈতরণী নদীর কূলে চরণতরী আছেন মেলে
রেণু বলে সময় হলে পার করবে সে নিপুণ নেয়ে।

অরূপ তুমি রূপের নাটে কর্‌ছো লীলা বারেবারে
আমি তোমায় পাইনে দেখা হয়ত আছ চোখের পরে।
কেউ বলে মা নিরাকারা
মূর্তি ধরি হও সাকারা
সুন্দর এই সৃষ্টি তোমার
স্বরূপটি মা প্রকাশ ক'রে।

বিশ্বময়ীর আপন কোলে
সৃষ্টি স্থিতি নিত্য দোলে
তারই সাথে প্রলয় খেলে
দোলান তিনি লীলা ভ'রে।
তত্ত্ব তোমার গভীর অতি
রামরেণু যে স্বল্প মতি
অবোধে বোধ দাও জননী
কৃপা তোমার পড়ুক ঝরে।

দেখ্‌লে কেমন মায়ের বরণ ধর্‌লো এসে কতই বেশ
বিশ্বজুড়ে মূর্তি হেরি পাইনি মায়ের রূপের শেষ।
মৃন্ময়ী মা নয়ন ভোলায়
চিন্ময়ী মা হৃদয় দোলায়
তত্ত্বটি তার বুঝে কজন
সবিশেষে নির্বিশেষ।
জ্ঞানীরা কয় নিরাকারা
মন চিনেছে সেই সাকারা
সগুণা মা ত্রিগুণ-হারা
কৃপায় যে তার নেইক শেষ।
৮ ভাদ্র :

কি রূপ দেখালি মা কাঙাল আমার নয়ন ভরি
শূন্যহৃদয় পূর্ণ হ'ল মাগো তোমার চরণ ধরি।
সাধ মিটেছে ভবে এসে
ঠাঁই পেয়েছি পদ-পাশে
সব ছেড়েছি কেঁদে হেসে
এখন আমি নামটি স্মরি।
দিবানিশি ডাকি তারা
নয়নে বয় অশ্রু ধারা
নয়ন মুদে তোরে হেরি
নয়ন মন সফল করি।

কৈবল্যদায়িনী কালী সে কি শুধু মুণ্ডমালী
ভুল বুঝে তুই ভাবিস্ মনে মা আমার হয় করালী।
খড়্গ শুধু নেইরে হাতে
মুক্তি আছে তারই সাথে
বরাভয় যে মার কৃপাতে
ভক্ত-মনের ঘুচায় কালি।
কণ্ঠ শোভা জবার মালা
চরণতলে মহেশ ভোলা
রেণুর প্রাণে দেয় যে দোলা
ডাকে কালী কালী বলি।
আবার যেদিন দিন ফুরাবে
চলে যাবার ডাক আসিবে
মায়ের কোলে রাখ্‌ব মাথা
বল্‌বো মুখে কালী কালী।

কেউ বলে মা তুই দেশের মাটি আমি জানি তোর রূপটি খাঁটি
(আমি) নয়ন মেলে দেখি যে তোর রাঙা চরণ পরিপাটি।
শ্যামা তুই যে শ্যামল রূপে
দাঁড়িয়ে আছিস্ ধরার বুকে
চিনতে আমি পারি নে মা
জীবনটি তাই হল মাটি।
গগনে তোর নয়ন জ্বলে
চন্দ্রসূর্য চরণতলে
দে'খে রেণুর ভাগ্য বলে
মনের আঁধার গেল কাটি।
এমন দিন কি হবে তারা
ভক্তি ফাঁদে পড়্‌বি ধরা
হৃদয় মাঝে দ্বাদশ দলে
পাতা যে তোর আসন খাঁটি!

৫ আশ্বিন

ফন্দী এঁটে বন্দী কর আমায় ভবের কারাগারে
যতই আমি পলাই ছুটে ধরে আন বারে বারে।
শুনেছি তুমি মুক্তকেশী
মুক্তি বিলাও মুচ্‌কি হাসি
আমার বেলা অপর খেলা
কাঁদাও মোরে হাহাকারে।
নয়ন মুদে ভাবি যখন
দেখি আমার নয় সে বাঁধন
মুক্তিদাত্রী বেড়াও ঘুরে
রেণুর ছোট সংসারে।

হাড় জ্বালানি তুই মা মেয়ে আমি মলুম তোরে নিয়ে
হাড়ের মালা কণ্ঠে দিয়ে নাচিস্ তাথৈ তাথৈ থিয়ে।
কোথা মা তোর বসন ভূষণ
কোথায় গেল সোনার বরণ
তুই বুঝি মা রং করেছিস্ আমার মনের কালি দিয়ে।
(আমার) চোখে কালী মুখে কালী
অন্তরে মা'র মূর্তি কালী
জপ করি মা কালীর বীজে কালি বরণ দেখি চেয়ে।
ভয় করিনে ও রূপ হেরি
ভালই জানি রূপ মায়েরই
হৃদয় মাঝে পূজ্‌বো মায়ে ভক্তির সাথে হাত মিলিয়ে।

আমার মায়ের স্বরূপ যে কি জানবি রে মন বল্ কেমনে
শিব ধরেছে বুকের পরে রাঙা চরণ সার যে জেনে।
বিষ্ণু আছেন পাল্‌তে ধরা
কাজের সময় ডাকেন তারা
ব্রহ্মার সৃষ্টি—হয় না সাধন আমার মায়ের চরণ বিনে।

মা নয় মোর নিরাকারা
তারি যে রূপ নিখিল ধরা
তিনিই সৃষ্টি স্রষ্টা তিনিই   জানে কেবল ভক্তজনে।
করেন তিনি কৃপা যারে
স্বরূপটি তাঁর জান্‌তে পারে
রেণুর মনে সদাই আশা   মিল্‌বে কৃপা চরণ ধ্যানে।

তারা তোরে চিনিতে নারি   পুরুষ কিংবা তুই মা নারী।
সৃষ্টি করিস্‌ তুই ব্রহ্মাণী
পালন করিস্‌ নারায়ণী
প্রলয়ে তুই হস্‌ রুদ্রাণী   সবাই জানে মা শঙ্করী।
ব্রহ্মরূপী নিরাকারা
আর শুনেছি ভবদারা
তাই ত হয়ে দিশেহারা   একলা বসে কেঁদে মরি।
নয়ন মেলে চেয়ে থাকি
তোর রূপেতে ভরে আঁখি
রূপ যে তোর বিশ্বজোড়া   অবাক্‌ হয়ে আমি হেরি।

মা মা বলে ডেকে ডেকে   পাইনি সাড়া ওমা তারা
মায়ের তরে দিনরজনী   নয়নে মোর বইছে ধারা।
কোথায় আমার মায়ের আসন
কেমন মায়ের ধরণ ধারণ
সত্যি কি মা ব্রহ্মময়ী
সাকার কিংবা নিরাকারা!
সত্যই কি মা জগন্মাতা
কালভয়ে কি তিনিই ত্রাতা
তিনিই কিগো করালী কালী
তিনিই কি গো ভবদারা।

আমার কি মা পাশে এসে
শেষের দিনে বস্‌বে হেসে
কোলে আমায় নেবে তুলে
ভবের খেলা হলে সারা।

২১ আশ্বিন

কালো মেয়ের রূপের আলোয় মন উঠেছে আপনি দুলে
অমানিশার আঁধার ঘিরে সেই আলোর মানিক জ্বলে।
দশদিকে যার বসন লুটায় সে মা যে মোর দিগম্বরী হায়
শ্মশান গেলে চিন্‌বে গো তায় রেখো যেন নয়ন মেলে।
শত চন্দ্র নখের কোণে কিরণ বিলায় ত্রিভুবনে
চন্দ্র লাজে নীল গগনে মুখ ঢেকেছে কালি ঢেলে।
নয়নে যার দিবারাতি চাঁদ সূরযের যুগলবাতি
প্রদীপ জ্বেলে আরতি রেণু সাজায় বুঝি মনের ভুলে।

২৫ অগ্রহায়ণ (প্রথম গান)

কে জানে মোর মা-টি কেমন
নিরাকারা ব্রহ্মরূপা সাকারে হয়েছে গোপন।
নিত্য সত্য সনাতনী
বিশ্বরূপা বলে জানি
সর্বজীবের ধাত্রী তিনি যে দিকে চাই হয় দরশন।
প্রণবে প্রকৃতি রূপা
ত্রিশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা
চিন্ময়ী মা আদিভূতা আদ্যাশক্তি করেন পালন।
মন চিনেছে মা মা বলে
তাই ত ভাসি নয়ন জলে
ঠাঁই চাই মা চরণতলে উদয় হও মোর মাটি যেমন।

আমার মনের অন্তরালে কে রয়েছে চরণ মেলে
শুনি তারই নূপুরধ্বনি ঝঙ্কারে মোর হৃদয় দোলে।
রাঙা চরণ হৃদয় রাঙায়
সেই রঙে মোর মনকে ভুলায়
দিবানিশি রঙ্গ দেখি রঙ্গময়ীর নৃত্যতালে।
ষট্‌চক্রে রাখি ঘিরে
তবু যে মা পলায় দূরে
লুকোচুরি বারেবারে রেণুর সাথে যায় মা খেলে।
ভুল করেছি ভবে এসে
এবার রব মায়ের পাশে
দেখ্‌বো কেমন লুকিয়ে হাসে হাস্যময়ী আমায় ফেলে।

১০ আষাঢ়

মাগো আমি তোমায় চিনিতে নারি
কোন রূপে তোর কেমন বরণ কি রূপ ধরন বেড়াও ধরি
অসুর দলন তোমার খেলা
কালী রূপে কর্‌ছো লীলা
আমার ত মা গেল বেলা
কাল ভয়ে তাই তোমায় স্মরি।
দুর্গা রূপে দশ দিকে
দশভুজে আছ ব্যাপে
অভয়া তুই ভয়-হারা
(তবু) পাই নে কেন চরণ ধরি।
জগন্মাতা ওমা গৌরী
রেণুর হৃদে আসন পাড়ি
বস্ মা এসে কৃপা করি
মুছিয়ে দিতে নয়ন বারি।

১৫ শ্রাবণ

তন্ত্রে গুরুবাদ স্বীকৃত। বিশেষ করিয়া সাধনার ক্ষেত্রে মোক্ষলাভের উপায়-স্বরূপ গুরুপ্রদর্শিত পথে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ও আচারের প্রতিপালনে তন্ত্র-সাধককে 'ষট্চক্র' ভেদ করিতে হয়। এই 'গুরূপদেশং বিনা ক্রমজ্ঞানং ন ভবতি'—গুরুর উপদেশ ছাড়া তান্ত্রিক-সাধনক্রম অন্য কোনভাবে জানা যায় না। তাই অনেকেই অনুমান করেন—রামপ্রসাদের 'শ্রীনাথ' নামে কোন ব্যক্তি গুরু ছিলেন না। তিনি মহাসাধক। তাঁহার ইষ্টদেবতা স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্রসাদের ইষ্ট-দেবতা স্বয়ং ব্রহ্মময়ী কালী মাতা। জগজ্জননী স্বয়ং আসিয়া প্রসাদের উপর কৃপা বর্ষণ করিয়াছিলেন। "রামপ্রসাদ পরমেশ্বরী কালীকেই আপনার গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন।"

(সাধক কবি রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।)

তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদের কালীর নিকট এই দীক্ষালাভ জাগতিক ব্যাপার না হইয়া আধ্যাত্মিক ঘটনা হইতে পারে। সাধকের মনোজগতেই এই দীক্ষা সম্ভব। তাই এই দীক্ষার নাম দেওয়া যাইতে পারে মনোদীক্ষা। কিন্তু রামপ্রসাদের পক্ষে যাহা সম্ভব তাহা যেকোন কবির পক্ষে সম্ভব নহে। তাই বলিয়া মনোজগতে অবশ্য কবিরও মাতৃরূপে অনুধ্যান অসম্ভব নহে। মনে মনে জগন্মাতার নিকট দেহ-মন সমর্পণ পূর্বক ভজনা করিয়া সিদ্ধিলাভ না করিলেও ভক্তিভরে মায়ের চরণে প্রণত হইয়া আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। রামপ্রসাদের পরবর্তীকালে বহু কবি শাক্ত-পদাবলী রচনা করিতে গিয়া সভক্তি আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে মায়ের নিকট মনোদীক্ষার বাসনা প্রকাশ করিয়া বহু-পদ রচনা করিয়াছেন। এই পদাবলীতেও সেই একই প্রকার মনোভাবের পরিচয় মেলে। পদকর্তা সাধক হিসাবে জনসমাজে পরিচিত নহেন। কিন্তু তাঁহার রচিত পদের মধ্যে মায়ের শ্রীচরণ সার জানিয়া জাগতিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহিয়াছেন। ষড়রিপুর তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মোক্ষধামে সুখে বিরাজ করিতে চান। তাই ষট্চক্র প্রক্রিয়ায় 'তারা নামের তরণী' ধরিয়া হৃদয় মনে মায়ের রাঙা চরণ ভরসা করিতে চাহেন। এই 'ভবরঙ্গ মঞ্চতলে' কবির 'নাটের গুরু' হইতেছেন স্বয়ং করুণাময়ী পরমেশ্বরী কালী। তাই তাঁহার মুখে শুধু 'মা' 'মা' ডাক শোনা যায়। মন মায়ের পূজায় বিভোর—

(আমি) সকল ছেড়ে আনি ধরে তারা নামের তরণী ভ'রে
সেথায় ছিল রাঙা চরণ তাই নিয়েছি বক্ষে তুলে।
(এবার) মনের সাথে যুক্তি সারি ষট্‌চক্রে রাখ্‌বো ঘেরি
হৃদয়দলে আসন করি পূজ্‌বো জয় কালী বলে।

এখানে 'মনোদীক্ষা' বিষয়ক পদগুলিতে শক্তিসাধনার পথের পথিক হইয়া মন মাতৃসকাশে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন ভক্তিভরে। মনোদীক্ষার ভাবটি এই ভাবে ব্যক্ত করা যায় শাক্ত পদাবলীর সংগীতে।

বল্ দেখি মন সত্যি করে
রাঙা চরণ নাগাল পেলি কেমনে তুই বক্ষে ধরে।
(আমি) পূজি যখন ফুলে ফলে
মুচ্‌কি হেসে যায় মা চলে
বুক ভাসিলে নয়ন জলে
মা দাঁড়িয়ে দেখে দূরে।
আমার সাথে লুকোচুরি
আর ত আমি সইতে নারি
কেমন করে মনকে আমার
বশ করে মা ছেলে ছেড়ে।
এবার হবে বোঝা-পড়া
দেখ্‌বো কেমন আমার তারা
মনকে নিয়ে টানা ছেঁড়া
করেন কেন লুকিয়ে ঘরে।

৩ আষাঢ়

মন আমার জানে ভালো শ্যামা যে মোর নয়রে কালো
আঁধার কালো হৃদয়পটে উজল করে বিলায় আলো।
শ্যামল ধরায় শ্যামার চরণ
নীল গগনে নীলার বরণ
করছে মোর মনোহরণ তাই দেখে মন পাগল হলো।
জগৎ জুড়ে মূর্তিখানি
সে রূপ আর কি বাখানি
নয়ন মাঝে নয়নমণি ভিতর বাহির কিরণ ঢালো।
আঁধার কালো হিয়ার মাঝে
তোমার চরণ-ধ্বনি বাজে
সেথায় তোমার গরব করা পরশমণির দীপটি জ্বালো।

৩০ জ্যৈষ্ঠ

ব. বি./শ্যামা-সঙ্গীত/৩২-৪

(আমার) মন মজেছে ফল পেকেছে কালীকল্প-তরুমূলে
একলা বসে মন দেখে তাই হর্ষে ভাসে নয়নজলে।
অন্য ফলে না হয় রুচি
ফল পেয়ে মন হল শুচি
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব গিয়েছে দেখি এখন কি ফল ফলে।
সব ভুলে আজ আপন হাতে
নয়ন মন রসনাতে
স্বাদ নিতে তাই গেছে ছুটে তাইতো রেণু সাথে চলে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ

মনে আমার ডাক এসেছে তাইতো থাকি আপনা ভুলি
মনের মাঝে মন মানে না গোপনভাবে ডাকে কালী।
আমি যখন ব্যস্ত কাজে
মায়ের নূপুর-ধ্বনি বাজে
আমার সুপ্ত হিয়ার মাঝে
দেখি আমি নয়ন মেলি।
নিশীথ রাতে ঘুমের ঘোরে
ডাক দেয় মা আদর করে
হাত বুলাতে মোর শিয়রে
অভয়া মা মুণ্ডমালী।
রেণুর বিলাস শয্যা 'পরে
বসে রয় মা হাতটি ধরে
মন দেখে 'মা', নয়ন ভরে
আনন্দে দেয় করতালি।

৪ পৌষ

কি জানি মোর কেমন করে দিন চলে যায় ভবের ঘরে
কাজের চাপে পড়ে থাকি সেই দুখে মোর নয়ন ঝরে।
ব্যস্ত হয়ে ধরার কাজে
যখন থাকি সবার মাঝে
মন চলে যায় মায়ের খোঁজে
একলা আমায় রেখে দূরে।
ভক্তিপুষ্প করে চয়ন
মন খোঁজে মা'র রাঙা চরণ
দ্বাদশদলে পেতে আসন
ডাকে তারা তারা স্বরে।
মন যদি তোর হয় গো চেনা
স্বর্গলোকের শবাসনা
রেণুরে দিস্ তার ঠিকানা
রাখবে এবার যতন করে।

৩ আষাঢ়

আয়রে মন পাত্‌বি খেলা তাসের খেলায় মন ভ'রে
দ্বিজ রেণু মার চরণে গোলাম হ'ল ইচ্ছে ক'রে।
কালী নামের টেক্কা মেরে
ইস্তক বিন্তী কাবার ক'রে
রঙের খেলা পাত্‌বি ঘরে
ছয় রিপুকে ছক্কা ধরে।
শমন যদি কাছে আসে
পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্জা ক'সে
হাতের খেলা শেষ করিস্ ভাই
হাতের পাঁচ হাতে সেরে।
রং বেরংএর ইন্দ্রিয় দশ
থাকে যেন এবার বশ
খেলায় তবে হবে যশ
ধন্য ধন্য করবে তোরে।

২৩ বৈশাখ

ওরে আমার মন করেছি জবার মালা
ভক্তিসুতোয় গেঁথে নিয়ে সাজাই চরণ দুটিবেলা।
মায়ের নামে রাঙিয়ে উঠে
মায়ের পায়ে পড়ে লুটে
(আবার) বাসি হয়ে শুকিয়ে পড়ে মা যখনি করে হেলা।
আনন্দে সে নৃত্যতালে
মায়ের কণ্ঠে আপনি দোলে
ভক্তি-চন্দন অঙ্গে মেখে নিত্য চলে এম্‌নি খেলা।
ঘুম ভাঙ্গে তার ভোরে উঠে
সবার আগে আপনি ফুটে
দলগুলি যে মায়ের পদে মনের সুখে থাকে মেলা।

আমি তোমায় ডাকিনি মা লুকোচুরি মন যে করে
আমি থাকি রঙ্গরসে
মন চলে যায় আপনি ভেসে
লুকিয়ে কখন হেসে হেসে আনে দুটি চরণ ধ'রে।
সাজিয়ে আমি অর্ঘ্যডালা
আনি রাঙা জবার মালা
পূজায় বসে কাটে বেলা জানে না কেউ ঘরে পরে।
একলা রেণু কাশীবাসী
গৃহবাসে মন-উদাসী
পরম শিবের মিলন হেতু সহস্রারে সুধা ঝরে।

৪ আশ্বিন

স্বর্গের তুমি নও মা দেবী আমার মনে ধ্যানের ছবি
রূপে রসে গন্ধে ভরা সকল ভাবের তুই মা ভবী।
মনের মাঝে রত্নাকরে
চরণ-কমল শোভা করে
রূপ ধরে গো চোখের 'পরে কবে তুই মা উদয় হবি।
চিত্ত-পটে দিবি আঁকি
চিত্রটি তোর পাকাপাকি
চল্‌বে আমার মনের পূজা তুই ত মাগো জানিস্ সবই।
অন্তরে তোর মূর্তি ধরা
বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করা
রামরেণু সে রূপ-মাধুরী করে কেবল অনুভবই।

মায়ের হাতে বীণাখানি বাজে কতই রাগ-রাগিণী
আমার মনের একতারাতে জাগে তারই প্রতিধ্বনি।
একটি সুর আমার তারে
মন যে আমার রাখে ভরে
সেই সুরেতে আস্‌ছে ভেসে শুধু মায়ের চরণধ্বনি।
বিশ্ব ব্যাকুল মার চরণে
গানের অর্ঘ্য নিবেদনে
আমি শুধুই একটি সুর অর্ঘ্যরূপে দিব আনি।
সীমা ছেড়ে অসীম ছেয়ে
মায়ের সুর যায় যে বয়ে
তারই সনে সুর মিলিয়ে একতারা মোর বাজ্‌বে জানি।

সত্যশুদ্ধি হয়রে মনের যখন ভাসে নয়নজলে
তাই ত শুধাই মনরে আমার কাঁদ্‌বি কবে 'মা' 'মা' বলে
দ্বাদশদলে পেতে আসন
মাকে বসাও করি যতন
ধুইয়ে দিয়ে চরণ দুটি হৃদয়গলা গঙ্গাজলে।
গেলে মনের ময়লা ধুয়ে
পড়্‌বে তুমি লুটিয়ে ভুঁয়ে
হেরি মায়ের নিত্য মূর্তি আপন হৃদি-শতদলে।
কে বলে মোর পাষাণী মা
দয়ার তার নেইক সীমা
রেণুর মতো অভাজনে স্থান দিয়েছে পদতলে।

অন্তরে রাখি মাকে পূজি মন চায় মোর যেমন ক'রে
তন্ত্র জেনে সব ছেড়েছি আচার বিচার মাকে ধ'রে।
আড়ম্বর নেই বাদ্যি বাজন
একলা পূজি মায়ের চরণ
জবার মালা হয়নি রচন
কোথায় পাব শূন্য ঘরে।
কোন্ বীজে মা হবেন খুসী
মুক্তি দেবেন মুক্তকেশী
দেয়নি বলে উমাশশী
তাই ত মন কেঁদে মরে।
একলা রেণু ভাব্‌ছে বসে
কি হবে তার দিনের শেষে
মা যেন পাশে দাঁড়ায় এসে
শমন যবে তার শিয়রে।
৯ পৌষ

চোদ্দ পোয়া জমিখানি বাজেয়াপ্ত ভবে আসি
অন্তরে মোর টুক্‌রো ছোট তাই নিয়ে আজ হব চাষী।
মন চাষীরে চাষের কাজে
দিলাম আমি সময় বুঝে
স্বপ্নে পাওয়া নূতন বীজে চাষ করতে ভালবাসি।
ভক্তিবারি সেচন করি
ফসল আমার উঠ্‌বে ভরি
বুদ্ধিরে তাই রাখি প্রহরী আনন্দে মন যায়রে ভাসি।
সেই আগলে হয় ছাগলে
খায় না ফসল সাঁঝ-সকালে
মায়ের ভোগে লাগিয়ে তবে রেণুর মুখে ফুট্‌বে হাসি।

৮ পৌষ

মায়ের বর্ণ শুনিস্ কালি তাই ত মন মুখ ফেরালি
রাঙা মায়ের মুখের হাসি রাঙা চরণ আছে খালি।
রাঙা জবা হাতে তুলে
দাও দেখি মন পদ-কমলে
অভয় দেবেন মাভৈঃ বলে আমার শ্যামা মুণ্ডমালী।
রাঙা রবি রাঙা শশী
পদ নখে আছে মিশি
অন্তরে মোর মাখা মসী উজল করে শশীভালী।
তাই ত রেণু সকল ভুলে
ঐ চরণে দিল তুলে
সকল আশা শেষ ভরসা মুখে বলে কালী কালী।

কেনরে মন ভবে এসে কাটাও কাল রঙ্গরসে
ভাবলি নারে কি হবে তোর শেষের খেলা দিনের শেষে।
ডেকেছিল যে তোমায় তারা
দাওনি কেন তখন সাড়া
চোখে এখন অশ্রুধারা
পথের পরে কাঁদ্‌ছ বসে।
নটের খেলা ধরার নাটে
দিন ত তোমার সুখেই কাটে
তাই আলসে যাওনি বুঝি
রাঙা চরণ পাবার আশে।
রেণুর কথা স্মরণ করি
ডাকরে মন মা শঙ্করী
কাল-সায়রে সে কাণ্ডারী
পার করিবে তোমায় হেসে।

২৩ আষাঢ়

আমি মা তোর চরণতলে মন দিয়েছি এবার ঢেলে
কাজ কি আমার জবার মালা ধূপ-দীপ আর গঙ্গাজলে।
ভক্তি-পুষ্প পূজার তরে
সাজাই আমি থরে বিথরে
তোর চরণে পাদ্য দিতে অশ্রু আমার আপনি গলে।
আমার আমি দিই চরণে
তোমার অর্ঘ্য সংগোপনে
রেণুর পূজা হবে সাঙ্গ জয় মা কালী মা কালী বলে।

কলুর গরু   করলি মাগো   আমারে তুই   এ সংসারে
চোখে দিলি   মায়ার ঠুলি   দিনে রাতে   মরছি ঘুরে।

যোগান দিতে   তেলের ভবে
ঘানিতে মা   জুড়লি তবে
মা যদি হয়   নিঠুর হেন
ভরসা তবে কাহার 'পরে।

খরিদ করে   তেল ছ'জনা
জেনেও আমি   তাই জানি না
তোমার মায়া   টানায় ঘানি
তেলের যোগান ঘরে ঘরে।

এদিকে মা   বেগার খেটে
দীনের দিন   গেল কেটে
কবে রেণুর   ঘানি টানা
শেষ হবে মা চিরতরে।

২ ভাদ্র

মন তুই বেড়াস্ ঘুরে কাজে কর্মে পাই নে তোরে
তোরে আনি রাখব বাঁধি মাতৃ-মন্ত্রের শক্ত ডোরে।
কালী বলে অঙ্গ কালি
দেখতে নারি নয়ন মেলি
কালীদহের অতল তলে থাকৃব ভাবি ডুবে মরে।
কার সাথে মন যুক্তি করে
দূরে সরাও রামরেণুরে
(সে যে) পায় না নাগাল ভাব্না বাড়ে একটু কাছে এস স'রে।
অন্তরে মোর মণিকোঠায়
মার চরণে মাথা লুটায়
করো না ফাঁস এই কথাটি গোপন ক'রে রেখ তারে।

২ ভাদ্র :

কোথায় গেলে শান্তি পাবে মনরে তুমি তাও জান না।
মিছে কর ঘোরাফেরা
পুণ্যপীঠে তীর্থে সেরা
শান্তিময়ী মার ঠিকানা আজও কি মন হয়নি জানা।
যতেক পীঠ তীর্থ যত
সবই তোমার দেহগত
তীর্থ সেরা বারাণসী তোমার ভাণ্ডে কি ভাবনা।
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না আর
রচে ত্রিবেণী জেনো যে সার
জাগিয়ে কুল-কুণ্ডলিনী ত্রিবেণী-স্নান কেন কর না।
তাও যদি না পাররে মন
মায়ের ধ্যানে হও মগন
পাবেরে মন অপার শান্তি কর মায়ের নাম রটনা।

১০ শ্রাবণ

আপন ভুলে পরাণ খুলে ডাক দেখি মন তারা তারা
অন্তরে মা লুকিয়ে থাকে বুঝ্‌বি তখন মায়ের ধারা।
হৃদি কুল কুণ্ডলিনী
বিহার করেন নিত্য জানি
ষট্‌চক্র সে ভেদের 'পরে সহস্রারে সুধাক্ষরা।
যোগ-সাধনে কঠিন পথে
রেণুর মন না যদি মাতে
নামের গুণে জাগিয়ে দেবে কুণ্ডলিনী চিদাকারা।

১ জ্যৈষ্ঠ

কোন্ সাধে তুই মনরে আমার হয় মনিবের সেবাদাসী
দিনে রাতে মরিস্ খেটে আছিস্ যে তুই উপবাসী।
দশ জনার মন-যোগাতে
ডাক পড়ে তোর পথে যেতে
একলা আমি তোরে খুঁজি নিশীথ রাতে হয় উদাসী।
সতের জনে রাজ্য গড়া[১]
তবু যে এত ভাঙ্গা-গড়া
বুঝি নে তোর কেমন ধারা ভেবে মলাম দিবানিশি।
ঘরে বাইরে দ্বিধা দ্বন্দ্ব
সুমতি-কুমতি দ্বন্দ্ব
সব এড়িয়ে সাম্‌নে এসে মা দিয়েছে মুখে হাসি।

কেমন মেয়ে মাগো তুমি দিবানিশি বেড়াও ছুটে
মন-মধুকর পায় না খুঁজে চরণ-পদ্ম কোথায় ফোটে।
অন্য ফুলের রূপের টানে
যায় যদি-বা অন্য খানে
তোমায় স্মরে আসে ফিরে নিমেষ মাঝে মোহ টুটে।
মায়ের নামে সকল সাধা
কোন কাজে হয় না বাধা
(ও মন) বাধা এলে ডাকিস্ মাকে মার চরণে মাথা কুটে।
ভবের এই আনাগোনা
জীবন-মরণ বেচাকেনা
দাও ঘুচিয়ে চিরতরে এই মিনতি করপুটে।

২ অগ্রহায়ণ

---

১ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও মন।

ভক্তের আকুতি

তন্ত্র সাধনায় দেখা যায়, সাধক ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে অর্চনা করিয়া থাকেন। বিশ্বমাতা মহাদেবীকে সাধক আপন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার চরণ-কমলে পূজা নিবেদন করেন। সাধক জানেন—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতু ভূতা সনাতনী
সংসারে বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব-শ্বরেশ্বরী।"

"সেই সনাতনী পরাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যা রূপে মুক্তির কারণ এবং মায়া রূপে তিনিই একমাত্র 'সর্ব-শ্বরেশ্বরী' ভগবানের পরিপূর্ণ শক্তি—যিনি মহামায়া-রূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন ও যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবাঙ্‌মনসগোচরা সর্বতন্ত্রময়ী নিত্যা, নিত্যানন্দস্বরূপা, অধ্যাত্মদীপ-রূপিণী, ত্রিধাম জননী, শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যা রূপে জীবের মোহ দূর করিয়া তাহাকে পরমসিদ্ধি দান করেন, সেই মহামায়া ও মহাব্রহ্মস্বরূপিণী পরমাশক্তির উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা। এই পরমাত্মজ্ঞানের সাহায্যে অবিদ্যাদি সংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয় অর্থাৎ তখন সাধকের জীবন্মুক্ত অবস্থা।"

(সাধক কবি রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।)

মনোদীক্ষার পর তাই সাধকের অন্তরে মায়ের জন্য জাগে পরম আকুতি। মাতৃনামই তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া 'কালী' 'কালী' বলিয়া মায়ের চরণ শতদলে নিজেকে সমর্পণ করিতে আকুলতা প্রকাশ করেন। ভব-সংসার তাঁহার নিকট তুচ্ছ, মায়াময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাই ভবব্যাধি দূর করিবার জন্য মায়ের চিন্তাই সাধকের একমাত্র মহৌষধি, মন্ত্রতন্ত্র ঠিক ঠিক আচরিত না হইলেও ভক্তি-বিল্বদলে সাধক মায়ের পূজা করিতে সমর্থ। মায়ের করুণাকণা লাভের জন্য ভক্তের এই যে আকুতি তাহাই 'ভক্তের আকুতি' বিষয়ক পদে বর্ণিত হইয়া থাকে।

এই পর্যায়ের পদে অনেক সময় সাধকের মনে সংশয় থাকে পাছে মা তাঁহাকে বঞ্চিত করেন, কৃপাদান হইতে বিরত থাকেন; তাই ভক্ত অনুনয়-বিনয় দ্বারা মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায়—

"রাঙা পায়ে রাঙা জবা   সাজিয়ে দেব যতন ক'রে
তুই যেন মা দাঁড়িয়ে নিবি   যাস্ নে আমার পূজা ছেড়ে।"

মনোদীক্ষার পর সাধক মায়ের কাছেই ভজন পূজন শিক্ষা করতে চান—

"ভজন পূজন আরাধনা   এবার আমায় শিখিয়ে দে মা
সার করেছি রাঙা চরণ   মিছে মায়ায় ভুল্‌বো না।"

এখানে কবি মায়ের রাতুল চরণে নিজেকে নিবেদন করিয়াছেন জাগতিক মোহমায়া ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া। তাই মায়ের কাছে নিবেদন 'কৃপণা তুমি হয়ো না মা।' শ্রীপদ ভরসা কবির তাই অকপট কামনা—

"শেষ নিবেদন শোন মা আমার ওগো আমার রাজকুমারী
রাজ্যধনে লোভ নেই মা   অভয়পদ   চেয়ে মরি।"

কারণ কবির 'ক্ষুধাতৃষ্ণা' দূর হইবে মায়ের শ্রীচরণ লাভ সম্ভব হইলে। তাহাতেই কবির পরম আনন্দ। বিশ্ব চরাচরে কবি শ্যামা মায়ের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতেছেন—চন্দ্র-সূর্য-তারায়-আকাশে-বাতাসে, পাখীর কণ্ঠে, নদীর কলতানে, মাতৃনাম সদাসর্বদা উচ্চারিত হইতেছে। ত্রিধামের অধীশ্বরী মহাদেবীর রাঙা চরণ কবি আপন নয়নজলে ধৌত করিতে চান। কবির অন্তরে রহিয়াছে সেই ভক্তি-নম্র আকুতি—

"সাধন পূজন জানিনে মা   তোরে ডাকি মা মা বলে
রাঙা চরণ   ধুইয়ে দেব   মাগো আমার   নয়নজলে।"

এমন শুভদিন আমার কবে বা হবে
কালী কালী কালী বলে কাল আমার ফুরায়ে যাবে।
আঁখি মেলে জেগে উঠে
মায়ের পায়ে পড়্‌বো লুটে
কালঘুম মোর যাবে কেটে
কবে আমায় জাগিয়ে দেবে ?
নয়ন মুদে বল্‌বো তারা
দুনয়নে ঝর্‌বে ধারা
তারা নামে হব সারা
তারা এসে ডেকে নেবে।

মা মা বলে ডাক্‌লে পরে লুকিয়ে মা কি থাক্‌তে পারে
দ্যাখ্‌ দেখি মন প্রমাণ কেমন ডাক্‌রে মাকে আকুল স্বরে।
মায়ের রূপে নয়ন মজে
তুলনা নাই এ রূপের যে
ধ্যান যোগেতে দেয় মা ধরা ভকত জনে কৃপা করে।
মুণ্ডমালী এলোকেশী
হ'ল রামের সর্বনাশী
দুটো কুল যে নিল গ্রাসি কোলের ছেলে ফেলে দূরে।
ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে পায়ে
জয় মা বলে পূজ্‌বো মায়ে
ছয়টা পশু দিয়ে বলি পূজা সাঙ্গ কর্‌ব ওরে।

কোথায় আছিস্ বল্ না শ্যামা দয়াময়ী মাগো মোর
এত ডাকি মা মা বলে কাটে না কি ঘুমঘোর।
গঙ্গাধারা পাপহরা
আছে শিবের জটায় ধরা
সেই না শিব চরণতলে
তাই কি এত গরব তোর।
আমি মা তোর কাঙাল ছেলে
কেঁদে বেড়াই মা মা বলে
আয় মা রাঙ্গা চরণ ফেলে
দুখ-নিশি হবে ভোর।

কাল হ'ল মোর কালী বলে
ভুল করেছি ডুব দিয়ে মা কালীদহের অগাধ জলে।
আমার মনে কালী মুখে কালী
দেহে কালী নামাবলী
তাই ত কালী বেড়ায় ছলি ফেলে দিয়ে কালের কোলে।
অন্তরেতে লুকিয়ে থেকে
ভিতর বাহির নেয় মা দেখে
(আমি) পূজি চরণ মনের সুখে তাতে মায়ের মন না ভুলে।
জপে এবার জলাঞ্জলি
ডাক্‌বো না আর মা মা বলি
বিমাতারে ধর্‌বো এবার দেখ্‌বে মা রাম কেমন ছেলে।

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা ওমা আমার মুণ্ডমালী
রাঙ্গা পায়ে দেব মা তোর রাঙ্গা জবার এ অঞ্জলি।
নেচে আয় মা তালে তালে
সাথে নিয়ে তাল বেতালে
থাক্‌বে ভোলা পদতলে
আনন্দেতে পূজ্‌বো কালী।
চরণ দুটি পাবার আশে
নয়ন মুদে আছি বসে
এবার দাঁড়া হৃদয় মাঝে
হেসে দিই মা করতালি।
বিফল যদি হয় মা আশা
মিছে হবে ভবে আসা
চল্‌বে শুধু যাওয়া আসা
রামে যদি যাস্‌ মা ছলি।
২৭ বৈশাখ

অভয় দেগো মা অভয়া বরাভয় তোর আপন হাতে
শঙ্কাবিহীন করে দে মা মোর হৃদয় চরণপাতে।
শুদ্ধসত্ত্ব- স্বরূপিণী
ত্রিকালজ্ঞা ত্রিনয়নী
সে রূপ মা কি বাখানি
ভাব্‌লে রেণুর মন যে মাতে।
অগ্নি আর চন্দ্র-সূর্য
তোর তেজেতে বাজায় তূর্য
তাই ত আমি ধরি ধৈর্য
ভয় করি নে ছলনাতে।

সেই ভয়ে মুদি নে আঁখি সদাই আমি চেয়ে থাকি
তারা-হারা হইগো পাছে নয়ন-তারা নয়নে রাখি।
মুখে বলি তারা তারা
চিনি নাই মা ধ্রুবতারা
পথে এসে পথহারা
পথের ধূলা কিসে ঢাকি।
কবে আঁধার যাবে টুটে
মায়ের পায়ে পড়্‌বো লুটে
সকল নেশা যাবে ছুটে
চরণরেণু অঙ্গে মাখি।
অন্তরে মোর গভীর কালো
শুদ্ধজ্ঞানের দীপটি জ্বালো
সেই আলোতে কালীর কালো
দেখ্‌বো আমি মেলে আঁখি।

কালীর চরণ নেব চিনে শেষের দিনে যাত্রাকালে
চিরতরে মুদ্‌বো আঁখি জয় মা কালী কালী বলে
বালির শয্যায় অন্তর্জলে
মনে মনে আন্‌বো তুলে
রাঙ্গাজবা বিল্বদলে
অর্ঘ্য দিতে চরণতলে।
কালী নাম সুধাপানে
ভবরোগের অবসানে
চিরশান্তি-ধাম পানে
চলে যাব কুতূহলে।

আমার চোখে কালী মুখে কালী কেঁদে কেঁদে হলেম কালি
দয়াময়ী নামটি ধরিস্ হৃদয় আমার রাখিস্ খালি
কালের কোলে ফেলে দিয়ে
তুই বেড়াস্ মা বিশ্ব ধেয়ে
আমি কাঁদি চরণ চেয়ে লক্ষ জনম তুই মা খেলি।
ঐ চরণে মন মজেছে
নে মা আমায় কোলের কাছে
পাওনা দেনা যা থাকুক না রেখনা আর দূরে ঠেলি

কালী কালী বলে মাগো যদি আমার জীবন যায়
এই মরনেই জীবন মরণ শেষ হবে তোর রাঙ্গা পায়।
সাধ ছিল মা মনে মনে
শরণ নেব তোর চরণে
বাঁধতে আমায় পারবে নাক এ সংসারে মোহ মায়ায়।
চুরাশী লাখ জন্ম শেষে
মানব জন্ম লভিনু সে
এ জনমেই হবে মুক্তি তব নাম মহিমায়।

কোন্ ফুলে মা তোরে পূজি কোন্ সে মন্ত্রে আরাধনা
মন্ত্র পড়ে ডাকি তোরে যায় না কানে শবাসনা।
কোন্ যন্ত্রে আবাহন
ঘটে কি পটে পূজ্‌বো চরণ
কোন্ মূর্তি ক'রে স্থাপন পূর্‌বে আমার মনোবাসনা।
লক্ষ জনম আমার গেল
তবু না তোর দয়া হ'ল
এই কি আমার ভালে ছিল মা হ'য়ে মা চেয়ে দেখ না।
কবে আমার পূজা শেষে
ঠাঁই পাব মা চরণতলে
মায়ে পোয়ে বোঝাবুঝি আর কেউ যে তা জানবে না।

ধূলাখেলা খেল্‌তে মাগো কেন আমায় নিয়ে এলি।
সেই খেলাতে অঙ্গ জ্বলে গায়ে আমার লাগে ধূলি॥
যখন ছিল ছেলেবেলা
সঙ্গী-সাথী নিয়ে মেলা
করেছি মা ধূলা-খেলা
এখন যে মা গেছি ভুলে।
যৌবনেতে হয়ে মত্ত
ভোগ-সুখেতে অবিরত
কাটানু কাল তোরে ভুলি
তাই কি তুই চলে গেলি।
এখন আমি শক্তিহারা
তৃপ্তি খুঁজে হলেম সারা
মুক্তিরূপা শক্তি দিয়ে
কৃপা করে নাও মা তুলি।
২ বৈশাখ

ফুলশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি কিসের তরে
হৃদয়শুদ্ধি হয় নি যে মোর পাত্‌বো আসন কেমন ক'রে
আলোচাল আর পাকাকলা
সাজিয়ে নিতে ভোগের থালা
এতেই আমার গেল বেলা কি হবে আর আড়ম্বরে।
হৃদ্‌-মন্দির রইল ফাঁকা
আবাহনে মাকে ডাকা
ব্যর্থ হ'ল মন্ত্র পড়া মা ত মোর এল না ঘরে।
মা রয়েছে সর্বঘটে
কাজ কি আমার ঘটে পটে
মূর্তি এঁকে হৃদয় তটে পূজ্‌বো এবার পরাণ ভ'রে।

হৃদয়-শ্মশানে মম আয় মা শ্যামা থাক্‌বি সুখে
শ্মশান যদি বাসিস্‌ ভাল ছেড়ে আছিস্‌ কিসের দুখে।
ছয়টা আছে তাল-বেতাল
দিনে রাতে পাড়্‌ছে মা গাল্‌
এম্‌নি আমার পোড়া কপাল
আসে না তোর নামটি মুখে।
কুমতি সুমতি নিত্য
সে শ্মশানে করে নৃত্য
তোরই যে সঙ্গিনী তারা
রামরেণু তাই তোরে ডাকে।

কোথায় থাকো মাগো কালী কাল-ভয়-নিবারণী
তারা তারা বলে ডাকি তবু দেখা নাই তারিণী।
সন্তানে মা না তরালে
নামের মালা কে নেবে গলে
মা নামে কলঙ্ক হ'লে
ডাক্‌বে কে গো মা জননী।
শক্তি ব্রহ্ম শাস্ত্রে বলে
মোক্ষ বাঁধা চরণতলে
ভয়ঙ্করী তুই অভয়া
দ্বিজ রেণুর তুই শরণী।
তীর্থে তীর্থে বৃথা খোঁজা
ভক্তি অর্ঘ্যে তোমার পূজা
জ্ঞাননেত্র দে মা খুলে
হেরব ভাঙে কুণ্ডলিনী।

আল্‌তা রাঙা পরিয়ে দেব তোরই রাঙা চরণতলে
ও মা শ্যামা মনোরমা বস্‌ মা এসে হৃদয়দলে।
হেরে মা তোর রাঙা চরণ
ঘুচ্‌বে আমার সকল বাঁধন
মনের যত ব্যাকুলতা দেব সঁপে চরণতলে।
মাগো আমি মুদে আঁখি
তোমারই রূপ শুধু দেখি
কিছুই আমার রয় না মনে গিয়েছি সব বিষয় ভুলে।
আকাঙ্ক্ষা মোর যত আশা
ঐ চরণে বাঁধলো বাসা
আমার আমি স্থান নিয়েছি কালী-কল্প তরুমূলে।

১৪ জ্যৈষ্ঠ

রাঙা মা তোর চরণতলে রাঙা কমল দিই মা তুলে
রাঙা জবার মালাখানি মায়ের কণ্ঠে আপনি দুলে।
রাঙা পায়ের দেখে নাচন
শব সেজে শিব করলে ধারণ
ঠারে ঠোরে বুঝে নে মন
কি হবে আর শাস্ত্র খুলে।
কমল-করে মহামায়া
বরাভয় সে দেয় অভয়া
রামরেণু চায় পদছায়া
তুমি কৃপাময়ী বলে।
তব রূপে মজেছে মন
তারই পানে সে অনুখন
ডুবে যেতে চায় মা শ্যামা
বিষয়-আশয় সকল ভুলে।

৬ আষাঢ়

ভবের খাতায়	নাম লিখিয়ে	পাঠিয়ে দিলে	ইস্কুলে
পড়াশুনায়	মন বসে না	মুক্তি দে মা	যাই চলে।
ধন মানের	প্রোমোশনে	মন ত আমার	নাহি টানে
নীচের ক্লাসে	থাকি পড়ে	ব্যথা আমার	বাজে প্রাণে।
নূতন পাঠ	দাও মা যদি	মন বসিবে	হয়ত তাতে
হাতের খড়ি	বুলিয়ে দে মা	ছাত্র যে তোর	পাঠশালাতে।
শেষ পরীক্ষায়	ডিগ্রী নিয়ে	তোর পাশে মা	যাব চলে
উঁচু খেতাব	দেখে যেন	সবাই ধন্য	ধন্য বলে।

১৫ ফাল্গুন

শেষ নিবেদন শোন্ মা আমার ওগো আমার রাজকুমারী
রাজ্যধনে লোভ নেই মা অভয়পদ দে শঙ্করী।
আমি মা তোর শিশুছেলে
তবু আমায় নাও না কোলে
দিলে আমায় দূরে ঠেলে
এখন আমি কারে ধরি।
যদি দিস্ মা ধনরত্ন
কর্‌ব সদাই তারই যত্ন
মনের ভাব হবে অন্য
উপায় বল্ মা কৃপা করি
আমার যে মা সাধ মিটেছে ঐ চরণে মন মজেছে
আর ত কিছুই চাই নে শুধুই চরণ চাহি ক্ষেমঙ্করী।

(আমি) গান শোনাবো নিরজনে শুনবি মা তুই কানে কানে
ছন্দ-তালের ভুলগুলি মা ভুলে যাবি আপন গুণে।
অর্থ যদি নাই বা ফুটে
ভাবের বাঁধন যায় মা টুটে
তবু জানি গানের কথা চল্‌বে ধেয়ে তোমার পানে।
কেউ ত আমার শোনে নি গান
আমার মনে তাই অভিমান
এবার তুমি শুন্‌বে ভেবে মন ভরেছে আমার গানে।
রেণুর কণ্ঠে নেইক সুর
গানের নেশায় হয়েছে চুর
শুন্‌বে তুমি সেই আশাতে বারণ আজি নাহি মানে।

২৬ অগ্রহায়ণ

রসনা যদি যায় মা ভুলে দাও কালীনাম কর্ণমূলে
ভাস্‌বে মোর গণ্ড দুটি হয়ত তখন নয়ন জলে।
কণ্ঠ তখন বাক্যহারা
নাম দিও ভাই তারা তারা
নয়নে মোর বইবে ধারা চলে যাবার সময় হ'লে।
পঞ্চভূতের জোট যে ফাঁকা
তারক ব্রহ্ম বক্ষে আঁকা
যাত্রাটি শেষ হয় মা যেন জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে।
রামরেণুর বাসনা মনে
স্তব্ধ হয়ে ধ্যানাসনে
এ দেহ মোর যাবে ছেড়ে তারা ব্রহ্মময়ীর কোলে।

৪ ভাদ্র

আমি ইতিহাস পড়্‌বো বলে মন করেছি
এবার আর ছাড়্‌বো না মা আদি অন্ত খুঁজে দেখেছি।
সগুণ নির্গুণ দেখ্‌বো কাজে
তোর গুণাগুণ নিলাম বুঝে
নিরাকারা ব্রহ্মময়ী তুমিই সাকার তাই জেনেছি।
জন্ম তোমার হয় না কভু
লীলার ছলে তুমি তবু
সতী হয়ে উমা হয়ে জন্ম নিলে শাস্ত্রে দেখেছি।
ব্রহ্মময়ী তুই মা শ্যামা
জগন্মাতা হরের বামা
রামরেণু কয় জানব তোমায় এবার আমি পণ করেছি।

(আমি) গান গাই যে আপন মনে দিন কাটে সে মায়ের ধ্যানে
সেই ধ্যানটি ধরে আনে মন কে আমার মার চরণে।
গানগুলি মোর যায় যে ভেসে
ব্রহ্মময়ী মার উদ্দেশে
মনে আশা স্নেহময়ী কর্‌বে গ্রহন আপন গুণে।
মায়ের গানে হয়ে তন্ময়
জয় মা তারা বল্‌ব জয় জয়
আনন্দে মোর ভর্‌বে হৃদয় বইবে ধারা দু নয়নে।

২৮ অগ্রহায়ণ

কি দিয়ে সাজাব মা ও রাঙা চরণতল
আমি ত মা সর্বহারা সার হয়েছে নয়নজল।
হৃদয়ে মোর যে শতদল
তাই নিবি কি বল, মা, বল
কোথায় এখন পাব সাধের রক্তজবা বিল্বদল।
মোর অন্তরে মণিকোঠায়
মানস-সাজে সাজিয়ে তোমায়
হেরব মাগো মূর্তি তোমার চিত্ত করি অচঞ্চল।

২৮ অগ্রহায়ণ

বিশ্বে তোমার কতই কাজে কত জনে পেল মান
আমায় তুমি কাজ দিয়েছ শুধু তোমার রচি গান।
একলা আমি আপন মনে
যে গান রচি সংগোপনে
পুষ্প হ'য়ে তোমার পায়ে সে কি মাগো পাবে স্থান।
গানের কুসুম করি চয়ন
মিশিয়ে তাহে ভক্তি-চন্দন
বাসনা মা তোমার পূজা করব সমাধান।
যে কাজের ভার দিলে মোরে
তাই করি মা শ্রদ্ধা ভরে
জানিনে সব শাস্ত্রবিধি আচার-অনুষ্ঠান।

নূতন ঘরে পাত্‌বো খেলা চল্‌বো এবার নূতন বাটে
লেনা-দেনা বেচা-কেনা শেষ করেছি ভবের হাটে।
লক্ষ বারের আনাগোনা
কতরকম চেনাশোনা
কত সাজেই সাজালি মা আমারে এই জীবন-নাটে।
কুশলী মা তুই যে নটী
আমি ত তোর চেলা বটি
আমার কাছে জারিজুরি তোর কি মা আর খাটে !
নূতন খেলা পাত্‌ব বলে
বড়াই করি তোরই বলে
তোরই খেলা খেল্‌বি মা তুই বুদ্ধিতে কে তোরে আটে।

২৭ শ্রাবণ

চোদ্দ পোয়া জমিখানি
গুরুদত্ত বীজ বুনি
বিবেকে প্রহরী রাখি
চাষ কর মন নিষ্ঠা-হালে।

মনের সুখে ফসল বোন
তছরুপাত হবে না কোনো
কালী নামের দাও রে বেড়া
ভাঙ্‌বে নাকো কোন কালে।

সেচ দিবি রে ভক্তি বারি
সময় বুঝে যতন করি
ক্ষেতে যে তোর ফল্‌বে সোনা
কৃষি কাজে হাত পাকালে।

বুক পেতে কি শিবের মত
আমি কি মা শুয়ে রব।
আশুতোষ পরমযোগী
তাই হয়েছে সর্বত্যাগী
আমি যে মা কর্মভোগী
চরণ মূল্য কোথায় পাব।
রাঙা দুটি চরণ পেলে
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় মা চলে
আনন্দে মোর মনটি দোলে
সে কথা কি ভুলে যাব।
কোথায় পাব শ্রদ্ধা-ভক্তি
কিসে হবে পাপের মুক্তি
তুই যদি মা দিবি শক্তি
তবেই আমি সফল হব।

তোমার সভায় পাই নি ঠাঁই তাই রয়েছি দুয়ার পাশে
সভাশেষে পড়্‌বে নজর একলা আছি তারই আশে।
কেউ গেঁথেছে জবার মালা
কেউ সাজায় মা ভোগের থালা
ঢাক্‌তে তোর পথের ধূলা
নয়ন-জল দেব শেষে।
তুই যেন মা সে পথ ধ'রে
আস্‌বি যাবি বারে বারে
কেউ যেন টের না পায় তোরে
গানের মালা পরাই হেসে।
সবার আছে কাজের তাড়া
আমি মাগো সে দল ছাড়া
রেণু শুধু গানের মালা
আপন মনে গাঁথে বসে।

জবার মালা কণ্ঠে পরাই
বিল্বদল চরণতলে
রাঙাজবা লাজে মরে
রাঙায় রাঙা মিশ্‌বে ব'লে।
আল্‌তা মাখা চরণ-রাগে
নবীন আশা প্রাণে জাগে
আঁধার হৃদয় রঙীন হবে
ভাস্‌বে কপোল নয়ন-জলে।
পূজা আমার হয় না সারা
আঁখি বেয়ে বয় মা ধারা
চেয়ে থাকি চরণ পানে
লুকিয়ে যদি পলায় ছলে।
দ্বিজ রেণুর নেইরে আশা
শূন্য ক'রে ভবের বাসা
ঐ চরণে থাক্‌বে পড়ে
জয় কালী জয় কালী বলে।

৩০ শ্রাবণ

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা মোর হৃদয়ে স্বপন বেশে
(আমি) নাচ্‌বো তখন তালে তালে তোর সাথে মা হেসে হেসে।
রাঙা দুটি চরণ ধ'রে
রাখ্‌বো আমার বক্ষ 'পরে
(মোর) নিশার স্বপন উঠ্‌বে ভ'রে মায়ের মধুর স্নেহরসে।
জাগরণে ভাবি মাকে
স্বপ্নে মায়ের ছবি থাকে
সুষুপ্তিতে মায়ের সাথে যাই যে মিশে অনায়াসে।

১৯ মাঘ :

একবার কালী বল মন-রসনা
থাকবে নারে আর ভাবনা।
ভবের চিন্তা যাবে দূরে ভবদারা হাতে ধরে
ভব-সাগর তরিয়ে দেবে ছলনাতে মন ভুল না।
ভবে রঙ্গ মঞ্চ মাঝে দারাসুত যারা সাজে
লাগ্‌বে না তোর শেষের কাজে সাথে তারা কেউ যাবে না।
ভেবে দ্যাখ্‌ মন কেউ কারও নয়
পুত্রকন্যার কাতর বিনয়
বন্ধুজনের অনুনয়
সবই মিছে তাও জান না।

মন্ত্র প'ড়ে দিবানিশি তোরে ডাকি মা মা বলে
সাজাতে তোর রাঙা চরণ রাঙা জবা আনি তুলে।
জানি নে তোর পূজার্চনা
জপতপ আর আরাধনা
কর্‌বি ক্ষমা শবাসনা
পূজার খেলা যাই মা খেলে।
ফুলগুলি মা তোর চরণে
পাই কিনা ঠাঁই কেবা জানে
গানগুলি মোর আছে ফুটে
ফুল হয়ে তোর চরণতলে।
দ্বিজ রামের নেই সাধনা
তাই চরণে ঠাঁই হয় না
গানের সুরে তোমার ভাষা
নেবে কি মা পূজা বলে।

বজ্রে বাজে তোমার ভেরী আর সহে না তাই মা দেরী
মন জেগেছে আমার মাগো চল্‌বো এবার ত্বরা করি।
শাওন ঘন মেঘের কোলে
বিজলী-রাণীর ঝিলিক দোলে
তারই মাঝে তোর রূপ মা দেখি আমি নয়ন ভরি।
উষার অরুণ কিরণ লেগে
মনটি আমার উঠে জেগে
গানের সুরে হৃদয় পুরে তোর নামে মা গানটি ধরি।
বজ্রে তোমার যে সুর বাজে
বাজে আমার হৃদয় মাঝে
সেই সুরেতে গান ধরেছি তোর সাথে মা করে চাতুরী।

তোমার সভায় পাইনি ঠাঁই দাঁড়িয়েছিলাম দুয়ার পাশে
আমার কণ্ঠে দিলে মালা কখন তুমি আপনি হেসে।
সম্মানে মা লাজে মরি
মায়ের স্নেহ শিরে ধরি
আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকি তোমার যাবার পথের শেষে।
কেউ ডাকেনি করে হেলা
দাঁড়িয়েছিলাম তাই একেলা
তোমার আদর দেখে এবার সবাই ডাকে ভালবেসে।
কৃপা করি অভাজনে
করলে আদর আপন গুণে
নইলে রেণুর গানের ডালা কোথায় চলে যেত ভেসে।

দিন কাটে যে আশায় আশায় দিন-তারিণী আসে কই।
আর কিছু মা নাই মা মনে
রাঙা চরণ পাই যে ধ্যানে
সারানিশি কাটে জপে জানে না মন তোমা বই
শূন্য আমার হৃৎকমলে
বসবে এসে কুতূহলে
সেই আশাতে বসে থাকি পথের পানে চেয়ে রই।
মাতৃহীনের কি বেদনা
তোমার কি মা আছে জানা
জানলে পরে রামরেণুরে বলতে এসে মাভৈঃ মাভৈঃ।

এই কি মাগো তোমার রীতি
যে ডাকে মা মা মা বলে
কেঁদে ভাষায় নয়ন জলে
তারেই দূরে দাও মা ঠেলে
সন্তানে তোর নাই মা প্রীতি।
অসুরদলে চরণ পেলে
শত্রু সবে মুক্তি দিলে
দেবদেবী পায় যে কৃপা
এই ত তোমার হয় মা নীতি।
এবার তবে করবো লড়াই
ভ্রূকুটিতে ভয় নাহি পাই
প্রাণ দিলে মা তোমার হাতে
রুখে আমার কে সদ্‌গতি।
১৫ আশ্বিন

আমার ত মা   ভয় ভাঙ্গে না
শেষের দিনে কিবা হবে তাই ভেবে যে মন মানে না।
আদায় তহ্‌শীল হিসাব ধরে
ইরসালেতে শূন্য পড়ে
জের বাকীর দায়ে পড়ে
কিছু আমার আর থাকে না।
মসিল দিয়ে ত'শীল করি
তার কৈফিয়ত কঠিন ভারী
পড়্‌বো পায়ে নিরুপায়
কর্‌তে গোসা করি মানা।

চুরাশী লক্ষ জন্ম ঘুরে দেখ্‌তে পাই নে মা তোমারে
এই কিগো মায়ের রীতি বল দেখি মা দয়া করে।
জমা ওয়াশীল হিসাব বাকী
তাতেই নিলাম নিলে ডাকি
চোদ্দ পোয়া জমিখানি কত করে রকম ফেরে।
খাস তালুকে বাসা বেঁধে
খাজনা দিতে মরি কেঁদে
দ্বিজ রেণুর জমিখানি ছেড়ে দাও মা ব্রহ্মোত্তরে।

জবা তুই আপন গুণে ঠাঁই পেলি আজ মার চরণে
মনেরে মোর সঙ্গে নেরে গুণীর সঙ্গে গুণহীনে।
রাঙা দুটি চরণতলে
তুই দিয়েছিস্ হৃদয় মেলে
শুধাই তোরে এমন গুণ
করলি জবা বল্ কেমনে।
তোরই মত ফুটে উঠে
মায়ের পায়ে পড়্‌বে লুটে
মন কি আমার ওরে জবা
হবে কি তা এ জীবনে।
তোর সাধনা নেইক জানা
শিখিয়ে দেরে ওরে জবা
তোর সনে ভাব করে নেবে
সাধ হয়েছে রেণুর মনে।
৮ ফাল্গুন

এবার আমি মনের সুখে গাইবো গান
মা আমার গান ভালবাসে আছে মনে এই অভিমান।
সুরের নেশা আমার মনে
মা জাগাল সংগোপনে
গান গাহিতে তাই ত এমন ব্যাকুল হল প্রাণ।
আমার গানে যোগায় ভাষা
শ্যামা মা তাই করি আশা
গানগুলি মোর মায়ের পায়ে অনায়াসে পাবে স্থান।

আয় মা শ্যামা নেচে নেচে তোর নাচে যে বিশ্ব নাচে
আমি মা তোর ছোট ছেলে নে মা তোর কোলের কাছে।
জন্ম জন্ম মাতৃহারা
ভাগ্যহত আমি তারা
এবার যদি দাও মা ধরা
তবে রেণুর পরান বাঁচে।
সাধ মিটেছে ঘুরে ঘুরে
রাখিস্ নে ঠেলে আমায় দূরে
যোগ দেব মা তোর সে নাচে
এই বাসনা মনে আছে।

শিখি নাই মা তোমার পূজা
গাইতে জানি তোমার গান
তোমার সভায় আমায় ডেকে
এইটুকু মোর দিও মান।
সবাই যখন ঘুম ঘোরে
আমি তখন একলা ঘরে
ডাকি তোমায় আকুল স্বরে
কণ্ঠে তুলি মধুর তান।
এই ত আমার আরাধনা
আর করিনে পূজার্চনা
গানে গানে তোমার পূজা
করি আমি সমাধান।
সাজিয়ে সব গানের ডালি
শেষ অর্ঘ্যটি দেব কালী
শেষ গানেতে হয় যেন মা
এ জীবনের অবসান।

ওগো আমার মা-জননী   ও'মা আমার মহামায়া
আর কিছু চাই নে মাগো   মাগি রাঙা পদছায়া।
কি হবে মোর   জ্ঞানাজ্ঞানে
পড়ে রব   চরণ-ধ্যানে
ভক্তি দে মা   আমায় তারা
ওগো আমার   মা অভয়া।
ব্রহ্মবাদের   চাই না মুক্তি
চাই নে মা   সালোক্য-মুক্তি
ব্রহ্মময়ী   হৃদে বসি
একটু যেন   কর দয়া।
সগুণ নিগু‍র্ণ জানিনে মা
জননী মোর   দুর্গা ক্ষমা
অকৃতী সন্তানে মা
থাকে যেন স্নেহমায়া।

(মাগো) পাখীরে শিখালে গান মা মা রবে ধরে তান
সাঁঝ-সকালে আপনা ভুলে মধুর কণ্ঠে গাহে গান।
সর্বজীবে   ডাকে শিবে
দিবানিশি   মা মা রবে
মাতৃনামের সে ধ্বনি মোর মুগ্ধ করে প্রাণ।
মা আমায়   শিখালে ভাষা
তাই দিয়ে মা   পুরাই আশা
সেই ভাষাতে মালা গেঁথে তোর চরণে করি দান।
পাখীর মতো   সহজ করে
গান গাহিব   পুলক ভরে
তোমার কৃপা হলে পরে এই ত রেণুর অভিমান।

ওঙ্কারে মা তোর যে স্থিতি ত্রিশক্তি তুই মা তারা।
বেদান্ত তোর না পায় অন্ত তাই বলেছে নিরাকারা॥
শৈব জানে শিব-শক্তি
মোক্ষবাদী মাগে মুক্তি
যুক্তি আঁটে দার্শনিকে
যার যেমন মা আছে ধারা।
সগুণ নির্গুণ বিচার ছেড়ে
আমি আছি চরণ ধরে
তত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে
বৃথাই খেটে হলেম সারা।

সাধন ভজন জানিনে মা তোরে ডাকি মা মা বলে
রাঙা চরণ ধুইয়ে দেব মাগো আমার নয়ন-জলে।
রাঙ্গা জবা চরণতলে
জবার মালা কণ্ঠে দোলে
মনের মত সাজিয়ে দেব করবি ক্ষমা কাঙ্গাল বলে।
রাঙ্গা মা তোর চরণ দুটি
রাঙ্গা কমল সম ফুটি
বক্ষে আমি ধরবো মুঠি আয় মা রাঙ্গা চরণ ফেলে।

সব অহঙ্কার এবার মাগো দিলাম তুলে তোর চরণে
(আমার) সকল কর্মে সকল ধর্মে তুমিই কর্ত্রী জানি মনে।
আমি আমার এ মোহ ঘোর
দিল কেটে করুণা তোর
সহজ হল এবার মাগো বোঝাপড়া তোমার সনে।
মান-অপমান লজ্জা ভয়
তোরই ত সব মোর কিছু নয়
মোহমুক্ত রামরেণু তাই মেতে আছে তোমার গানে।

সবই আমার কেড়ে নিলি মাগো আমায় কাঙ্গাল করে
দিগ্‌বসনা মমতা নেই তোর মা কোনো কিছুর 'পরে।
উপাচার যে মনের মত
আন্‌তে নারি ভাগ্য হত
তাই নিবি মা যা এনেছে কাঙাল ছেলে পূজার তরে।
দীনের পূজা দিন-তারিণী
গ্রহণ তুমি করবে জানি
পূজা তোমার হবে মাগো রামরেণুর এই ভাঙ্গা ঘরে।

কালীদহে ডুব দিয়ে মা শুচি হয়ে বসে আছি
সাধন ভজন করতে এবার তাই ত আমি মন দিয়েছি।
বিষয় মোহের ময়লা চিটে
লেগেছিল বুকে পিঠে
সব গিয়েছে এখন উঠে ভয়-ভাবনা সব ভুলেছি।
ছয়টা ছিল কপট সঙ্গী
কত রঙ্গে সাজ্‌ত রঙ্গী
ভুলিয়ে মোরে রাখ্‌ত নিতি এবার তাদের দূর করেছি।

২৯ জ্যৈষ্ঠ

তুই কি র'বি অজানা মা চিরদিন মোর মনের ধ্যানে
বল্ মা আমায় কোন্ গুণে পায় রাতুল চরণ সাধকজনে।
কোন্ সে মন্ত্র জপ ক'রে
রাখে তারা হৃদে ধ'রে
দেখ্‌তে পায় মা নয়ন ভ'রে
রূপটি তোমার আপন মনে।
মন্ত্র পাইনি গুরুস্থানে
ভয় জাগে মা তাই ত প্রাণে
শ্বাস প্রাণায়ামে হয়নি জানা
শিক্ষা পাইনি যোগ সাধনে।
সাধন ভজন পূজার্চনা
তাতেও রেণুর মন বসে না
'মা' 'মা' বলে দিন কাটে মা
নেই কিছু তার নাম বিহনে।

২৪ অগ্রহায়ণ

পূজ্‌তে চাই চরণ দুটি সুযোগ দে মা ও অভয়া
দিবানিশি রইব প'ড়ে দাও যদি মা পদছায়া।
আয় মা শ্যামা শবাসনা
পূজ্‌তে চরণ মোর বাসনা
মা হয়ে সন্তানের প্রতি কেন মা তোর নেইক দয়া।
আজ পেয়েছি হৃদে তোরে
রাখ্‌ব বেঁধে ভক্তি ডোরে
মনের সাধে করব পূজা জয় জননী সর্বজয়া।

১৬ মাঘ

কোন্ সুরে মা গাইবো গান বাঁধ্‌বো বীণা কোন্ সে তানে
জানিয়ে দে গো ও মা শ্যামা বুদ্ধি আমার নাহি জানে।
শমন যখন দ্বারে এসে
ধর্‌বে আমার শুভ্র কেশে
হয়ত তখন কণ্ঠহারা
চেয়ে রব চরণ পানে।
হয় যেন গো থাকৃতে সময়
কৃপাময়ীর কৃপার উদয়
ভরিয়ে দিতে অঙ্গন তোর
পারি যেন গানে গানে।
হৃদয়ে তোর চরণ-ধ্বনি নিশীথ রাতে আমি শুনি
কেমন করে ফুটাব মা সেই ধ্বনি মোর গানের তানে।

ছ'জনায় মোরে পথ দেখায় মা তাই ত আমি পথ ভুলি
পথের নামে বিপথে নেয় কত রকম শোনায় বুলি।
দশটা আছে নগদ মুটে
ওদের সাথে তারাও জুটে
সবাই মিলে ঠেলাঠেলি
উড়ায় শুধু পথের ধূলি।
বিশ্ব বাঁধা কর্মডোরে
সূতোর টানে সবাই ঘোরে
জ্ঞানীরা কয় কলুর বলদ
ঘোরে শুধু চোখে ঠুলি।
মনে আমার যা ছিল সাধ
ওরা তাতে সাধে যে বাদ
সর্বরক্ষা কর রক্ষা
ডাকি তোমায় পরান খুলি।

গান গাই আমি নিরজনে
মা দাঁড়িয়ে আড়ালে শোনে।
মার চরণের নূপুর ধ্বনি
কর্ণে তখন বাজে শুনি
আবেগ মাখা প্রাণের কথা
অর্ঘ্য দিই মা ঐ চরণে।
সুরগুলি তায় ভেসে ভেসে
মার চরণের তটে এসে
জানায় মনের বেদন বাণী
মায়ের কাছে নিবেদনে।
মা তখন গো নিশীথ রাতে
লুকোচুরী খেলায় মাতে
স্বপন ঘোরে এম্‌নি করে
মায়ের খেলা আমার সনে।

এই ভুবনের ঘরে ঘরে কতবার যে আসি ফিরে
রাঙা চরণ পূজ্‌বো বলে আস্‌তে হয় মা বারে বারে।
ধরিত্রী মার স্নেহমায়া
জড়িয়ে ধরে আমার কায়া
তারই টানে আমায় আনে বুঝি আবার এ সংসারে।
পূজা সাঙ্গ হ'ল এবার
এ ভুবনে আস্‌ব না আর
চরণতরী দিয়ে রামে পার ক'রে দাও কাল-পাথারে।

৩১ শ্রাবণ

তোর পূজা মা ঘরে ঘরে মন মেতেছে আড়ম্বরে
জলে-স্থলে ভূমণ্ডলে আনন্দ আজ আছে ভ'রে।
যোগ দিয়ে মা আবাহনে
শারদ প্রাতে পাখীর গানে
শেফালী তার অর্ঘ্য সাজায় মাগো তোমার পূজার তরে।
কাশের হাতে চামর দোলে
পদ্ম ফোটে দীঘির জলে
আগমনীর সুরটি ছড়ায় এই শরতের আকাশ 'পরে।
সুর মিলিয়ে ঐ সুরেতে
চিত্ত উঠুক গানে মেতে
রামরেণু চায় গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে তোমার পূজা করে।

১০ কার্তিক

আশায় আশায় বাসা বেঁধে দিন কি যাবে এমনি হেসে
শমন যেদিন আসবে ঘরে ধরবে আমার শুভ্র কেশে
হয়ত সেদিন কণ্ঠহারা
নয়ন বেয়ে বইবে ধারা
অঙ্গে আমার জীর্ণ জরা
চাইবে না কেউ ভালবেসে।
সেদিন তুমি কৃপা করে
চরণ রেখো মাথার 'পরে
তারক-ব্রহ্ম নামটি তব
দিও কানে অবশেষে।
রেণু তখন মুক্ত পাখী
আনন্দেতে মুদবে আঁখি
কালী কালী কালী বলে
চলে যাব নূতন দেশে।

১০ আশ্বিন

শিয়রে শমন দাঁড়াবে যখন করবে আমায় অন্তর্জলী
এ বাসনা মনে সেই ক্ষণে বল্‌তে পাই মা কালী কালী।
হাতের লেখা যাবে কেঁপে
কণ্ঠেতে কফ বস্‌বে চেপে
জপের মালা পড়ে রবে সকল আশায় জলাঞ্জলি।
তখন আমার চোখের 'পরে
রূপটি তোমার তুলে ধরে
তারক-ব্রহ্ম নামটি কানে দিও পাছে যাই মা ভুলি

তোর রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলাম বিষয় সুখে জলাঞ্জলি
মনে হয় মা সঙ্গ সুখে আনন্দে দিই করতালি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল খুঁজে
শ্মশান মাঝে নয়ন বুঁজে
তোরে আমি নিলাম বুঝে
ও মা শ্যামা মুণ্ডমালী।
ব্যস্ত রেখে নানা কাজে
লুকিয়ে থাক হৃদয় মাঝে
সেথায় রাতুল চরণ রাজে
দেখাও দেখি ও মা কালী।
আমি ছিলাম তোমার ভাবে
হেথায় রাখো ভবের ভাবে
শেষের দিনে কিবা হবে
রক্ষা করো রক্ষাকালী।

যেদিন আমি রইব না মা এই ভবে
তেমনি করে রাত পোহালে রবি আমার উঠ্‌বে নভে।
হাটে মাঠে লোকের মেলা
শিশুর দলে করবে খেলা
জীবনধারা চল্‌বে বয়ে
স্তব্ধ হয়ে কেউ না রবে।
চল্‌বে তেম্‌নি সৃষ্টি প্রলয়
জীবন-মৃত্যু জয়-পরাজয়
কারো লাগি আটকে কিছু
এমন কথা কে শুনেছে কবে।
রামরেণুরে ভুলেই যদি
ধরার ঘরের যায় মা সবে
তোমার পায়ে স্থান দিও মা
ভুলেই তারা থাক্‌ না তবে।

শেষ বাসনা সঁপে দিলাম শবাসনার চরণতলে
আনন্দে তাই আছি বসে জয় কালী জয় কালী বলে।
রাঙা দুটি চরণ লাগি
কত নিশি ছিলাম জাগি
দিন কেটেছে আশায় আশায় মা গিয়েছে লুকিয়ে চলে।
হৃদয় আসন পেতে রাখি
মা মা বলে কত ডাকি
ছেলের ডাকে মায়ের আসন যায়নি কিগো একটু টলে।

ওরে মন তুই কেমন করে পাবি মায়ের রাঙা চরণ
আমি ত তারে পাইনি ডেকে মিথ্যে হল ভজন পূজন।
আনাগোনা ভবের হাটে
বৃথা আশায় দিন যে কাটে
শেষ হয়েও হয় না যে শেষ
ঘুরে ফিরে জীবন-মরণ।
রাঙা দুটি চরণ লাগি
সারা নিশি আমি জাগি
কৃপাময়ীর কৃপা মাগি
বুঝিনে ত মায়ের ধরণ।
শেষের দিনে অবহেলে শেষ কথাটি যাব ব'লে
মা কখনো নয় নিদয়া শেষ আশা সে করবে পূরণ।

২১ আশ্বিন

আমি তোমায় গান শোনাব এই বাসনা জাগে মনে
হৃদয়-পদ্মে আসন পেতে বসিয়ে তোরে সংগোপনে।
যে সুর তোমার বীণার তানে
তাই বাজিলে আমার গানে
গানগুলি মোর ধন্য হবে তোমার পায়ে নিবেদনে।
গান রচি মা তোরই তরে
কত কথাই কয় অপরে
আমার তাতে কি যায় আসে পশে যদি তোর শ্রবণে।
আমার সুরে তোমার সুরে
মেশামেশি কাছে দূরে
যে জন বুঝে সে জন বুঝে ইঙ্গিতে রাম-রেণু ভণে।

২২ আশ্বিন :

—

শোন্ গো মা শবাসনা
শেষ নিবেদন জানাই তোরে শেষের দিনে শেষ কামনা।
রসনা যদি যায় মা ভুলে
নাম নিতে তোর কালী বলে
বস্‌বি এসে হৃৎ-কমলে
আমার মনে এই বাসনা।
শুদ্ধদৃষ্টি ঐ চরণে
মাগি আমি সরল মনে
যাবার আগে হেরি যেন
মূর্তি তোমার বিবসনা।
চতুর্বর্গের আশা ছেড়ে
রইবে রেণু পায়ে প'ড়ে
জনম-মরণ শেষ করে দে
শেষ করে দে আনাগোনা।

ধনের কাঙাল নই মা শ্যামা চরণ-ধূলা ভিক্ষা করি
পাষাণ বাপের মেয়ে যে তুই কৃপণ অতি মা শঙ্করী।
করুণাময়ী নামটি ধরে
করুণা নাই যার অন্তরে
লীলাময়ী এসব লীলা কিছুই আমি বুঝ্‌তে নারি।
পাগ্‌লা ভোলা নেশার ঘোরে
শ্মশান মশান বেড়ায় ঘুরে
সময় বুঝে চরণ দুটি সে রয়েছে বক্ষে ধরি।
দ্বিজ রেণু কাঙাল ছেলে
বুক ভাসে তার নয়নজলে
পদরেণু পাবার আশে কাটায় দিবা বিভাবরী।

কার ঘরে আজ গান শোনাব একতারাটি হাতে ক'রে
গানের আদর করবে কে মোর সমঝদার কে আছে ওরে।
মায়ের নামে যে গান জাগে
শুনবে যে তা অনুরাগে
আমার গান যে বসে আছে পথ চেয়ে হায় তারই তরে।
একতারার একটি তারে
সব সুরতো বাজে নারে
বাজে শুধু শ্যামা-সঙ্গীত তাই ত আমার হৃদয় ভরে।
গান যদি মোর কেউ না শোনে
চিন্তা আমার নেই মা মনে
স্বয়ং তুমি শুনবে জানি ছেলে বলে ধৈর্য ধরে।

কোন্ সে মন্ত্রে পূজ্‌বো চরণ কোন্ সুরে আজ গাইব গান
বল্ মা আমায় গোপন কথা কোন্ কথায় মা পাত্‌বি কান।
কি মন্ত্রে তোর হবে বোধন
করব পূজার কি আয়োজন
কোন্ অর্ঘ্য তোর চরণতলে বল্ মা আমি করব দান।
জপ করব সে কোন্ বীজমন্ত্র
জানা আমার নেই গো তন্ত্র
কেমন জপে মন্ত্রে তব উঠ্‌বে জেগে এ প্রাণ।

২৭ শ্রাবণ

বারে বারে আসি ফিরে এই ধরণীর নানা ঘরে
পূজার অর্ঘ্য হয় না দেওয়া তবু মা তোর চরণ 'পরে।
লক্ষ বার সে আসি আর যাই
তোর সাথে মা তাও দেখা নাই
এ দুঃখ আর কারে জানাই আমার শুধু নয়ন ঝরে।
পেলে তোমার কৃপাকণা
তবেই সফল হয় সাধনা
হৃৎ-কমলে পেতে আসন পূজা করি যতন করে।

২৭ শ্রাবণ

ভবের সুখ দুখের বোঝা পথের ধারে ফেলে দিয়ে
মহাযাত্রা করবো ধীরে ঐ চরণের পানে চেয়ে।
ভর্‌বে নয়ন অশ্রুনীরে
চাইব না আর পিছন ফিরে
কামনা মোর নেই কিছু আর
তোর পাশে মা বস্‌বো গিয়ে।
তোর বাগানের ফলে ফুলে
পরাণ আমার উঠ্‌বে দুলে
নন্দনেরই মধুর গন্ধে
নাসা আমার যাবে ছেয়ে।
আপন ধামে হেরব তোমা
আনন্দের তাই নাই মা সীমা
নাচ্‌বো আমি তালে তালে
তোরই নাম কণ্ঠে নিয়ে।

১৭ আশ্বিন

রাঙা পায়ে রাঙ্গা জবা সাজিয়ে দেব যতন করে
তুই যেন মা দিস্ না ফেলে পা থেকে তা অনাদরে।
তোরই সৃষ্টি বিশ্বভুবন
যা আছে সব তোরই সে ধন
রাঙ্গা জবা আমার কিসে তোরি ধন দি চরণ 'পরে।
তোমার ফুলে তোমার পূজা
আমার কিছুই নয় মা সোজা
পূজা করছি বলে তবু বড়াই করি আড়ম্বরে।

ভজন পূজন আরাধনা এবার আমায় শিখিয়ে দে না।
সার করেছি রাঙা চরণ মিছে মায়ায় আর ভুলব না।
পাষাণ বাপ তোর তুই পাষাণী
তাইত দয়া হয় না জানি
হৃদয় মাঝে আছিস্ তবু পাইনে খুঁজে তোর ঠিকানা।
মন্ত্র নয় মা পাখীর বুলি
তাতেই মন যে ছিল ভুলি
আসল মন্ত্র সে তুই জানিস্ আমায় তা জান্‌তে দিলি না।
দিন কাটে মা বড়ই দুঃখে
ঘুম আসে না রাতের চোখে
মনের মতন হয়নি সাধন হয়নি মা তোর আরাধনা।

৭ বৈশাখ

নেচে নেচে আয় মা শ্যামা নেচে আয় মা তালে তালে
মনকে আমার দিলাম ফেলে তোরই রাঙা চরণতলে।

অভয়া তোর অভয় চরণ
হৃদয়ে মোর করবো ধারণ
সফল হবে জীবন-মরণ
কি হবে আর অন্য ফলে।

ব্রহ্মময়ী তুই জননী
নিত্য সত্য সনাতনী
বিছান তোর আসনখানি
আমার শুভ্র হৃৎকমলে।

শুভ জ্যৈষ্ঠ

ডাক দেখি মন কালী বলে—
মায়ের আমার আসন পাতা হৃদয় মাঝে দ্বাদশদলে।

মিলবেরে তোর রাঙা চরণ
সফল হবে জীবন-মরণ

ভয়-ভাবনা রবে না আর পাষাণ হৃদয় যাবে গলে।

কালী নামের কি মহিমা
ভাষা যে তার পায় না সীমা

চতুর্বর্গ হয় যে লভ্য শুধু মাত্র নামের বলে।

২৭ ভাদ্র

কে বলে মোর কালী কালো
রূপের ছটায় চোদ্দ ভুবন দেখি আমি আলোয় আলো।

কালো রূপের নাই তুলনা
মায়াঘোরে তাই ভুলো না

কালোর সাথে আলোর নাচন যে হেরে তার কপাল ভাল।

দেখার মতো চোখ আছে যার
সেই সে দেখে কালোর বাহার

দেখে চেয়ে কালোর মাঝে অপর রূপ সব হারাল।

৪ আশ্বিন

জয় কালী জয় কালী বলে যদি আমার জীবন যায়
এই মরণেই জীবন-মরণ শেষ হবে তোর রাঙা পায়।
রবে না আর বৃথা আশা
বাঁধ্‌বো না আর ভবের বাসা
জীবন-তরী আর ত আমার ভিড়্‌বে না এই কিনারায়।
ধর্মাধর্ম ঐ চরণে
অর্ঘ্য দিয়ে মনে মনে
শেষ পূজা মোর সেরে যাব কৃপাময়ী মার কৃপায়।

হাসিমাখা মুখটি হেরে সকল দুখ যায় মা দূরে
ওগো আমার পাগ্‌লী মেয়ে তবে কেন বেড়াও ঘুরে।
যা কিছু মোর ভরসা আশা
তোর চরণে বাঁধ্‌লো বাসা
যেখানে তুই থাকিস্‌ মাগো পাই যেন মোর হৃদয় পুরে।
আস্‌বি যাবি নাচ্‌বি তালে
চরণ রেখে দ্বাদশদলে
দেখ্‌বো আমি নয়ন মেলে আনন্দে মোর নয়ন ঝুরে।
সহস্রারে শিব সনে
মিলন তব সংগোপনে
সেই মিলনের সুধারসে সিক্ত কর রামরেণুরে।

অনেক ভক্ত তোর চরণে   শ্রদ্ধাভক্তি দেয় মা দান
কতই গুণী তোরই গুণে   গাইছে কত গুণগান।
কেউ সাজায় মা অর্ঘ্য-ডালা
কেউ বা আনে জবার মালা
আমি শুধু একলা বসে
কণ্ঠে ধরি তোমার তান।
ভক্তিহীনের গানের কলি
প্রেমের লহর দেয় মা তুলি
তোরই রাঙা চরণতলে
পায় যেন মা একটু স্থান।
মা আমি যে স্বপন দেখি
ফুল হ'য়ে সে ওঠে ফুটি
(আমার) গানের ভাষা সেই ত আশা
তুমিই তারে দেবে মান।

মুক্তি দে মা মুক্তকেশী   ভবের ঘাটে আছি বসি
আঁধার হৃদয় গগনতলে   দেখ্‌বো উদয় উমাশশী।
দিনের শেষে   শেষ খেয়ায়
ডাক্‌বি মা তুই   কবে আমায়
কাণ্ডারী তুই   আছিস্ হালে
তুল্‌বি নায়ে মুচ্‌কি হাসি।
সালোক্যাদি   চাইনে মাগো
অন্তরে মোর   সদাই জাগো
শেষ করে মোর যাওয়া-আসা
তোমার মাঝেই যাব মিশি।

২৯ আষাঢ়

ধনজন সংসারে আমায় বেঁধে রাখ্‌বে তারা
ভুলেও ভুল করবো না মা আমি যে মা বাঁধন-হারা।
বারে বারে ভবে এনে
বাঁধ্‌বে তুমি মায়ার গুণে
যারা তোমার পায় মা কৃপা মায়ার বাঁধন কাটে তারা।
আসা-যাওয়া বারে বারে
ঘোরা-ফেরা এ সংসারে
চিরতরে হোক্ অবসান কৃপা কর ভবদারা।
আমি যে তোর আপন ছেলে
বুক ভাসে মা নয়নজলে
মা আমায় রয়েছ ভুলে তাই ত কেঁদে হলেম সারা।

কেন মা তোর পাইনে দেখা এত ডাকি মা মা বলে
মাতৃ-হারার দুঃখ দেখে পাষাণেরও অশ্রু গলে।
জ্বালিয়ে আমি সাঁঝের বাতি
জেগে থাকি সারা রাতি
আঁধারে তোর যাওয়া-আসা দেখা যদি পাই মা ছলে।
কবে তোমার সময় হবে
আমায় এসে ডেকে নেবে
আশায় আশায় দিন কেটে যায় পাইনে ঠাঁই চরণ-তলে।
করুণাময়ী করুণাহারা
দেখি নাই মা এমন ধারা
প্রারব্ধেরই ফল ভেবে মা ভাসে রেণু নয়নজলে।

আমি যখন গেয়েছি গান	একলা আমার ঘরে বসি
আড়ালে মা লুকিয়ে থেকে	গান শুনেছে এলোকেশী।
আমি তখন	সকল ভুলে
সুরে সুরে	হৃদয় খুলে
প্রকাশ করে দি মা আমার	মনের যত বেদনরাশি।
গানগুলি মা	তোর শ্রবণে
পশেছে এই	জানি মনে
ছেলের ব্যথা জেনে মা কি	থাক্‌তে পারে আর উদাসী।

৫ কার্তিক

কি মন্ত্রে মা	পূজি চরণ	কোন্ নামে মা	গাইব গান
ঘুম ভেঙে তুই	উঠ্‌বি জেগে	গানের সুরে	দিবি কান।
বোধন করি	বিশ্বমূলে
তবু যে তুই	থাকিস্ ভুলে
ফুল পৌঁছে না	চরণতলে	ছেলের 'পরে	নেই মা টান।
যেমন করেই	ডাকে মাকে
মা সাড়া দেয়	ছেলের ডাকে
আমার ডাকেও	দিবি সাড়া	সেই আশাতে	ধরি প্রাণ।

৫ কার্তিক

(আমি) মন-কুসুমে পূজ্‌বো শ্যামা রাঙা মা তোর চরণ ধরে
কাজ কি আমার জবার মালা গাঁথা মায়ের পূজার তরে।
পূজার যত উপচার
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আর
মনে মনে করবো চয়ন তোমায় দেব ভক্তি ভরে।
মানস পূজা অবসানে
স্তব করি মা গানে গানে
উদ্‌বাসন সে হৃদয়মাঝে করব আমি যতন করে।

১৪ আশ্বিন

ব্রহ্মময়ী তুই মা শ্যামা তাই ত সকল শাস্ত্রে বলে
কেমন ক'রে পূজ্‌বো আমি ফুল দিয়ে তোর চরণতলে।
কে বিলাবে বরাভয়
ঘুচাবে মোর সংশয়
কে মুছাবে নয়ন আমার ভাস্‌বে যখন অশ্রুজলে।
উদয় হও মা মায়ের বেশে
দি অঞ্জলি ভালবেসে
মন্ত্রতন্ত্র জানিনে মা ডাকব শুধু মা মা বলে।

পাষাণী যে মা-টি আমার শোনো না আর আমার কথা
নয়ন মেলে দেখে না হায় সন্তানেরই কি যে ব্যথা
নিশীথ-রাতে ঘুমের ঘোরে
কাঁদি যখন আকুল স্বরে
অভয় দিয়ে শান্ত করে
স্পর্শ করে আমার মাথা।
আশায় আশায় দিন কাটে মা
ডেকে ডেকে তোরে শ্যামা
আমার ডাকে দিবি সাড়া
জেনে আমার ব্যাকুলতা।

১৬ আশ্বিন

ঘটে-পটে পূজ্‌বো না আর মা বিরাজে সর্ব ঘটে
মায়ের আমার আসন পাতা শূন্য আমার হৃদয়পটে।
হৃদয়মাঝে রাঙা চরণ
পূজা করি এই আকিঞ্চন
মূর্তি গড়ে কি হবে মার কাজ কি মোর ঘাটে মঠে।
বিশ্বরূপা মহামায়া
বিশ্ব জানি তোরই কায়া
ব্রহ্মময়ী তুই জননী সে কথা মোর শাস্ত্রে রটে।
শিব দুর্গা তারা কালী
শ্রীরাধা আর বনমালী
যাঁরই পূজা করি না'ক সে তোমারি পূজা বটে।

আঁধারে তোর যাওয়া-আসা তাই ত আমার মনের আশা
আঁধার হৃদয় রাখি মেলে বাঁধ্‌বি ব'লে সেথায় বাসা।
আঁধারে তোর রাঙা চরণ
করবে আমার হৃদয় হরণ
চিরতরে দূর হবে মোর জন্ম-জন্মের কাঁদা-হাসা।
অসীম আঁধার গগনতলে
তোর চরণের মানিক জ্বলে
চিদ্‌-গগনে উঠ্‌বে জ্বলে মনে আছে এই ভরসা।

২ অগ্রহায়ণ

রাজার মেয়ে পূজ্‌বো চরণ আজিকে রাজ-উপচারে
তিলেক দাঁড়া ও মা শ্যামা আমার শূন্য হৃদয় 'পরে।
ভূষণ দেব নানা জাতি
জবার মালা দেব গাঁথি
দ্বাদশদলে তোমার আসন পূজ্‌বো সেথা ভক্তি ভরে।
গভীর রাতে সংগোপনে
পূজ্‌ব তোমায় আপন মনে
পূজার ঘরে কেউ র'বে না রাখ্‌ব দূরে দু'জনারে।
শেষ পূজাটি যাবার আগে
করতে পারি অনুরাগে
এই বাসনা রেণুর মনে পুরাও যদি কৃপা করে।

৫ অগ্রহায়ণ

মোর সাধনা শবাসনা আছে মা তোর চরণ ঘিরে
লক্ষ জনম নিলাম মাগি তারই লাগি আসি ফিরে।
চতুর্বর্গ চরণতলে
চাইনে যেন মনের ভুলে
আসন পেতে দ্বাদশদলে
রাঙা চরণ রাখ্‌বো ধরে।
মুক্তি শক্তি চাইনে মাগো
রেণুর ছন্দে সদাই জাগো
মনোহরণ রূপটি তোমার
হেরব শুধু নয়ন ভ'রে।

১১ অগ্রহায়ণ

দোষ কারও নয়গো শ্যামা জড়িয়ে পড়ি আপন জালে
বিষয় ভোগের তৃষ্ণা মেটাই আগুনে মা ঘৃত ঢেলে।
লক্ষ লক্ষ জনম ধরে
আসি যাই মা বারে বারে
ভোগের আশা মিট্‌লো না মা যাওয়া-আসা তাই ত চলে।
বাসনা-জাল কেমন করে
যাব কেটে শিখাও মোরে
মনে আমার কোনো কিছুই থাক্‌বে না গো আর তা হ'লে।

১৪ অগ্রহায়ণ

সাধন-ভজন নেইক জানা করবো পূজা কিসের তরে
মায়ের ছেলে মায়ের সাথে বাঁধা আমি স্নেহডোরে।
জড়িয়ে পড়ে কর্মপাকে
যাই যে ভুলে আপন মাকে
মা ত আমায় নাহি ভুলে সজাগ দৃষ্টি আমার 'পরে।
অন্তকালে ভরসা তাই
মায়ের কোলে পাবরে ঠাঁই
অক্ষম যে সেই ছেলের 'পরে মায়ের স্নেহ অধিক ঝরে।

২২ অগ্রহায়ণ

তোরে যদি ভুল বুঝে মা ভুল করিগো মনে মনে
তুই ত জানিস মনের কথা ভুল হয়গো কি কারণে।
রেণু যে তোর অবোধ ছেলে
কখন কি যে করে ফেলে
মাকেই গালি পাড়ে কভু মায়ের প্রতি অভিমানে।
ভুল পথে মা যদি সে যায়
ফিরিয়ে আনা তোমারি দায়
ছেলের যাতে হয়গো ইষ্ট তাই ভাবে মা প্রতিক্ষণে।
ভ্রান্ত ছেলের প্রতি সদাই
বিশেষ কৃপা জানি যে তাই
আশায় আছি অন্তকালে ঠাঁই পাব মা ঐ চরণে।

২৪ অগ্রহায়ণ

তুই যদি মা দাঁড়াস্ পাশে ভয় করিনে ভবের বাসে
ভয় দেখায় মা ছয়টা চোরে চুরি যখন করতে আসে।
অভয় দিলে তুই অভয়া
আশা আমার হয় বিজয়া
শেষের খেলা সাঙ্গ করি হাতে নিয়ে মা তুরুপ তাসে।
তোর করুণার অভাব হ'লে
দিন যায় যে মোর বিফলে
বক্ষ ভাসে নয়নজলে ঘরে পরে সবাই হাসে।
স্বপন ঘোরে তোরে দেখি
ভরেছে মোর মনের আঁখি
এবার যখন উড়্‌বে পাখী রইবি সাথে . নীলাকাশে।

কেনরে মন ভাবিস্ বসে একলা তুই কিসের আশে
আনন্দময়ী মা যে আমার ডাক্ দিয়েছে আমায় হেসে।
পাবরে আজ চরণতরী
যাবার পথে ভয় না করি
পারের ঘাটে মা কাণ্ডারী
ঠাঁই রেখেছে আপন পাশে।
ভাবনা যত ভবের জন্য
মায়ের ঘরে সুখের পণ্য
কেউ জানে না আমার তরে
মায়ের স্নেহ আপনি আসে।
মায়ের দেওয়া হাতে তুলে
ফুরায় না মন দিনটি গেলে
বস্‌বো যখন চরণতলে
মোরে দেবে মা ভালবেসে।

পূজায় বসে ডাকি তারা নয়নে তখন বয় মা ধারা
কখন সেজে খেলার সাথী সাম্‌নে এসে দাঁড়ায় তারা।
তারা আমার হৃদয়দলে
বসে থাকে চরণ মেলে
কখন দেখি নয়ন মাঝে
আড়ালে থেকে দেয় মা ধরা।
তারায় ভরা গগনতলে
ছায়ার খেলা ধরার কোলে
শশী সূর্য চরণতলে
রূপ দেখি তার নয়নভরা।
শাস্ত্র জানে না মায়ের তত্ত্ব মা দিয়েছেন গোপন বিত্ত
হর্ষে মগন রেণু নিত্য চিত্ত চিদানন্দে সারা।

৭ মাঘ

শ্যামা তুই আছিস্ ব্যাপে কাঙাল মোর নয়ন ভরে
শ্যামল শোভায় পাই মা তোরে ভূধর-সাগর কান্তারে।
রাঙা পায়ে তোর মা নাচন
শস্য-শীর্ষে দেখি মাতন
নদীর জলে ছেলের বোলে তোরই হাসি পাই মা ধরা।
তোর চরণের আল্‌তা লেগে
কনক কিরণ তপন জেগে
বিলায় আলো মনের সুখে এই ভুবনের ঘরে ঘরে।
নীল গগনে জ্যোতি ভরা
তোর আলোয় চন্দ্র তারা
জোছ্‌না বিলায় তোর চরণে এই ধরার ধূলি 'পরে।
আমার আঁধার হৃদয়তলে
তোর চরণের কিরণ খেলে
তাই জানাবো দেশে দেশে মনে মনে যতন করে।

১৩ মাঘ

রঙ্গময়ী রঙ্গে নাচ খেলায় মেতে কেমন শ্যামা।
শ্মশানমশান বেড়াও ঘুরে
পাইনে তোর চরণ ধরে
কেমনে তুই হরের ঘরে
বল্‌গো মা হরের বামা।
বরাভয় তোর করতলে
(তবু) মুণ্ডমালা গলায় দোলে
ঊর্ধ্ব করে খড়্গ খেলে
বুঝ্‌তে নারি তোর মা সীমা।
বিষের জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে
শান্তি মেগে চরণতলে
পড়ে আছে পাগ্‌লা ভোলা
ডাক দেয় মা তোরে উমা।

১২ মাঘ

ব্রহ্মময়ী এই কি তোর বিচার বটে।
যে জন তোর ভবের ঘরে
তোর চরণ চিন্তা করে
নয়ন বেয়ে বয় মা ধারা বড়ই দুখে দিনটি কাটে।
যে জন দুর্গা দুর্গা ব'লে
দুখের বোঝা মাথায় তোলে
দুর্গতি মা তার কপালে নিত্য কিগো এম্‌নি ঘটে।
শমন যবে ধর্‌বে কেশে
পারের ঘাটে যাব মা আশে
সেদিন তুই করুণা করে পার করিবি কি সঙ্কটে।

আমি কি গাইতে জানি গান
মা যে আমায় গানের সুরে ভরে দেয় মোর কান।
নিশীথ রাতে একলা ঘরে
পূজি যখন গানের সুরে
রাঙা চরণ পাই মা ধরে উতলা তাই আমার প্রাণ।
ঘুমিয়ে দিলে গানের ভাষা
মেটে তাই মা মনের আশা
মায়ের নামে ভৈরবীতে হিয়ার পাতে ধরি তান।
পান করে সেই গানের সুধা
মিটেছে মোর মনের ক্ষুধা
দূর হ'ল মোর সকল বাধা নিত্য তাই করি পান।

দিন ত মোর এগিয়ে এল আসে না কই দিনতারিণী
ঘুমের ঘোরে একলা আমি শুনি মায়ের চরণধ্বনি।
নিশীথ রাতে অন্ধকারে
মা নিতে চায় কোলে করে
পাই যে তারে হৃদয় জুড়ে
মনের মাঝে কানাকানি
ভিতর-বাহির একাকারে
মা রবে মোর ভুবন ভরে
আনন্দে তাই নয়ন ঝরে
এবার মাকে নিলাম চিনি।

কালী কালী বলে মাগো ভাসি আমি আঁখিজলে
শেষের দিনের শেষ কথাটি এবার তোরে যাব বলে।
অন্তিমে মা শিয়রে বসে
দাঁড়াবে মোর শয্যাপাশে
বিদায় নেবো তখন হেসে
ভবের খেলা সাঙ্গ হলে।
মনে মনে পূজ্‌বো শ্যামা
রাতুল দুটি চরণ রাঙা
ধুইয়ে দেব ঐ দুটি মা
হৃদয়-গলা গঙ্গাজলে।
আমি যদি তোরে ভুলি রসনা যেন নাহি ভুলে
হাসিমুখে নয়ন মুদি জয় কালী জয় কালী বলে।

২ বৈশাখ

জনম ভরে খুঁজি তোরে নয়ন ভ'রে পাইনে শ্যামা
আসি-যাই মা ফিরে ফিরে দুখের আর নাই মা সীমা।
কেঁদে মাগো মা মা বলে
বুক ভেসে যায় নয়নজলে
আমি যে মা মায়ের ছেলে
মনে নেই কি হরের বামা।
কেমন মা তোর স্নেহের ধরণ
ছেলে ফেলে মা রণে মাতন
সেজে আছিস্ আপন সুখে
কালী তারা দুর্গা ক্ষমা।
সং সাজিয়ে মা সংসারে
রাখ্‌লি আমায় কারাগারে
দ্বাদশদলে পিঞ্জরে
বাঁধ্‌বো তোরে মনোরমা।

১৬ পৌষ :

কালী কল্প- তরুমূলে বাঁধ্‌বো বাসা কালী ব'লে
ভবের ভাবনা যাবে দূরে মন রবে মোর হেসে খেলে।
যেদিনের তুই আঁকিস ছবি
না চাইতে মন তাই যে পাবি
থাক্‌তে সময় ভুল না হয় রেণুর সাথে যাবে চলে।
মা দাঁড়িয়ে সাম্‌নে এসে
ডাক দেবেরে তোরে হেসে
ঠাঁই পাবি তুই মায়ের কাছে আদর করে মা নেবে কোলে।
ফুলে ফলে আছে ভরে
মা জানাল স্বপনঘোরে
যাত্রা করি তাই মা তোরে ভবের খেলা এবার ফেলে।

২৫ মাঘ

(তোর) বাঁশীর সুরে মন না জাগে শুয়ে থাকি মা ঘুমের ঘোরে
বজ্রে তোর বিষাণ বাজে পাই যেন মোর কর্ণ ভরে।
নিশীথ রাতে চেতনহারা
যখন থাকি ও মা তারা
বন্ধ দুয়ার হৃদয়-কারা
আগল ভেঙ্গে বস্‌বি জুড়ে।
রসনায় যদি নেই কামনা
নামটি তোর মা শবাসনা
আঘাত যেন হয় মা হানা
নয়ন এখন পড়্‌বে ঝরে।
ভবে এসে খেলায় মেতে
ভুল হয় যদি আমার চিতে
তুই যেন মা চারিভিতে
সকল বাঁধন কাটবি দূরে।

২৬ ফাল্গুন :

জন্ম নিলাম ধরার কোলে এ ধরণীর গগনতলে
আমার যবে ডাক পড়িবে যাব ভবের এ খেলা ফেলে।
সেদিন রেণু হাসিখুশি
ছুট্‌বে যেথা এলোকেশী
বাঁধবে বাসা ভালবাসি মায়ের রাঙা চরণতলে।
পিছ্‌পা নই পিছন টানে
করুণাময়ীর করুণা জিনে
ব্রহ্মময়ীরে ডাক্‌বো বসে জয় কালী জয় কালী বলে।
সেই আনন্দ ভোগের লাগি
ধরার জীবন নিলাম মাগি
আসি-যাই মা বারে বারে ভবের ঘরে হেসে খেলে।

১০ পৌষ

নিত্য নূতন গাই মা গান নূতন আশায় মন মাতে
নূতন ক'রে মাকে চিনি নূতন গানের ঐ নেশাতে
যখন মন হয় মা রাজী
নূতন গানে ভরে সাজি
উজাড় করে দিই মা ঢেলে রাতুল দুটি চরণপাতে।
মন রয় মার চরণে মিশে
তাই দেখে মা অলখে হাসে
জাগরণ আর ঘুমের ঘোরে এ খেলা মোর দিনে রাতে।
রেণুর এই পূজার মন্ত্র
জেনে মায়ের সাধন-তন্ত্র
পরতন্ত্র দিলাম ছেড়ে মোর জীবনের এই ছায়াতে।

১০ পৌষ

ব. বি./শ্যামা-সঙ্গীত/৩২-৮

রাজার মেয়ে তুই মা শ্যামা রেণু মা তোর কাঙাল ছেলে
তাই কি তুমি দেখ না চেয়ে বুক ভাসে মা নয়নজলে।
পূজার ফুল হাতে ধরে
ডাকিগো তারা আমি তোরে
ভোগের থালা থাকে পড়ে
দাও না দেখা কোনও ছলে।
রাত কেটে যায় বসে থাকি
তোর খোঁজে মা আকুল আঁখি
মনপাখী মা বাঁধ্‌তে বাসা
যায় ছুটে ঐ চরণতলে।
এখনও মা আছি জেগে তোর করুণা নেব মেগে
শেষের দিনে কিবা হবে যদি ধরে ছয়টা খলে।

১১ পৌষ

চিন্‌তে তোরে জনম গেল বল্‌ মা কেন তুই জননী।
দিন কাটে মা দিনে দিনে বুঝ্‌তে নারি দিন-তারিণী।
তোর চরণে মহাকাল
ভয় দেখায় মা তবু কাল
আজও আমি ছাড়িনে হাল
ভয় করিনে চোখ রাঙ্গানী।
আন্‌লে মোরে ভবের ঘরে
বাঁধ্‌তে মাগো কর্ম্মডোরে
ছয়জনে মা রাখে ঘেরে
তোর নয়নে ত্রিনয়নী।
যেমন চাও তেম্‌নি সাজি
যা করাও মা তাতেই রাজী
তবু ছেলে কি এতই পাজি
কাঁদতে হয় মা দিন-যামিনী।

২০ পৌষ

বিষয়-মদে মত্ত হয়ে দেখ্ না মন তুই যে চেয়ে
শেষের দিনে কিবা হবে বালি-শয্যায় যখন শুয়ে।
রসনা যদি যায়রে ভুলে
দিও নাম কর্ণমূলে
মন তখন সকল ভুলে
চরণতলে থাক্‌বে ছেয়ে।
যদিগো মোর কণ্ঠহারা
বল্‌বি তোরা তারা তারা
নয়নে মোর বইবে ধারা
পথের সাথী মাকে পেয়ে।
দৃষ্টি যদি হয়রে ফাঁকা মার মূরতি রইবে আঁকা
শূন্য আমার হৃদয়দলে মায়ের নাম যাব গেয়ে।

২০ পৌষ

সুখ চেয়ে মা করেছি ভুল দুখ দিয়েছ বারে বারে
দুখের বোঝা শিরে নিতে সুখ হয়ে সে আপনি ঝরে।
সুখের দিনে মনোরথে
একলা চলি আমার পথে
দুখের দিনে আমার সাথে তোমারে পাই নিবিড় করে।
চাব না আর পিছন পানে
তোমার চরণ সাম্‌নে টানে
বেদনা মোর ফুল হ'য়ে মা অর্ঘ্যডালি রাখে ভরে।

২৩ পৌষ

রাঙা চরণ পূজ্‌বো বলে মনের সাধে ভবে আসি
ছয়জনের মন্ত্রণাতে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
তারা বশে এনে দশজনে
সুখদুখে মোর নিল কিনে
হেথায় মোরে একলা জেনে গলায় টানে কালের ফাঁসি।
উপায় এবে একটি আছে
ডেকে আমায় কোলের কাছে
যদি এ বিপদে দাঁড়ায় পাছে মুক্তি দিতে মুক্তকেশী।

২৯ মাঘ

সাড়া দিবি বল্‌ মা কবে ও মা শিবে পরাণ খুলি
দিবানিশি মা মা ডেকে সার হয়েছে নয়নজলই।
সে যে এমন পাগলী মেয়ে
মা হয়ে আমায় দেখে না চেয়ে
কখন কোথা লুকিয়ে বেড়ায় আপন ছেলে রয়গো ভুলি
আবার কখন ঘুমের ঘোরে
কর বুলায় যে মোর শিয়রে
তখন আমার হাতে ধরে ডেকে নেয়গো কোলে তুলি।
ভক্তি-পুষ্প চয়ন করে
সাজাই আমি চরণ ধরে
পূজা আমার মনে মনে জয় কালী জয় কালী বলি।

২ ফাল্গুন

আমি কি তোর	শণের নুড়ি	ঘুরিয়ে ঢেড়া	পাকাও দড়ি
পাক বিপাকে	পাক ধরিয়ে	শক্ত কর	তাড়াতাড়ি।
	কভু আমি	জলে ভিজি	
	রোদে পুড়ি	কাদায় মজি	
আবার কখন	বাঁধন দিয়ে	বেঁধে রাখ	ভবের গাড়ী
	জনম-মরণ	গভীর কূপে	
	জল আন্‌তে	যাই মা ছুটে	
পাঁচজনের	খেয়াল বশে	গলায় বেঁধে	কলসী ঘড়ি।
	তেল দিতে মা	ধরার চাকে	
	গুঁজে দাও যে	তারই ফাঁকে	
রেণুর দুঃখ	মনে থাকে	ভুল হয় না	ও শঙ্করী।

ভয় করিনে	তোর বাঁধনে	বাঁধ্‌বি যদি	ভবের গাছে
মায়াডুরি	পিছল হয়ে	পিছনে মোর	পড়ে আছে।

যে আমারে বন্দী করে
তার সাথে মন সন্ধি করে
বাঁধনহারা নদীর ধারা
সঙ্গী হতে আমায় যাচে।
ঝরা ফুলের দলগুলি হায়
আমার সঙ্গ নিত্য যে চায়
তাই দেব তোর রাঙা পায়
যা আছে মোর ঘরের কাছে।
উষার আকাশ রঙ্‌ ছড়ালো
রেণুর যে তাই মন ভুলালো
আল্‌তা রাঙা মায়ের চরণ
তাই পেয়েছি মুক্ত সাঁঝে।

একলা গরু নাই মা জুড়ি কাঁধে জোয়াল টান্‌ছি গাড়ি
ভবের বোঝাই টেনে মরি (কবে) পৌঁছাব তোর খামারবাড়ী।
এইবারে কি বিদায় দেবে
চরণতলে হাড় জুড়াবে
ঘাস বিচালি খেয়ে মাগো শান্ত হবে আমার নাড়ী।
কখন আমি কাদায় পড়ি
লাঙ্গল যে মা টান্‌তে নারি
পিঠে পড়ে পাঁচন-বাড়ি ডাকি তারা শঙ্করী।
দিয়ে আমায় মায়ার ঠুলি
ঘানি গাছে যুতে দিলি
মন উঠে না খাটায় ভিলি খ'ল খেয়ে মা লেজটি নাড়ি।
আবার সব বোঝা তুলে
(কবে) তোর চরণে দেব ফেলে
গো-জন্ম মা খালাস হলে শেষ নিঃশ্বাস দেব ছাড়ি।

১৫ ফাল্গুন

কীর্তন সুর

নয়নে নয়ন রাখ ও যে আমার নয়নতারা
তারাহারা হয়ে মাগো নয়নে বয় বারিধারা
এ যে পরম রতন
মোর নয়নের ধন
হেলাতে না হারাও মন
করো নারে নয়ন ছাড়া।
হারা নয়ন আজো অন্ধ
দিকে দিকে বাধা বন্ধ
তবু নাসাতে ভরেছে গন্ধ
তাই হয়েছি দিশেহারা।

(কবে) মোর গানের ডালি তোর চরণে ফুল হয়ে মা উঠ্‌বে ফুটে
আশায় আশায় দিন গুণে মোর যায় মা আজো সুখে কেটে।
না থাকে মোর জবার মালা
মাগো তোর কণ্ঠে দোলা
গানের মালা চরণতলে পড়্‌বে দেখিস্‌ মাথা কুটে।
গন্ধ যদি নাই বা থাকে
ভক্তিচন্দন অঙ্গে মাখে
তোর চরণের প্রসাদ লাগি রোজই যায় সে আপ্‌নি ছুটে।
শেষ নিবেদন জানাই তোরে
আদর যদি কেউ না করে
ঠাঁই দিস্‌ মা একটু দূরে তোরই রাঙা পদপুটে।

পথে এসে মা পথ না পাই তারা তোরেই খুঁজে বেড়াই
জানিনে তোর কেমন ধারা নয়নধারায় ভেসে যাই।
যত পথ আমি পেয়েছি বাঁকা
তোর চরণের ছাপ যে আঁকা
পথ ভুলে যে পথের মাঝে আমি ত আর নাহি ডরাই।
যখন আমি বেড়াই একা
সাথী হয়ে দাও মা দেখা
নয়নপথে দিনে-রাতে তোরেই আমি মাগো পাই।
পাওয়া মোর শেষ না হবে
তোর চরণে মন মিশাইবে
ভেদাভেদ মা ঘুচে যাবে তারই আমি করি বড়াই।

২ ফাল্গুন

কি দিয়ে সাজাব শ্যামা ও রাঙা চরণ তোর
ভেবে ভেবে দিন কেটে যায় কত নিশি হয় মা ভোর।
হৃদয়গলা আলতা রাগে
তোর চরণ সাজাই আগে
তুই দাঁড়াবি পুরোভাগে
নয়নে আঁধার রবে না ঘোর।
পদতলে রাঙা জবা
সাজাই মনের মনোলোভা
দাঁড়িয়ে তুই নিবি শিবা
কাটবে তখন মায়া-ডোর।
নিশীথ রাতে আনাগোনা হয় যেন তোর শবাসনা
সন্ধান তোর কেউ জানে না ঘরের ভিতর ছয়টা চোর।

১৬ ফাল্গুন

দুখ দিয়ে মা পরখ কর জানি তোমায় দুখহারা
দুখের বোঝা শিরে ধরে তাই ডাকি মা ভবদারা।
দুখের গাছে ঝ'রে পড়ে
সুখের ফল আমার তরে
তোরই রাঙা চরণ ধরে গান গাই মা তারা তারা।
তোমার দেওয়া দুখের গাছে
কত কুঁড়ি মা ধরে আছে
ফুল হয়ে মা ফুটবে যবে সুখের গন্ধে রবে ভরা।
সুখদুখ মা তোর চরণে
তুলে দিলুম আপন মনে
ভয়-ভাবনা বিসর্জনে আনন্দে বয় নয়ন-ধারা।

২১ ফাল্গুন

কেবা দ্বিজ চণ্ডাল মা বুঝ্‌তে নারি আমি শেষে
সবই যে মা তোরই ছেলে কোলে নাও মা তুমি হেসে।

আমি শুধু তফাৎ করি
শুচি-অশুচির ভয়ে মরি
ভেদ বুদ্ধি মনে ধরি
ডাকৃতে নারি ভালবেসে।

তুই যে মা বিশ্বরূপে
সবার মাঝে আছিস্ চুপে
তোরে বুঝি দিলাম ঠেলে
নয়ন মুদে ঘরে বসে।

নয়নে দে মা প্রেমের কাজল
ভাঙ্‌বে আমার মনের আগল
সবার মাঝে তোরে পেয়ে
মন ভরিবে কাছে এসে।

১৯ ফাল্গুন

মনে মনে ডাকি শ্যামা জানে না কেউ ঘরে পরে
কি করে তুই জান্‌লি মাগো শ্মশানে তোর আসন করে।

মনের মাঝে করি বরণ
মন কুসুমে পূজি চরণ

হৃদয়গলা গঙ্গাজলে স্নান সারি তোর একলা ঘরে।

আসন পেতে দ্বাদশদলে
পাদ্য মা তোর নয়নজলে

ভোগের থালা দিই মা তুলে সহস্রারের সুধা ভরে।

আড়ম্বরে পূজ্‌লে তোরে
জান্‌বে মোর ছয়টা চোরে

নিশীথ রাতে স্বপন ঘোরে পূজি রাঙা চরণ ধরে।

শোন্‌গো মা দশভুজা
ভুল যদি হয় মানস পূজা

রেণুরে তুই দিস্ মা সাজা চরণতলে আটক ক'রে।

১৬ ফাল্গুন

আমি দেখি নয়ন মেলে নিত্য উষা সন্ধ্যাকালে
আবীর গোলা মেঘের কোলে তোর চরণের ছাপ যে মেলে।
ঐ চরণের আলতা রাগে
রাঙা রবির উদয় জাগে
পূব আকাশের পুরোভাগে
অর্ঘ্য দিল চরণতলে।
সুরু হয় তার দিনের কাজে
শক্তি পায় সে জীবনমাঝে
শক্তিমায়ের চরণ পূজে
গগণপথে যাত্রাকালে।
আবার দেখি বেলা শেষে
ঐ চরণ ভালবেসে
মায়ের ছুটি রাঙা চরণ
ভুলতে নারে পড়ে ঢলে।
আমার কি মা সুদিন হবে ঐ চরণে ঠাঁই মিলিবে
বিশ্বজগৎ রব ভুলে ঠাঁই পেয়ে তোর রাঙা কোলে।

১৯ ফাল্গুন

রাঙা রবি অস্তকালে তোর চরণে পড়ে ঢলে
জানে না যার চরণ বই তাই ত উদয় উষাকালে।
সব দিয়ে সে সব পেয়েছে
ঐ চরণে প্রাণ সঁপেছে
আবার জাগে নূতন তেজে মরণহারা নূতন বলে।
ঝরা পাতা সবুজ প্রাণে
ভরে ধরা নতুন গানে
আমার জরা আটকে ধরে দিই নাই যার চরণতলে।
কবে আমার হবে সুদিন
তোর চরণে বাজিয়ে বীণ
আমার 'আমি' চরণতলে দেবো হেসে নয়ন মেলে।

২০ ফাল্গুন

মাহারা দুখ দেখে আমার পাষাণেরও অশ্রু গলে
কেমন তুই পাষাণী মাগো ডেকে নাও না আপন ছেলে।
ছেলে কাঁদে পথে বসে
তবু মা তার নাহি আসে
কয় না কথা ভালবেসে এ দুখ মোর যায় না বলে।
কেমনতর মায়ের ধারা
সাড়া দেয় না আমার তারা
আমি কাঁদি একলা পাশে বুক ভেসে যায় · নয়নজলে।
বুঝি এ তোর বাপের ধারা
পাইনে সাড়া তাই মা তারা
শেষের দিনে নয়নধারা মুছিয়ে দিস মা বিদায় কালে।

১৪ কার্তিক

মুক্তি চাই না ভবে আসি দাও মা চরণ মুক্তকেশী
দ্বাদশদলে আসন পেতে তাই পূজিব দিবানিশি।
স্বর্গবাসের নেই বাসনা
মোক্ষ ফলের নাই কামনা
ফুলে ফলে পূজ্‌বো চরণ কাজ কি গিয়ে গয়া কাশী।
ছেলের হাতে নেবেন পূজা
আমার শ্যামা দশভুজা
আড়ম্বরে মুখ ফিরিয়ে বেড়ানগো মা মুচ্‌কি হাসি।
প্রাণ মনে অর্ঘ্য ধরে
আমার আমি দিলাম তারে
শেষ করে মোর কর্মফলে ডাক দিয়েছেন সর্বনাশী।

২৮ শ্রাবণ

মুক্তি নিয়ে করবো কি মন কোথায় রব কিসের কাজে
আস্‌বো যাবো খেল্‌বো হেসে আমার মায়ের ধরার মাঝে।
বিশ্ব জুড়ে মাকে দেখি
ভরেছে মোর মনের আঁখি
নয়ন মুদে যখন থাকি মায়ের চরণ দেখি রাজে।
তাই পূজি মা মা মা বলে
হর্ষে ভাসি নয়নজলে
এই ভুবনের ঘরে ঘরে মায়ের স্নেহের সুরটি বাজে।
আসা-যাওয়ার এই যে পালা
মায়ের সাথে হয় যে খেলা
এই জীবনের শেষের বেলায় কেমন করে বলি লাজে।

৩০ কার্তিক

যখন আমি রব না শিবে মায়ায় ঘেরা তোর এ ভবে
মায়াডুরি দিয়ে আমায় বাঁধ্‌তে মাগো কোথায় পাবে।
পড়ে রবে খাট-বিছানা
ধন দৌলত বালাখানা
দালান কোঠা জমিদারী তখন আমার কে গোছাবে।
আমি তখন মুক্ত পাখী
দেখবো বসে ভবের ফাঁকি
মুক্তাকাশে চল্‌বো হেসে মা যে তখন ডেকে নেবে।
রবে না আর আন্‌ কামনা
ডাক্‌বো বসে শবাসনা
ভবের ঘরের এই আঙ্গিনা তখন আবার কে চাহিবে।

২৮ শ্রাবণ

ভরসা যদি নাই বা থাকে সব ছেড়েছি মনের আশা
রাঙা দুটি চরণতলে হয় যেন মোর শেষের বাসা।
পূজ্‌বো দুটি রাতুল চরণ
সফল হবে জীবন-মরণ
কেটে দিয়ে মায়ার বাঁধন সাঙ্গ হবে কাঁদা-হাসা।
লাখ জনমের মনের সাধা
মিটিয়ে নিলাম ঘুচিয়ে বাধা
ঠাঁই রাখে মা ঐ চরণে বন্ধ করে যাওয়া-আসা।
দান পড়েছে পোয়া বারো
দু'তিন নয়ে পাশা ধরো
ভাবনা কিরে আর কি রেণু মনের সুখে খেল্‌বি পাশা।

২৪ শ্রাবণ

করুণাময়ী তোর করুণায় পাষাণেরও অঙ্গ গলে
গিরিদরীর ঝর্‌না ধারায় মিশায় বুঝি সাগর'জলে
মায়ের বুকে স্নেহের ধারা
তোর করুণায় পাল্‌ছে ধরা
সেই করুণা অঝোর ধারে গগন পবন ধরাতলে।
চির শিশু তোরই কোলে
দিন কাটে মোর মা মা বোলে
সেই স্নেহের ধারা পানে জেগে উঠি নানা ছলে।
চাঁদ সূরযের কিরণধারা
ধোয়ায় যেমন নিখিল ধরা
ধোয়াব তোর চরণ দুটি তোরই দেওয়া নয়নজলে।

১০ শ্রাবণ

ইচ্ছাময়ী মা

রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি শক্তিসাধকেরা ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী মহাশক্তি কালীকে সর্বমূলাধার বলিয়াছেন। সাধকের চোখে মায়ের নানা রূপ ধরা পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে 'বিচিত্ররূপিণী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন শাক্ত সাধকেরা তাঁহাকেই তাঁহার গুণ কর্মানুসারে বিভিন্নরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। কখনও তিনি ইচ্ছাময়ী, কখন ব্রহ্মময়ী, কখন আনন্দময়ী ইত্যাদিরূপে মা সাধকের দৃষ্টিতে বিরাজ করেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ একটি গানে মায়ের ইচ্ছাময়ী রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া গাহিয়াছেন—"সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
সকলই তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।"

এই বিশ্ব প্রপঞ্চ, জীবজগৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সৃষ্ট এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তিনি শুধু জীব-জগৎই সৃষ্টি করেন নাই তিনি দেবতাকুলেরও অধীশ্বরী—তাই তিনি 'সর্বশ্বরৈশ্বরী', 'সর্বকারণ কারণম্'। 'চন্দ্র-সূর্য-হুতাশন' তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতি জগতের ও জীব-জগতের সমস্ত ভূতাদি এমন কি অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁহার ইচ্ছানুসারে আবর্তিত হইতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের মূলে রহিয়াছে ব্রহ্মশক্তি স্বরূপিণী ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র তারকা ন মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতিসর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

নীচের পংক্তিতেও ইচ্ছাময়ী ব্রহ্মশক্তির সেই রূপই বর্ণিত হইয়াছে। সর্বশক্তি মূলাধারে ইচ্ছাময়ী কালীর ইচ্ছায় বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে—

বিশ্ব যে তোর হাতে গড়া
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
তোর নিয়মে আছে ধরা দেখে আমার নয়ন ঝরে।
নদ-নদী গিরি সায়রে
তোরই ইচ্ছায় রাখে ধরে
তোরই স্নেহের করুণা ধারা নিত্য দেখি ঝরে পড়ে।

তোরই ইচ্ছাতে সবই ঘটে ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা
আমি কেন পথে বসে নয়নে বয় অশ্রুধারা।
কেন কাঁদি মা মা বলে
বক্ষ ভাসে নয়ন জলে
নিস্ না কোলে ছেলে বলে
মায়ের কি মা এমনি ধারা।
দিবারাতি ডাক্‌ছি তোরে
বসে থাকি আশা ক'রে
একদিন মা কি ইচ্ছা হবে
মোর হৃদয়ে দিতে ধরা।

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ইচ্ছা তোর কে বুঝ্‌তে পারে
কাউকে বদ্ধ কর মাগো এ সংসারের কারাগারে।
কারও কেটে মায়ার বাঁধন
দান করগো আপন চরণ
কেউ জানে না কখন মাগো কৃপা তুমি কর্‌বে কারে।
কারে বসাও রাজ্যপাটে
কেউ বা দিন-মজুর খাটে
কারো কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি এম্‌নি ঘটাও এ সংসারে।
কেউ বা চড়ে গাড়ী ঘোড়া
কারে দাও মা টাকার তোড়া
আমায় দাওগো চরণ-ছায়া তাই চাহি মা বারে বারে।

৪ মাঘ

ইচ্ছাতে তোর বিশ্বগড়া ইচ্ছাময়ী তুই মা তারা
সেই ইচ্ছাতে জন্ম নিয়ে ভেবে হ'লাম কেন সারা।
সেই সাধে মা আনাগোনা
ভবের হাটে বেচাকেনা
শোধ করিতে কালের দেনা
কালী বলে বইবে ধারা
চাওয়া পাওয়ার হিসাব ফেলে
থাক্‌বো পরে চরণতলে
ইচ্ছাময়ীর যেমন ইচ্ছা
তেমনি বইবে জীবন-ধারা।
রেণুর গানের- মালা পরে
দাঁড়াবে তার আঁখির 'পরে
এ ইচ্ছা তার ইচ্ছাময়ী
পূর্ণ কর ও মা তারা।

২৩ শ্রাবণ

ইচ্ছাময়ী মাগো তারা।
ইচ্ছাতে তোর ভবে আসি
পূজি চরণ দিবানিশি
সেই ইচ্ছাতে মন-উদাসী নয়নে বয় অশ্রুধারা।
ভবের হাটে বেচাকেনা
শেষ করে মা পাওনা-দেনা
বন্ধ হবে আনাগোনা রব মা আর চরণ ছাড়া।
ইচ্ছাতে তোর সৃষ্টি স্থিতি
প্রলয় লীলা ঘট্‌ছে নিতি
ইচ্ছাতে তোর আছে ধরা সৌরজগৎ গ্রহ তারা।
সে ইচ্ছাতে রেণু আসি
রাঙা চরণ পূজবে বসি
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতে মোর আমার আমি হব হারা।

১৬ ভাদ্র

ইচ্ছাময়ী বলে জানি মাগো তোরে শাস্ত্র প'ড়ে
কোন্ ইচ্ছাতে শুনি মাগো রাখ আমায় হেথায় ধ'রে।
বিশ্ব যে তোর হাতে গড়া
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
তোর নিয়মে আছে ধরা দেখে আমার নয়ন ঝরে।
নদ নদী সে গিরি সায়রে
তোর ইচ্ছায় রাখে ধরে
তোর করুণার অমর ধারা নিত্য দেখি ঝ'রে পড়ে।
সেই করুণার একটি কণা
দাও যদি মা শবাসনা
তোর ইচ্ছাতে রবে মাগো আমার কাঙাল হৃদয় ভ'রে।

ইচ্ছা ক'রে ভবে এনে তুই আছিস্ মা লুকিয়ে কোণে
ইচ্ছাময়ী ছিলি তারা ছলনাময়ী ছেলের গুণে।
সুখ দুঃখ জানিনে তারা
তোর নামে বয় নয়নধারা
হর্ষে মন ওঠে জেগে অঞ্জলিতে তোর চরণে।
নয়ন মেলে দেখি চরণ
বক্ষে চাই মা কর্‌তে ধারণ
কর্‌বে আমার মনোহরণ তুই যদি মা ডাকিস্ চিনে।

১৮ অগ্রহায়ণ

ইচ্ছাময়ী মাগো তুমি ইচ্ছাময়ী শুনি তারা
তোর ইচ্ছায় বিশ্ব হাসে মোর কেন মা নয়নধারা।
মা মা বলে তোরে ডাকি
পথ চেয়ে মা বসে থাকি
কাটে কত দীর্ঘ রাতি
তবু তোর পাইনে সাড়া।
আমি ত মা কর্মক্লান্ত
পথে এসে পথ ভ্রান্ত
কাটে না মোর মনের ধ্বান্ত
তবু নয়ন চরণ ছাড়া।
কারে দাও মা রাজত্ব পদ
মোর কপালে এই বিপদ
কবে দেবে মা অভয় পদ
কাট্‌বে রেণুর মনের ফাঁড়া।

৩০ চৈত্র

চিন্তামণি তারা

আদ্যাশক্তি ইচ্ছাময়ী। তিনি স্বকীয় ইচ্ছায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা উদয় অস্ত পালাক্রমে আপন আপন কার্যে নিযুক্ত আছে। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্য গুণ তাহার মাঝেও সেই ইচ্ছাময়ীর শক্তি কার্য করিতেছে। তাঁরই ইচ্ছায় নিত্য সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হয়। পাখীর গানে, নদীর কল-কল্লোলে, শিশুর 'মা' 'মা' বোলে সেই ইচ্ছাময়ী মায়ের মধুর ইচ্ছাই প্রকাশিত। সেই ইচ্ছাময়ী নিজ ইচ্ছায় লক্ষ কোটি সন্তান সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের জন্য মায়ের দরদ কত। সেই সন্তানদের চিন্তায় তিনি সর্বদা কাতর—কেমন করিয়া সন্তানদের সুখী করিবেন—কি ভাবে তাহাদিগকে আনন্দ দেওয়া যায়—এই চিন্তায় তিনি আরও কত নূতন নূতন উপকরণ সৃষ্টি করিলেন—রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"না চাহিতে তুমি কতই করেছ দান, আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ
······দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহাদানেরই যোগ্য করে।"

এ চিন্তার জন্যই তিনি চিন্তামণি তারা। আবার সর্বশেষে তিনি এই সন্তানদের ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—আপন কোলে টানিয়া লন—চিরকালের জন্য নিজ অভয় চরণে স্থান দেন। ভক্ত সাধকের সদাই চিন্তা মা যখন চিন্তামণি—সকল চিন্তার সারভূতা তখন আমার মনে আর অন্য চিন্তা রহিবে কেন? তিনি হয়ত আমার জন্য পৃথক কোন চিন্তা করেন না। আমি যদি তাঁহার বিষয়ীভূত হইতাম, আমার মনে আর কোন চিন্তার স্থান থাকিত না। তিনি সকলের চিন্তার অতীতা, তিনি অবাঙ্-মনসোগোচরা। তিনি নিরাকারা তবু তিনি সন্তানের মঙ্গলের জন্য সাকারা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন—সেই অবস্থায় আমার জন্য কতটুকু চিন্তা করিলেন—

"সবার চিন্তা করছো নিতি তুমি আমার চিন্তামণি
তবে কেন শত চিন্তায় কাটে আমার দিন যামিনী।"

আমার হৃদয় আঁধার ভরা, তুমি হৃৎচিন্তামণি যদি হৃদয়ে উদয় হও ও জ্যোতির আঘাত হানিয়া আমার আঁধার দূর কর—আমার জীবন সার্থক হয়—

"হৃৎ চিন্তামণি মেয়ে
হৃদয় ভাবে উদয় হয়ে
দাও ঘুচিয়ে সকল আঁধার তোমার জ্যোতির আঘাত হানি।"

তুমি চিন্তামণি যাহার জননী তাহার মনের মধ্যে অন্য চিন্তা কেন—ষড় রিপুর চিন্তা, অন্নচিন্তা—তোমার চিন্তায় যেন মন আচ্ছন্ন থাকে—তুমি আমাকে এমন চিন্তা দাও যাহাতে আমি তোমার রাতুল চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া তোমার চিন্তায় মস্‌গুল থাকিতে পারি।

"কেন আমার হয় না চিন্তা   চিন্তাস্বরূপিণী তারা।"

...   .

"ষড় রিপু দেয় মা তাড়া
অন্নচিন্তা চমৎকারা"

...   .

"চিন্তা যদি দাও গো মোরে   যুগল চরণ বক্ষে ধরে
সেই চিন্তায় রব পড়ে   তোমার সাথে বোঝাপড়া।"

কেন আমার হয় না চিন্তা চিন্তাস্বরূপিণী তারা
অচিন্ত্য তুই যার কাছে মা সে যে হয় সর্বহারা।
ষড় রিপু দেয় মা তাড়া
তারই চিন্তায় শিরঃপীড়া
প্রাতে উঠে ছন্নছাড়া অন্নচিন্তা চমৎকারা।
সদাই দিলে বিষয় চিন্তে
না পারি মা তোমায় চিন্‌তে
চরণে স্থান পাইগো অন্তে চিন্তাশেষে ভবদারা।
চিন্তা যদি দাওগো মোরে
যুগল চরণ বক্ষে ধরে
সেই চিন্তায় রব প'ড়ে তোমার সাথে বোঝাপড়া।

৭ বৈশাখ

তারা নামের সুরাপানে আমি পাগল হলেম ভাল
চিন্তামণি তোমার চিন্তায় দিন্ ত আমার কেটে গেল।
তোর নামের গুণে রামকৃষ্ণ
সর্বানন্দ প্রসাদ বামা
জীবমুক্ত হলেন মাগো
ব্রহ্মময়ী তুমি শ্যামা
এবার তোমার চরণ ভিন্ন
ভবে আসা বিফল হল
ছেলের চিন্তা করো না মা
কেমন তোমার বেভার বল।
অবহেলায় রইনু পড়ে এ সংসারের মোহ ঘোরে
এবার এসে কৃপা ক'রে তোমার সাথে নিয়ে চল।

৮ বৈশাখ

সবার চিন্তা করছো নিতি তুমি আমার চিন্তামণি
তবে কেন শত চিন্তায় কাটে আমার দিন-রজনী।
হৃৎ-চিন্তামণি মেয়ে
হৃদয় মাঝে উদয় হয়ে
দাও ঘুচিয়ে সকল আঁধার তোমার জ্যোতির আঘাত হানি।
তোমার বাসা নয়ন-মাঝে
ধ্যানে তোমার রূপ বিরাজে
অরূপ তুমি স্বরূপ তুমি তোমার তত্ত্ব নাহি জানি।
শিব স্বরূপিণী শিবা
শক্তি শিবে ভেদ কিবা
চন্তাতীতা তুমি মাগো ব্রহ্মময়ী সনাতনী।

করুণারূপিণী মা বা করুণাময়ী মা

শ্রীশ্রী চণ্ডীর 'অর্গলা স্তোত্রে' মায়ের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে ॥"

"হে দেবি, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা), মঙ্গলা (জন্মাদি নাশিনী), কালী (সর্বসংহারিণী), ভদ্রকালী (মঙ্গলদায়িনী), কপালিনী (প্রলয় কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখ প্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী) স্বাহা (দেব-পোষিণী), এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী)-রূপা, তোমাকে নমস্কার করি।"

মায়ের বিচিত্র রূপ। সেই বিচিত্র রূপের অন্যতম রূপ হইতেছে তিনি সর্ব দুঃখ বিনাশ করিয়া দেবকুল ও বিশ্বজগৎ প্রতিপালন করেন পরম মমতাময়ী মাতার মতো। তিনি 'সর্বমঙ্গলা-মঙ্গল্যে', তিনি পরম করুণাময়ী। তাঁহার করুণার সীমা নাই। তাঁহার করুণায় জীবকুল প্রতিপালিত হইতেছে—বিশ্বে চন্দ্র সূর্য আলো দিতেছে, বৃষ্টি-বায়ু প্রাণের পুষ্টি করিতেছে, ফুল, ফল, শস্য উৎপন্ন হইতেছে। করুণারূপিণী মাতা তাঁহার করুণাবারিতে সমস্ত ভূতকে অভিসিঞ্চিত করিতেছেন। সাধকের প্রতিও তাঁহার দয়া বা করুণার অন্ত নাই। তাঁহার করুণাতেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া পরাতত্ত্বলাভে সমর্থ। মাতৃরূপিণী করুণাময়ী ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্যই সাধক প্রার্থনা জানান—

"প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিম কালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥"

আধুনিক হিন্দী শাক্ত সাহিত্যের কবি 'ভারতী-নন্দন' রামানন্দ তিয়ারী শাস্ত্রী তাঁহার 'পার্বতী কাব্যে' অর্চনাংশে করুণাময়ী মায়ের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—

"জিন কী মহিমা মে শিব বন কর জীবন কা শব জাগা,
জিন কী করুণা মে সত্তা শ্রেয় সৃজন কা মাঁগা ;
জিন কী প্রীতি উদার চেতনা বন জীবন মেঁ ছাঈ,
জিন কী কৃপা অপার প্রকৃতি মেঁ কৃতি গৌরব বন আঈ।"

"যাঁহার মহিমায় জীবনের শব শিব হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, যাঁহার করুণায় সৃজনের সত্তা ও শ্রেয় মাগিতেছি ; যাঁহার প্রীতি উদার চেতনা হইয়া জীবনে ছাইয়া গিয়াছে, যাঁহার কৃপা অপার প্রকৃতিতে কৃতি-গৌরব হইয়া আসিয়াছে।"

(শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য' হইতে গৃহীত)

সেই করুণাময়ী মায়ের করুণা কত—

"মা তোমার করুণা কত দেখি আমার ভুবন ভরে
যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি তুমি জাগো মোর শিয়রে।"

আবার অন্যত্র—

"করুণাময়ী মাগো তারা তোর করুণা কেমন ধারা
গগন পবন নিখিল ভুবন বাঁচে না সেই করুণা ছাড়া।
যে করুণায় আন টেনে
ভবের ঘরে রাখ জেনে
সেই করুণার কণা দানে পার করে দাও ভবদারা।"

মা তোমার করুণা কত বুঝেছি মা রীতিমত
একলা আমায় পাঠিয়ে ভবে
কেন দিলি ওমা শিবে
শেষের দিনে কিবা হবে
ভেবে আমি বাক্যহত।
আমি মা তোর অধম ছেলে
দুখের বোঝা দাও মা তুলে
দেখ নাই মা কেন ভুলে
দ্বিজ রেণুর শক্তি কত।
করুণা সে আঘাত হেনে
হয়ত আমায় কাছে টানে
বুঝিনে তাই অকারণে
জাগে মনে ক্ষোভ মা যত।

১৯ অগ্রহায়ণ

বারে বারে ভবে এনে আর কত দুঃখ দিবি তারা
দুঃখ নয় মা করুণা তোর জেনেছি মা ভবদারা।
এতদিনে জেনেছি তারা
অমূল্য ধন নয়নধারা
তাই দিয়ে কিনিব মাগো নাম ব্রহ্ম দুঃখহরা।
পাছে তোরে থাকি ভুলে
তাই ভাসালি আঁখিজলে
দুঃখ দিয়ে করবি কৃপা এমনি যে তোর কৃপাধারা।

১ চৈত্র

শুনেছি মা ভবদারা তোর করুণায় বিশ্বভরা
ভবের জ্বালায় জ্বলে মরি শান্তি দাও মা আমায় তারা।
ছয় আগুনের বিষম জ্বালা
জ্বলি তায় মা সারাবেলা
এ জ্বালা নিভাবি কবে ঢেলে তোর মা করুণাধারা।
জীবন আমার শুষ্ক মরু
নাইক ছায়া নাইক তরু
তোর বাগিচায় ডাক্‌বি কবে পাব বাতাস শ্রান্তিহরা।
সে কানন মোর হৃদয় মাঝে
জেনেও মাগো জানি না যে
হেথা হোথা খুঁজে মরি বৃথাই আমি দিশেহারা।

২৯ পৌষ

রাঙা জবা ঐ চরণে দিতে চাই মা কালী বলে
সাথে নিয়ে মহাকালে ঠাঁই দে মা চরণতলে।
সাধ আছে মা মনে মনে
পূজ্‌বো তোরে রাতে দিনে।
সাজাব ভক্তি-চন্দনে ধুইয়ে চরণ নয়নজলে।
জানিনে মা পূজার্চনা
শিখি নাই তোর আরাধনা
তাই বুঝিগো শবাসনা লুকিয়ে থাকিস নানা ছলে।
করুণাময়ীর ঐ করুণা
পাই যদি মা একটু কণা
পূরবে মোর মন-বাসনা হেসে খেলে যাব চলে।

করুণামাখা নামটি তোর   করুণাময়ী তুই মা তারা
তোরই আশিস্ পড়্‌ছে ঝরে   যেমন ঝরে করুণাধারা।
নামের গুণে বিপদ কাটে
ভয় করিনে ভবের ঘাটে
নামের বলে হবে যে জয়   সার জেনেছি ভবদারা।
কর্‌বে কৃপা অভাজনে
এই ভরসা আছে মনে
অন্তকালে চরণ চিনে   রেণুর কর্ম হবে সারা।

২৯ কার্ত্তিক

(করুণাময়ী মাগো আমার)
তোর করুণা জগৎ জুড়ে দেখি আমি নয়ন ভরে
মাগি তারই একটি কণা মাগো আমি কাতর স্বরে।
সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
তোর করুণা বিলাতে তারা
চল্‌ছে ছুটে গগনতলে   লক্ষ লক্ষ বর্ষ ধরে।
দ্বিজ রেণু কৃপা লাগি
লক্ষ জনম আছে জাগি
আসে যায় মা বারে বারে   এই ভুবনের খেলাঘরে।
এবার তবে নিজ গুণে
স্থান দিও মা ঐ চরণে
শেষ করে তার আসা-যাওয়া   কেটে দিয়ে মায়া ডোরে।

করুণাময়ী মাগো তারা জগৎ জোড়া করুণা সে
গগন পবন নিখিল ভুবন সেই করুণায় নিত্য ভাসে।
সেই করুণা স্রোতের টানে   এলাম ভবের কর্মস্থানে
সাধন ভজন করি তোমার   চরণ দুটি পাবার আশে।
এ জীবনের সরস মাটি   আবাদ ক'রে পরিপাটি
কালী নামের বীজ্‌টি বুনে আনন্দে দিন কাট্‌বে চাষে।
পেয়ে তোর মা করুণাধারা   চাষের কাজ মোর হবে সারা
তখন আমার ঘরে বসে দ্বিগুণ ফসল আপনি আসে।

মায়ের আমার করুণা কত   শক্তি নাই সে বুঝার মত
বুঝে যে জন সহজে তার   মার চরণে মাথা নত।
যা কিছু তোর আছে মনে
সঁপে দে মার ঐ চরণে
কৃপা যদি মিলে তবে   কাজ গোছাবি কত শত।
শুক্তির বুকে মুক্তা ফলে
খনির কোলে হীরক জ্বলে
ফসল ফলে মাটির বুকে   তোর কৃপায় মা অবিরত।
তোর করুণায় বারিধারা
কাজল মেঘে ছড়ায় তারা
আমি হই মা বাক্যহারা   কৃপার কথা ভাবি যত।

বাদল ধারায় তোর করুণা অঝোর ধারে নিত্য ঝরে
সেই করুণা বইতে নিতি গিরি নদী সাগর ভরে।

শ্যামা তোরই শ্যামল রূপে
শস্য শ্যামল ধরার বুকে
তোরই স্নেহে শিশুর তরে স্তন্যসুধা গড়িয়ে পড়ে।

তুই যখন মা কৃপণ তারা
রক্তচক্ষু নিখিল ধরা
কেউ নেই মা তুমি ছাড়া এই ভুবনের ঘরে ঘরে।

কি দিয়ে মা তোরে পূজি
নয়ন জলই আমার পুঁজি
ধোয়াতে তোর রাতুল চরণ তাই দেব মা আমি ধরে।

১৮ বৈশাখ

কালভয়-হারিণী মা

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হইয়াছে, দেবী সকল কার্য-কারণের কর্ত্রী। তিনি সর্ব-শক্তিময়ী। তিনি দেবতা ও মনুষ্য জগৎকে ভয় হইতে মুক্ত করিতে সমর্থা। অশ্ব ও অসুরশক্তি বিনাশ করিয়া দেবতাদের রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি তাই খর্পরধারিণী। সেই শক্তিময়ী মাতা যেন আমাদের সকল ভয় হইতে ত্রাণ করেন—

"সর্ব স্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোস্তুতে।"

কালী কালকে গ্রাস করিতে সমর্থা। যিনি সাধকের কালভয় হরণ করেন, তিনি সুতারিণী, তাই তারা। ভব সংসারের ত্রিতাপ যন্ত্রণার হাত হইতে সাধককে মুক্ত করিয়া তিনি আপন ক্রোড়ে টানিয়া লন। সন্তানও মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হন। সাধক রামপ্রসাদও মাতৃক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার শেষ দিনের সঙ্গীত—

"মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।"

এই পদাবলী গ্রন্থে ঐ কালভয়-হারিণী মায়ের মহিমা কীর্তিত। মায়ের অপার কৃপায় 'কালের শমন' হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে সমর্থ এই সাহস দেখা যায়।

"কালী নামের কবচখানি
অঙ্গে আমার আছে জানি
যাত্রাকালে কালের শমন দূরে থেকে এড়িয়ে চলে।
কালভয় হারিণী তারা
মা যে আমার ভবদারা
ভবের খেলায় শেষের দিনে আমায় এসে নেবেন কোলে।"

তাই কালভয়-হারিণী তারা-মায়ের কালীনাম জপিতে জপিতে লেখক আনন্দে কাল কাটাইতে চাহেন—

"কালী বলে কাল কাটে মোর   বড় আনন্দে মাগো তারা
সেই আনন্দে মা কে চিনি   মা যে কালভয় হারা।"

সন্তানে তরায়ে মাগো নামটি তোর হয়েছে তারা।
তোর নামে যায় ভব-বন্ধন
হয় মা কালের ভয়-ভঞ্জন
তারক ব্রহ্ম নাম নিয়ে তাই ভক্ত সবে আত্মহারা।
মায়ের নাম যে শমন দমন
দিবানিশি তায় করি স্মরণ
এইত আমার ভজন পূজন সার জেনেছি পরাৎপরা।

কালভয়ে কি কালী ডাকি কালের ভয় আর আছে নাকি
মহাকাল যার চরণতলে সেই মাকে যে আমি ডাকি।
কালীর নাম স্মরণ ক'রে
যাত্রা করি নিশি ভোরে
ভয় ভাব্না গ্যাছে দূরে শাস্ত্র কথা নয় গো ফাঁকি।
শেষ হবে মোর আনাগোনা
ভবে জনম আর হবে না
মায়ের নামে কাট্‌বে বাঁধন সেই আশায় মা আমি থাকি।

৫ অগ্রহারণ

কালী বলে কাল ফুরাবে সেই আনন্দে নয়নধারা
বইবে আমার বুক ভাসায়ে রসনা মোর বল্‌বে তারা।
দৃষ্টিহারা নয়ন যদি
হেরে না রূপ নিরবধি
ধ্যান-নয়নে মূর্তি তব দেখে হব আত্মহারা।
আমার মনের সরসিজে
পূজ্‌বো মা তোর চরণ নিজে
মানস-উপচারে পূজা, করব আমি ভবদারা।
আর কিছুই চাইনে মাগো
নয়ন মনে নিত্য জাগো
শেষের দিনে চরণ ধ্যানে ভবের খেলা হোক মা সারা।

৬ আষাঢ়

পথের কথা যখন ভাবি ইসারাতে দেয় মা বলে
আবার যখন একলা চলি মা যে আমার সাথে চলে।
অভয়ার ঐ বরাভয়
ঘুচায় রেণুর সব সংশয়
মাভৈঃ বাণী শোনে মনে ভয় যদি পায় কোন ছলে।
কালী নামের কবচখানি
অঙ্গে আমার আছে জানি
কাল ঘেঁসে না আমার কাছে হেরি আমি কুতূহলে।
কালভয়-হারিণী কালী
বুঝি তোমার ঠাকুরালী
মহাপাপী প্রাণ পেয়ে যায় কণামাত্র কৃপা-বলে।

১৬ ভাদ্র

ভুবনভোলা রূপ নিয়ে তোর ঘুরে বেড়াস্ ভূমণ্ডলে
যে দেখেছে সেই মজেছে ঠাঁই চেয়েছে চরণতলে।
ভুলেছে সে জীবন-মরণ
সার করেছে রাঙা চরণ
সার্থক হ'ল নয়ন মন আপনাকে সে আপনি ভোলে।
দুর্গারূপে দশভুজা
খড়্গ হাতে দাও মা সাজা
কালীরূপে কাল সায়রে দাঁড়িয়ে আছ চরণ মেলে।
পেয়ে মা তোর চরণ-তরী
কাল ভয়েতে তুচ্ছ করি
এবার যেন শঙ্করী আস্‌তে হয় না ধরাতলে।

৩০ জ্যৈষ্ঠ

আনন্দময়ী মা

সাধককবি রামপ্রসাদ প্রেমময়ী আনন্দময়ী মায়ের কালোরূপের আড়ালে আলোময় রূপকে অবলোকন করিয়া মনের আনন্দে উল্লসিত হইয়া শ্যামা মায়ের মহিমা-কীর্তন করিয়াছেন। অন্তরে অনুভব করিয়াছেন আনন্দঘন প্রেরণা। তিনি মায়ের সৃষ্ট বিশ্ব-জগতের 'আনন্দকাননে' বিচরণ করিতে চাহিয়াছেন—

"মন আমার যেতে চায়গো আনন্দ কাননে
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে।"

শুধু বাহ্য-জগতের আনন্দে সাধক বিভোর নহেন, তাঁহার অন্তর-অম্বরে মায়ের কালো রূপের মেঘের উদয় হইয়াছে বলিয়া তিনি শিখীর মত আনন্দ-কৌতুকে নৃত্য করিতেছেন—তাঁহার মন নাচিয়া উঠিয়াছে—

"কালো মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুক বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধারা ধ'রে।
তাহে প্রেমানন্দ. মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা ক'রে॥"

দিকে দিকে যখন এইরূপ আনন্দের প্রবাহ চলিতেছে তখন আনন্দময়ী মায়ের পদাশ্রিত সাধক জন্ম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। সাধনের মধ্যেও সেই 'মনোরমা' শ্যামাকে সার করিয়াছেন সাধক—

"ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্ম সনাতনী ও মা।"

'কুল চূড়ামণি' গ্রন্থে দেবী তাই বলিয়াছেন—"অহং প্রকৃতিরূপা চিদানন্দ-পরায়ণা"।

মায়ের সেই আনন্দঘন মূর্তি দেখিয়া সানন্দে মন গাহিয়া উঠিয়াছে—

"নিত্যানন্দে চরণ দিয়ে ভূমানন্দে কাটছে বেশ
আকাশ পাতাল বেড়াও ঘুরে ছড়িয়ে মা তোর এলোকেশ।
সেই আনন্দের একটি কণা
দাও যদি মা শবাসনা
থাকবো আমি হর্ষভরে থাকবে না আর দুঃখ লেশ।"

নিখিল ধরার আনন্দ আজ মনে অনুভূত, তাই মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গাহিতেছে—

"আনন্দ মোর জাগে প্রাণে
সেই আনন্দ ভরে গানে
আনন্দে আজ নিখিল ধরা মনকে আমার পূর্ণ করে।"

অথবা

"আনন্দময়ী তুই মা শ্যামা আনন্দে তোর বিশ্ব হাসে
তবু কেন দিনে-রাতে নয়নজলে বক্ষ ভাসে।
আনন্দে ভরা চন্দ্র তপন
কিরণ বিলায় মা অনুখন
আনন্দে দেখি নিখিল ধরা নিত্য সাজে নূতন আশে।
ঐ আনন্দের অংশ নিতে
সুর জেগেছে মনের পাতে
আনন্দে রেণু তাই মা ছুটে ঠাঁই করিবে মায়ের পাশে।"

আনন্দময়ী   তুই মা শ্যামা   তবু কেন মন মানে না

অন্তরে তুই   বাসা বেঁধে   আড়ালেতে যাও কেন মা।

একলা ঘরে   নয়ন বুঁজে

নয়ন তোমায়   বেড়ায় খুঁজে

নয়ন মাঝে   তোমার আসন   মন কি তার খোঁজ রাখে না।

মনে ছিল দুর্গা স্মরি

ভাসাব মোর জীর্ণ তরী

কাণ্ডারী মোর   তুই তারিণী   তবু কেন ভয় ঘোচে না।

নয়ন-হারা পাই মা তোরে

তাই রেখেছি নয়ন ভ'রে

নয়ন-মনের   বাইরে যেতে   তোমায় রেণু আর দেবে না।

ফিরে চল মন   আপন ঘরে

সেথায় আছে   জোছ্‌নারাশি   হেথা আঁধার   ওঠে ভ'রে।

কেন হেথায়   সইবি হেলা

সেথা নূতন   পাত্‌বি খেলা

মায়ের আছে   কত লীলা   সাজিয়ে রাখেন   তোরই তরে।

সেথা সেই   আনন্দধামে

সবাই মত্ত   মায়ের নামে

শঙ্কা সঙ্কোচ   সকল নাশি   কর্‌বি যাত্রা   যতন ক'রে।

রেণুরে মন   সাথে নিবি

চেনা পথ তার   দেখ্‌তে পাবি

চিরকালের   আবাসে তোর   একবার গেলে ফির্‌বি নারে।

আনন্দময়ী মা যে আমার আনন্দে তাঁর ভুবন ভরা
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে ভ'রে আছে নিখিল ধরা।
হৃদয়-পদ্মে আছেন বসি
পূজ্‌তে পাই তাই দিবানিশি
মন রয়েছে সদা খুসী
নয়ন শুধু অশ্রুঝরা।
ধ্যানযোগে মায়ের যে রূপ
হেরি আমি সে অপরূপ
নয়ন মেলে দেখি চেয়ে
বিশ্বরূপা বিশ্বম্ভরা।
মায়ের দেখা মেলে যবে
আনন্দের বান ডাকে ভবে
সেই আনন্দে ভাসে রেণু
মুখে নাহি বাক্যসরা।

৪ ফাল্গুন

ভবের খেলা সাঙ্গ ক'রে নূতন খেলা পাত্‌বো ব'লে
ডাক দিয়েছে ভবতারিণী তারই রাঙা চরণ তলে।
আনন্দে আজ চল্‌বো ছুটে
ভাব্‌না চিন্তা গেছে টুটে
দেখ্‌বো মায়ের চরণ শোভা কাঙাল আমার নয়ন মেলে।
ঠাঁই যদি হয় মায়ের কোলে
রেণুর দিন হেসে খেলে
আপনি যাবে সুখে চলে আনন্দে মন তাই যে দোলে।

৭ মাঘ

আনন্দময়ী তুই মা শ্যামা আনন্দে তোর বিশ্ব হাসে
তবু কেন এ অভাগার নয়ন-জলে বক্ষ ভাসে।
আনন্দেতে চন্দ্র তপন
আলো করে বিশ্ব-ভুবন
সেই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে রূপে রসে স্পর্শে বাসে।
সে আনন্দ শব্দ মাঝে
বেণুর কণ্ঠে তাই ত বাজে
গানে গানে ফুটায় তারে চরণতলে দেবার আশে।

১০ আশ্বিন

আনন্দময়ী তোর আনন্দে দেখি আমার ভুবন ভরা
সেই আনন্দে তোরে ডাকি ও মা কালী ও মা তারা।
নিত্যানন্দ চরণতলে
ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢোলে
ভূমানন্দে মগ্ন হ'য়ে হয় যে শিব পাগল পারা।
মনে আশা দিবানিশি
ঐ আনন্দে যাই মা ভাসি
পৌঁছাতে তোর চরণতলে চিরানন্দে নিত্য ঘেরা।

শিবের বুকে চরণ দিয়ে ভূমানন্দে কাটছে বেশ
উন্মাদিনী দাঁড়িয়ে আছ ছড়িয়ে দিয়ে এলোকেশ।
সেই আনন্দের একটি কণা
দাও যদি মা শবাসনা
থাকবো আমি হর্ষ ভ'রে থাকবে না আর দুঃখ-লেশ।
আনন্দময়ী মা যে আমার
নিরানন্দের কি ধারি ধার
আনন্দময় স্বরূপ আমার ভুলে গিয়ে পাই যে ক্লেশ।

আনন্দময়ী মাগো তারা
তোর আনন্দে গগন পবন নিখিল ভুবন দেখি ভরা।
আনন্দে তোর পশু পাখী
ভোরের আলোয় আনে ডাকি
আনন্দেতে তোর ছেলেরা হেসে খেলে দেয় মা সাড়া।
তোর আনন্দে কুসুম ফোটে
গন্ধ বহি বাতাস ছুটে
তোর আনন্দে চল্‌ছে ধেয়ে বিরামবিহীন প্রাণের ধারা।
সেই ধারাটি আমার মাঝে
বইছে যে তা জানি না যে
জান্‌ব যবে ভূমানন্দে হব আমি বাক্যহারা।

শুভ আষাঢ়

(মোর) মূলাধারে বীণার স্বরে বাজে কত রাগ-রাগিণী
মণিপুরে মল্লারে যে বহে সুর- তরঙ্গিণী।
তারই মাঝে হৃদি-পদ্মে
চরণ মেলে আছেন জেগে
ভৈরবী মা গানের সুরে স্বরে আমি নিলাম চিনি।
ষট্‌চক্র আসে বেড়ে
সুর লহরী পাছে ধ'রে
আনন্দেতে ভেসে আসে সাথে মায়ের চরণধ্বনি।

একলা কেন মরি ঘুরে চল্‌রে মন আপন ঘরে
মা ডেকেছে ইসারাতে যেতে চাই মা এবার ফিরে।
আনন্দের হাট বসেছে
তাই ত আমার ডাক পড়েছে
কর্‌বো সেথায় বেচাকেনা রইবো না আর পরের দোরে।
আনন্দ মোর জাগে প্রাণে
সেই আনন্দ ভরে গানে
আনন্দে আজ নিখিল ধরা মনকে আমার পূর্ণ করে।
আমায় নিতে সঙ্গে করে
মা দাঁড়িয়ে আছেন দূরে
ভবের খেলা সাঙ্গ করে পড়ে রব চরণ ধরে।

স্বপনচারিণী মা

মায়ের সঙ্গে সন্তানের নিত্য মান-অভিমান আবদার চলে। সাধক সন্তান সদা-সর্বদা মায়ের ক্রোড়াশ্রিত হইতে চাহেন, লীলাময়ী মায়ের লীলার মধ্যেই মাকে পাইতে চাহেন। কিন্তু মাতাও ছলনাময়ী—তিনি সন্তানের সঙ্গে ছলনাও কম করেন না। মায়াময় সংসারের বেড়াজালে আচ্ছন্ন হইয়া সন্তানেরা মাকে সব সময় খুঁজিয়া পান না। তাই চলে মায়ের সঙ্গে সন্তানের 'লুকোচুরি' খেলা। প্রকৃতির রাজ্যে যখন অন্ধকার ও সবাই ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন, তখন সাধক তাঁহার মাকে লইয়া স্বপ্নরাজ্যে এই খেলা করিতে চাহেন। স্বপ্নের মধ্যেও কিন্তু সাধকচিত্ত সুপ্ত নহে। তাই স্বপনের মধ্যেই সাধক মায়ের পূজার আয়োজনে তৃপ্তি লাভ করেন—

"স্বপন ঘোরে রাঙা জবা মাগো আমি নিত্য তুলি
সাজাতে তোর চরণ দুটি জয় কালী জয় কালী বলি।
স্বপনে মা পুষ্পাঞ্জলি
মার চরণে দিই মা তুলি
এ স্বপন যেন আর না ভাঙ্গে দেখিস্ গো মা মুণ্ডমালী।"

শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সদা-সর্বদা মায়ের সান্নিধ্য লাভে সাধকচিত্ত বিভোর থাকিতে চায়। স্বপনের মাঝেও সেই অমৃতময়ী মাকে পাইয়া তৃপ্তি লাভ, পরম সন্তোষ লাভ করা যায় বলিয়া স্বপন টুটিতে দিতে ইচ্ছা হয় না। সংসারী মানুষের মতই স্বপ্নভঙ্গে সব সাধ ঘুচিয়া যায় বলিয়া মায়ের কছে অভিযোগ—

স্বপনে দেখা দিয়ে কেন মাগো লুকোও ছলে
চেতনে মা হাহাকারে নয়ন মোর আর নাহি চলে।
স্বপনেতে ফুল তোলা
রাঙা জবায় গাঁথি মালা

তোর কণ্ঠে	হয়নি দোলা	তাই তো ভাসি	আঁখিজলে।
	হৃদয়-পাটে	আসন পেতে	
	জেগে রই মা	নিশীথ রাতে	
আস্‌বি মাগো	সেই নিভৃতে	অর্ঘ্য নিতে	চরণতলে।

আবার কখনও স্বপ্নের মধ্যে মায়ের স্নেহ সুকোমল করস্পর্শে আদর পাইয়া মন উল্লসিত হয়—

"নিশীথরাতে অন্ধকারে যখন থাকি ঘুমের ঘোরে
মা যে আপন কোমল করে আমায় কত আদর করে।"

স্বপনে যার গতিবিধি ডেকো না মন তায় সদরে
গোপনে পূজি চরণ দুটি সাজাই মনের মতন ক'রে।
আমি রব আর মন রবে
আর ত কেউ না দেখিবে
হৃদয় আসন পেতে হবে বসাতে মায় আদরে ধরে।
দশেন্দ্রিয় মৌন করে
ষড়রিপু খেদাও দূরে
মার অধিষ্ঠান মণিপুরে কুমতি না যাবে ডরে।
এতদিন যা করেছি আর
যা ভেবেছি বারংবার
সে সবই আজ তুলে দেব মার চরণে শ্রদ্ধাভরে।

মা আসে মোর রাত গভীরে হয় যে দেখা স্বপন ঘোরে
মনের কথা হয় না বলা দেখি চরণ নয়ন ভ'রে।
পূজার ফুল থাকে গাছে
পাইনে তোরে আমি কাছে
ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুই কেন মা এমন করে থাকিস্ দূরে।
মন্ত্র তখন পড়ে না মনে
ধারা বয় মা দু নয়নে
আমি শুধু কেঁদে কেঁদে ডাকি তোরে আকুল স্বরে।
এ খেলা মা ভাঙ্গবে কবে
জাগরণে দেখা হবে
রেণু তখন ঐ চরণে সঁপে দেবে আপনারে।

২৬ অগ্রহায়ণ

দিন কাটে মা দিন-তারিণী মধুর তোমার নামটি স্মরে
রাতের বেলায় স্বপন মাঝে পূজি চরণ যতন ক'রে।
স্বপ্নে করি পুষ্প চয়ন
মাখিয়ে তাতে রক্ত-চন্দন
সাজাতে মার রাঙা চরণ বসে রেণু বিজন ঘরে।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আর
অন্য যতেক উপচার
সে সব দিয়ে হবে পূজা আনন্দে মন নৃত্য ক'রে।

১৪ অগ্রহায়ণ

মাকে আমার মিছে ডাকি মোর সাধনার বিজন ঘরে।
রাঙা চরণ বাঁধা যে তার হরের শূন্য বক্ষ 'পরে।
নিশীথ রাতে স্বপন ঘোরে
হাত যেন মা বুলায় শিরে
আনন্দে মোর হৃদয় দোলে আপন হ'তে নয়ন ঝরে।
জাগরণে হৃদয় মাঝে
যদি মায়ের চরণ রাজে
স্বপ্ন তবে সত্য হবে মা যদি রে কৃপা করে।

মনে মনে পূজে শ্যামা মন জানে মোর মা-টি কেমন
জানে না সে মন্ত্র-তন্ত্র চেনে মায়ের রাঙা চরণ।
আসন করি দ্বাদশদলে
পূজে জয়- কালী বলে
সাঙ্গ হ'ল ভবের খেলা শেষ হল মা জীবন-মরণ।
লক্ষ বার স্বপন ঘোরে
মারে পায় চরণ ধরে
অর্ধ রাতে ঘুমের ঘোরে সুযোগ দেয় মা করতে বরণ।
ভয় ভেঙেছে একলা পথে
মা দাঁড়িয়ে বিজয় রথে
বলবে কথা রেণুর সাথে হর্ষে তখন মুদবো নয়ন।

১৭ চৈত্র

মুক্তি নিয়ে করবি কি মন শক্তি মায়ের ধরবি চরণ
দিন যাবে তোর হেসে খেলে কালভয় না রবে তখন।
দাঁড়িয়ে আছে মুক্তকেশী
উজল ক'রে দশ দিশি
দেখতে তার মুখের হাসি
মনের মাঝে করবে বরণ।

দেখা দেন তিনি ঘুমের ঘোরে
বলতে নারি লাজে ডরে
আবার কখন নেন গো দূরে
করে আমার মনোহরণ।

কখন আমি স্বপন ঘোরে
অর্ঘ্য সাজাই থরে থরে
ভক্তি-পুষ্প চয়ন ক'রে
শেষ করি মোর মানস পূজন।

১৪ চৈত্র

স্বপনে দেখা দিয়ে কেন মা গো লুকোও ছলে
চেতনে মা হাহাকারে নয়ন মোর আর নাহি চলে।
স্বপনেতে ফুল তোলা
রাঙা জবায় গাঁথি মালা
তোর কণ্ঠে হয়নি দোলা তাই তো ভাসি আঁখিজলে।
হৃদয়-পাটে আসন পেতে
জেগে রই মা নিশীথ রাতে
আস্‌বি মাগো সেই নিভৃতে অর্ঘ্য নিতে চরণতলে।

২১ শ্রাবণ

স্বপনে তোর লুকোচুরি দেখ্‌বো কত শঙ্করী
জাগরণে পালাস্‌ ছুটে কেমনে তোর চরণ ধরি।
বুঝিনে তোর কেমন খেলা
আমার ত মা গেল বেলা
রাঙা দুটি চরণ ভেলা
দিস্‌ যদি মা ভবে তরি।
স্বপন মাঝে দেখা যে পাই
এ ভাগ্যেরও তুলনা নাই
তোরই কৃপায় হেন ভাগ্য
তা যেন মা স্মরণ করি।
স্বপ্নে যদি মিলে তোমায়
স্বপন যেন ভেঙ্গে না যায়
কি হবে মোর জাগরণে
তুমি থাক্‌লে দূরে সরি।

২৩ আশ্বিন

মন্ত্র আমার নেই মা জানা গান গাই জয় কালী বলে
মনে ভাল সাজাই চরণ রাঙা জবা বিল্বদলে।
সারাদিন মা ছুটোছুটি
কাজ নিয়ে মা হুটোপুটি
নিশীথ রাতে চরণধ্বনি শুনি তোমার কৃপা বলে।
শুনি যেন ঘুমের ঘোরে
আদর করে ডাক্‌ছ মোরে
উঠে বসি শয়ন 'পরে পাইনে দেখা নয়ন মেলে।
নাই বা পেলাম ক্ষতি কি তায়
নিত্য পূজা করব তোমায়
রেণুর মনে আছে জানা দেখা দেবে সময় হ'লে।

১৯ আশ্বিন

স্বপন ঘোরে রাঙা জবা মাগো আমি নিত্য তুলি
সাজাতে তোর চরণ দুটি জয় কালী জয় কালী বলি।
পুষ্পাঞ্জলি তোর চরণে
দিই মা আমি সে স্বপনে
সে স্বপন মোর আর না ভাঙ্গে দেখিস যেন মুণ্ডমালী।
স্বপনে কি মূর্তি হেরি
মুখেতে তা বল্‌তে নারি
তোর চরণের দরশ পেয়ে মূক হয়ে যায় বাক্যাবলী।
স্বপন ঘোরে দিনতারিণী
শুনি মা তোর অভয় বাণী
তাতেই রেণু ভাগ্য গণি হেসে খেলে যাবে চলি।

নিশীথ রাতে অন্ধকারে যখন থাকি ঘুমের ঘোরে
মা যে আপন কোমল করে আমায় কত আদর করে।
আমার কাছে একলা তখন
দেয় মা যেচে রাঙা চরণ
মন যে আমার উঠে নেচে বাঁধি তারে ভক্তি ডোরে।
মায়ের লীলা স্বপন মাঝে
দেখা দেয় মা কতই সাজে
জাগরণে যায় হারিয়ে মন কাঁদে মোর বিষাদ ভরে।
স্বপন যদি মিথ্যা তবে হরিষে বিষাদ কেন হবে
মা যে সত্য সত্য স্বপন রামরেণু গায় উচ্চস্বরে।

অন্তরবাসিনী মা

আমরা জগজ্জননী শ্যামা মায়ের মূর্তি চর্মচক্ষে সন্দর্শন করি এবং ভক্তিভরে প্রণাম করি। পার্থিব জননীকে যেমন সাক্ষাৎরূপে লাভ করি, তেমনি জননী শ্যামাকেও সাক্ষাৎ করি। কিন্তু তাহা বাহিরে লাভ করা। সাধকেরা বিশ্ব-জননীকে শুধু বাহিরেই প্রত্যক্ষ করেন, তাহা নহে। অন্তরেও মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আরাধনা করেন। রামপ্রসাদ প্রমুখ সাধকেরা ষট্‌চক্র সাধনার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যরূপিণী মায়ের আরাধনা করিয়া অন্তরে ও বাহিরে সদাসর্বদা প্রত্যক্ষ করেন। সাধন প্রক্রিয়ায় মাকে হৃদয় শতদলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার রাঙা পায়ে ভক্তিজবা অর্পণ করতঃ পরম আনন্দ লাভ করেন। যিনি ছিলেন নয়ন-গোচরে পরিদৃশ্যমান, তিনিই অন্তরে বিরাজিতা জাজ্বল্যমান। তখন অন্তর বাহিরের ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, মাতৃকাদেবী সর্বব্যাপিনী হইয়াও সাধক অন্তরে একান্তভাবে নিবাস করেন। তাই তখন চক্ষু মুদিয়াও হৃদয়ে অনুভব ও অবলোকন করা সম্ভব হয়। কারণ তিনি তো মনোময়ী—

"নয়নে নয়নে পেয়েছি তোমারে রেখেছি তাই নয়ন ভরে
হৃদয় মাঝে তোমার আসন সেথায় পূজি চরণ ধরে।
দিনতিথি আর আমি না ভাবি
দিবানিশি মাকে সেবি
হৃদয়দলে ফুট্‌লো কমল অর্ঘ্য দিই মা তাই যে করে।
বিশ্ব যখন ঘুমের ঘোরে
আমি ডাকি মা মা স্বরে
নাদ উঠেছে গম্ভীরে ষট্‌চক্রের ভেদটি ধরে।"

অন্তরে মাকে পাইলে তখন বাহিরে পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। সাধক রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছিলেন—

"কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।"

দ্বিজ রেণুরও সেই প্রার্থনা মায়ের দরবারে—

"দ্বিজ রেণুর এই মিনতি শোন্ গো মা শিবসতী
তুই রবি মা অন্তরে মোর যখন যেথায় হয় মা গতি।
হৃদে মা তোর চরণ ধরি
বাইরে যাব যাত্রা করি
তুই তখন মা হাতটি ধরি এগিয়ে দিবি পথের প্রতি।

জগৎ জননী মাকে আমার বল দেখি মন কেমনে পাব
দিবানিশি কেঁদে কেঁদে মা মা বলে ডেকে যাব।
বিমাতার শরণ ল'য়ে
না হয় কাশীবাসী হ'য়ে
জয় ভোলানাথ শম্ভু বলে বিশ্বনাথে পূজা দিব।
তুষ্ট যদি হয় আশুতোষ
শিবাণীরও হ'বে সন্তোষ
শাস্ত্রবলে শিব-শক্তির নিত্যইরে মন অবিনাভাব।
অন্তরেতে আছেন যিনি
তাঁরে পাবার সন্ধান তিনি
যথাকালে দেবেন জানি চঞ্চলেতে কিবা লাভ।

৩ মাঘ

তারা দেখে গগনতলে নয়ন-তারা ভাসে জলে।
আমার তারা হৃদয় মাঝে লুকিয়ে আছে কুতূহলে।
তারা দেখে তারা স্মরি
বাসনা হয় চরণ ধরি
অঞ্জলি দেয় রামরেণু যে রক্তজবা বিল্বদলে।
তারা নামে নিয়ে তরী
ভবসাগর যাব তরি
সে ভরসা আছে আমার তারা মায়ের কৃপাবলে।

১০ আষাঢ়

মাগো আমি কারে ডাকি আমার কথা কেই বা শোনে
জানাবো আর কার কাছে মা শুধু আমার মনই জানে।
ঘুম ভেঙে মা ভোরে উঠি
কার চরণে পড়্‌বো লুটি
দিনের কর্ম হয় মা সুরু চেয়ে থাকি পথের পানে।
অন্তরে মোর তুই মা শ্যামা
হৃদি-পদ্ম- মনোরমা
আছে মনে এই ভরসা সাড়া দিবি আমার গানে।

২৩ শ্রাবণ

কোন্ করুণায় কর্‌লি মাগো বিশ্বজোড়া এই রচনা।
ধরার ধূলি শয্যা 'পরে
আমি ছিলাম ঘুমঘোরে
মনের আঁখি গেল খুলি নূতন করে পাই চেতনা।
গ্রহ-তারা রবি-শশী
উদয়-অস্ত দিবা-নিশি
তার মাঝে মা তোরই হাসি বিলায় আলোর এই ঝরণা।
সেই আলোতে চোদ্দ ভুবন
উজল হ'ল গগন পবন
রেণুর হৃদি আঁধার মগন করো না মা আর ছলনা।
মহামায়া সরিয়ে মায়া
দিবি আমায় মা পদছায়া
বিশ্বভরা তোর করুণা পাই যেন তার একটি কণা।

মা তোমার করুণা কত দেখি বিশ্ব- ভুবন ভরে
যখন আমি ঘুমিয়ে থাকি তুমিই জাগো মোর শিয়রে।
জেগে উঠে কর্ম ব্যস্ত
তাতেও তব শক্তি ন্যস্ত
স্বপন মাঝে তোমার বাণী বাজে কানে মধুর স্বরে।
তুমি আছ সকল কাজে
বল্‌তে নাহি পারি লাজে
নর্ম-সাথী পাই তোমারে সুখবিলাস শয্যা 'পরে।
তুমিই কন্যা তুমি পুত্র
এ সংসারে যোগসূত্র
আমি ও তুমি যদি দেখি চরম তত্ত্ব বিচার করে।

আমি কেন কাশীবাসী হব
অন্তরে মোর ব্রহ্মময়ী তাঁর চরণে শরণ লব।
বরুণা অসি গঙ্গাধারা
ত্রিনাড়ী মোর সরিদ্বরা
দ্বাদশদলে আছে শুয়ে বিশ্বেশ্বরে দেখ্‌তে পাব।
মূলাধারে সহস্রারে
সহস্রক্রোশ বিস্তারে
সেথায় মায়ের ধ্যানটি ধরে এবার আমি মুক্তি পাব।
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর
আজ্ঞাচক্রে বাঁধেন ঘর
গুপ্তপথে নিত্যমেলা দর্শন লাগি চলে যাব।

১২ শ্রাবণ

আমি) নয়ন মেলে গগনতলে দেখি তারা উজল ধারা
তারা দেখে মাগো তারা ধন্য হল নয়ন-তারা।
পদনখের কিরণ এসে
লক্ষ তারায় আছে মিশে
তাই দেখে মন আপনি হাসে নয়নে বয় অশ্রুধারা।
(আমার) নয়নেতারা গগনে তারা
হৃদে তারা উজল ধারা
দিবানিশি জপি তারা মন জাগে মোর কুতূহলে।
চেয়ে দেখি মা ভূমণ্ডলে
তারা আমার জলেস্থলে
সবই যে মা তারারই রূপ তবু তারা কি নিরাকারা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ

দ্বিজ রেণুর এই মিনতি শোন্‌গো মা শিব-সতী
তুই রবি মা অন্তরে মোর যখন যেথায় হয় মা মতি।
হৃদে মা তোর চরণ ধরি
বাইরে আমি যাত্রা করি
এই কামনা তোর চরণে লক্ষ্য রাখিস্‌ আমার প্রতি।
যাদের কঠোর সাধন বলে
ধরা দিস্‌ মা পূজার স্থলে
তাদের কথা যাস্‌ মা ভুলে রামরেণুর কি হবে গতি।
অন্ধকারে বুকের মাঝে
তোর মূরতি হেরি না যে
মোর বুকে তুই আছিস্‌ বসে দরশনের নাই শকতি।

২০ শ্রাবণ

করুণা তোর জানিনে শ্যামা তুই আছিস্ মোর অন্তরে
যখন আমি চাই মা তোরে দেখি মাগো নয়ন ভরে।
নদ-নদী গিরি-শিরে
ভূধর-সাগর গৃহ-নীড়ে
পশুপাখী বৃক্ষলতায় শিশুর মেলায় আছ ধরে।
নয়ন মেলে চেয়ে থাকি
দিবানিশি জুড়ায় আঁখি
শস্যশ্যামল শ্যামা রূপে ডাক দিয়েছ স্নেহের স্বরে।
হর্ষে রেণুর নয়ন গলে
ঐ রূপে মন আছে ভুলে
অঞ্জলি দেয় চরণতলে মুক্ত শিশু ভবের ঘরে।

১৬ অগ্রহায়ণ

তোরে ডাকি তারা তারা মাগো কত ভালবেসে
তাই হাসি তুই দিলি দেখা উদয় হ'য়ে হৃদাকাশে।
তোর কিরণে করছে প্লাবন
অবিরত বিশ্বভুবন
উজল করে দে মোর হৃদয় জ্যোতির্ময়ী তোর পরশে।
তোর আলোকে মাগো এবার
নেহারি এই জগৎ মাঝার
দেখাবে রেণু বিশ্বজনে আনন্দেতে ঘরে বসে।

২২ অগ্রহায়ণ

দীন-তারিণী তারা
ঐ চরণে দিনগুলি মোর আপনি এসে হয় মা হারা।
হৃদাকাশে উদয় তারা
তাই গগনে দেখিনে তারা
অন্তরে মোর উজল ধারা
দিনে আমি দেখি তারা।
তারা ধ্যানে তারা জ্ঞানে
তারা স্বপন জাগরণে
ঐ কিরণ অঙ্গে মেখে
দশদিশি মোর তারা ভরা।
তারা চরণ বক্ষে ধরি
হৃদ্-মন্দিরে স্থাপন করি
নয়ন মুদে মূর্তি হেরি
নয়নে বয় অশ্রুধারা।
দ্বিজ রেণুর মনে আশ
ছেড়েছি তাই পরবাস
তারা নামে অভিলাষ
ভিতর-বাহির আছে ধরা।

৮ শ্রাবণ

যখন আমি গাইতেছিলাম একলা আমার ঘরে বসি
গানে আমার সুর দিল যে আপনি শ্যামা এলোকেশী।
মায়ের বিশ্ব- বীণার তারে
যে সুর সদাই ঝঙ্কারে
সেই সুরে মোর চিত্ত-বীণায়
সুর বাঁধে কোন্ সুরবিলাসী।
শ্যামা মা যে আর কেহ নয়
মনে আমার সদাই রয়
বিশ্ব গানে আমার প্রাণে
তাঁরই কৃপায় মেশামেশি।

(আমি) মনে মনে ডাকি তোরে শুন্‌লি মা তুই কেমন ক'রে
শ্মশান-মশান বেড়াস্ ঘুরে কভু কাছে কভু দূরে।
লুকিয়ে তোরে ঘরে বসি
ডাকি মাগো উমাশশী
জানি মনে মায়ের স্নেহ নিত্য ঝরে আমার প'রে।
সত্যি ক'রে বল্ মা শ্যামা
ও মা হর- মনোরমা
হৃদয়-পদ্মে আসন পাতা সদাই আছে তোর তরে।
চিনেছি তোর রাঙা চরণ
বিশ্বজনের সাধন ধন
কর্‌লো রেণুর হৃদয় হরণ রূপ দেখে তার নয়ন ভরে।

লক্ষ জনম সাধন ক'রে পেলাম চরণ বক্ষে ধ'রে
সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে আমি দেখি নয়ন ভ'রে।
কাঙাল আমার কালো আঁখি
কালোর সাথে বাঁধ্‌লো রাখী
কালোয় কালো যায়রে মিশে আনন্দে তাই নয়ন ঝ'রে।
(আমি) নয়ন মুদে দেখি কালো
অন্তরে মোর বিলায় আলো
বিশ্বভুবন কালোয় কালো মনের আঁধার নিল হ'রে।
নয়ন মেলে দেখি চেয়ে
দাঁড়িয়ে যে এক কালো মেয়ে
নাচে তাথৈ তাথৈ থিয়ে আলোর মালা গলায় প'রে।

মার করুণার ফল্গুধারা অন্তরে মোর বইছে ধারা
হৃদয়-জমিন করছে সরস হয়নি সে তাই মরুর পারা।
কালী নামের বীজটি বুনে
ভক্তি-বারি দাও সেচনে
পাকা ফসল আনবে ঘরে সাক্ষী আছেন ভবদারা
খেতে পাবে না ছয় ছাগলে
জ্ঞানের বেড়া দাও তা'হলে
চুরি যাতে না হয় তাই দশজনারে দাও পাহারা।
মা তুই রেণুর শোনগো কথা
কিসের লাগি ব্যাকুলতা
অভাজনেও পায় করুণা তাই ভেবে হই ভাবনাহারা।

কোথায় আলো কোথায় আলো আকাশভরা কালোয় কালো
কালো নয়রে কালোর আলো তাই আমারে পথ দেখালো।
আঁধারে আমার হৃদয় ভরে
কালোর আলো নিত্য ঝরে
সেই আলোতে দেখি কালী দাঁড়িয়ে ভুবন করে আলো।
কালোরে তাই করিনে ভয়
কালোর মাঝে কালীরই জয়
কালে আমার করবে কি কালী আমায় বাসে ভালো।

নয়ন তোমারে পায়নি খুঁজে ঠাঁই নিয়েছ নয়ন-মাঝে
কাজের মাঝে চাইনি তোমারে তাই কি এলে মোর অকাজে।
বক্ষে বাজে তোমার বীণা
সে সুর আমার খুবই চিনা
ছন্দে তারই গান জাগে যে মোর জীবনের সকাল-সাঁঝে।
বৃথাই তোমায় খুঁজি দূরে
তীর্থে পীঠে আর মন্দিরে
যাই যে ভুলে হৃদয়মাঝে মূর্তি তোমার নিত্য রাজে।
তোমার চরণ নূপুরধ্বনি
উঠে মাগো রণরণি
কান পেতে তাই রেণু শোনে আনন্দ তার ধরে না যে।

শূন্য আমার হৃদয়মাঝে বস্‌বি এসে চরণ মেলে
সেই আশাতে পাদ্য সাজাই মাগো আমার নয়নজলে।
দ্বাদশদলে আসন পাতি
কাটে কত মা দীর্ঘরাতি
ষট্‌চক্র ভেদ করে মা
ফুল দেব তোর চরণতলে।
পরম শিবের মিলন লগ্ন
হয় না যেন এবার বিঘ্ন
উদাসী মন আছে বসে
দেখ্‌বে সুফল কি না ফলে।
রেণুর সেই শুভদিনে
পাই যেন তোর চরণ চিনে
আড়ালে তার চল্‌ছে সাধন
লুকিয়ে তোরই ছয়টা খলে।

যেথা সবাই পথটি হারায় সেথায় আমি পথ পেয়েছি
একলা বসে আঁধার ঘরে মার চরণ সাজায়েছি।
নাই বা থাকে জবার মালা
নাই বা পেলাম ভোগের থালা
রাঙা পায়ে হৃদয় আলা তাই নিয়ে আজ সব ভুলেছি।
ঘটে পটে মূর্তিতে
কাজ কি মন্ত্র ছন্দেতে
অন্তরে মোর উদয় দেখে ভুবনভরা রূপ চিনেছি।
নেইরে অমা পৌর্ণমাসী
নিত্য উদয় উমাশশী
তারই আলোয় উজল ধরা লুকিয়ে আমি তাই দেখেছি।

২৩ বৈশাখ ১৩৮৪

অভেদরূপিনী মা

মা আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ী—তিনি নিরাকারা, শুধু সাধকের মনে আনন্দ দিবার জন্যই সাকারা হইয়া কখন ইচ্ছাময়ী, কখন করুণাময়ী, কখন সন্তানের কালভয়হারিণী, কখন ভক্ত-সাধকের চিত্তপটে অন্তরবাসিনী হইয়া বিরাজ করেন। আসলে পরমব্রহ্ম ও প্রকৃতিরূপিণী মহাকালী সাকারে ভিন্ন হইয়াও কোন ভেদ নাই—পরস্পর অভেদরূপে কল্পিত। যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী -- যিনি কালী, তিনিই ব্রহ্ম। একালের পরম সাধক রামকৃষ্ণদেবও সেই কথাই বলিয়াছেন—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী। যখন সাধকের অন্তরে বিরাজ করেন—তখন সাধকের ভেদ-বিভেদ জ্ঞান থাকে না। সবই মায়ের মূর্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়। শাক্ত বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা তখন তাঁহার কাছে পৃথক্‌ভাবে দেখা দেন না—তখন কৃষ্ণ, কালী এক বলিয়া তাঁহার মনে হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রভৃতি যে কোন জাতি—যে কোন ধর্মাবলম্বী—যে নামেই ভগবানকে ডাকুক না কেন সবই তাঁহার কাছে তখন জগন্মাতার বিভিন্নরূপ। তখন তাঁহার হৃদি-বৃন্দাবনে যেই বাঁশী বাজাক না কেন, তাঁহার মনে হয়, তাঁহার জগন্মাতা আজ অসি ছাড়িয়া বাঁশী ধরিয়াছেন। মায়ের এই লীলা অতি গূঢ়—

"কে আবার বাজায় বাঁশী আমায় হৃদি-বৃন্দাবনে

... ...

তন্ময় মোর আঁখির পরে
কালী-কৃষ্ণের মূর্তি ধরে
অসি ছেড়ে বাজায় বাঁশী কেই বা জানে কি কারণে।"

কখন সাধকের মনে হয় শ্যামা মাকে শ্যাম সাজায়ে দেখি আর—আলতা মাখা রাঙা পায়ে সোনার নূপুর দিতে ইচ্ছা করে—সেই শ্যামা-শ্যামের অভেদ দেখিয়া রেণু চরণতলে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিবে—

"শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি আয়
সোনার নূপুর পরিয়ে দেব আল্‌তামাখা রাঙা পায়।

... ...

মুণ্ডমালা খুলে ফেলে
বনমালা ঝুল্‌বে গলে
সাধ্‌বে রাই চরণতলে আয় কালাচাঁদ ঘরে আয়॥"

"মধুর হাসি মুখটি দেখে
আস্‌বে ঘুম রেণুর চোখে
শ্যামা-শ্যামের অভেদ রেখে ঘুম যেন আর ভাঙ্গে না তায়।"

যে নামেই তাঁহাকে ডাকা হউক না কেন তাহাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ; শ্যামা, শ্যাম বা শিব বা রাম সব নামেই মায়ের সাড়া পাওয়া যায়, অন্তে মোক্ষধাম পৌঁছান সম্ভব।

"মন-পাখী তুই দিস্‌নে ফাঁকি জপরে মধুর মায়ের নাম
এমন জনম আর পাবিনে পূরবেরে তোর মনস্কাম।
অনুরাগ দাঁড়ে বসি
বল্‌বি বোল দিবানিশি
ডাকরে মন উমাশশী হৃদে রাখি অবিরাম।
যেদিন শমন শিয়রে এসে
ধরবে তোমার শুভ্র কেশে
সহায় তোমার আর কেহ নয় শ্যামা-শ্যাম কি শিব-রাম।'

যে নাম ধরিয়াই ডাক না মন সব নামই যে মায়ের আপন নাম—

"যে নামে খুসী ডাকরে বসি অন্তে পাবি মোক্ষধাম।"

কে আবার বাজায় বাঁশী আমার হৃদি-বৃন্দাবনে
বাঁশীর সুরের ছোঁয়া লেগে গান জাগে মোর মনে মনে।
শুধু সুরের আনাগোনা
আনকাজে আর মন বসে না
সুরের নেশায় বিভোর রেণু কান পেতে সে বাঁশী শোনে।
তন্ময় মোর আঁখির 'পরে
কালী কৃষ্ণের মূর্তি ধ'রে
অসি ছেড়ে বাজায় বাঁশী কেই বা জানে কি কারণে।
মায়ের লীলা গূঢ় অতি
কভু কৃষ্ণ কভু সতী
যেমন খুসী কর্‌ছে লীলা স্বতন্ত্র সে ত্রিভুবনে।

১১ কার্তিক

শ্যামা তোরে শ্যাম সাজায়ে দেখি আয়
সোনার নূপুর পরিয়ে দেব আল্‌তা মাখা রাঙা পায়।
এলোকেশে শিখীচূড়া
দিগম্বরীর পীত ধড়া
গোপীর মন চুরি করা
দেখি তোরে কেমন মানায়।
মুণ্ডমালা খুলে ফেলে
বনমালা দেব গলে
সাধ্‌বে রাই চরণতলে
আয় কালাচাঁদ ঘরে আয়।
চেয়ে নিয়ে হাতের অসি
ধরিয়ে দেব বাঁশের বাঁশী
বাঁশীর সুরে ব্রজ গোপী
আড় নয়নে ফিরে চায়।
কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী
ভিন্ন আর কারে বলি
শ্যামা-শ্যামের এই অভেদে
চরণতলে রেণু লুটায়।

১৮ কার্তিক ১৩৮০ কালীপূজার রাত্রি

কি রূপ হেরিনু মাগো কাঙাল দুটি নয়ন ভ'রে
জীবন আমার ধন্য হ'ল আনন্দে তাই অশ্রু ঝরে।
কে বলে তোর হাতে অসি
আমি হেরি মোহন বাঁশী
কালীরূপ নয় কালশশী উদয়-হৃদয় ব্রজপুরে।
পাইনে খুঁজে মুণ্ডমালা
গলে দোলে বনমালা
এলোকেশ দেখি না আর মোহনচূড়া শোভে শিরে।
হুঙ্কারেতে অসুর লয়
শুনি তাই মা শাস্ত্রে কয়
রেণু শোনে রাধা রাধা তোমার বাঁশীর সাধা সুরে।
কোন্ রূপে দিই অঞ্জলি
ধ্যানের মন্ত্র কিবা বলি
শিখেছি শুধু মা মা বুলি তাই ডাকি মা অন্তরে।

১১ কার্তিক

মন কেনরে ভিন্ন ভাব কালা আর তারা কালী।
কালা ছিল ব্রজপুরে
শিখিচূড়া শিরে ধ'রে
নিজে এসে হরের ঘরে এলোকেশী মুণ্ডমালী।
ছেড়ে দিয়ে মোহন বাঁশী
চতুর্ভুজে ধর অসি
ছিন্নমুণ্ড অসুর নাশি বরাভয় ভক্তপালী।
খুলে ফেলে বনমালা
গলায় দিল মুণ্ডমালা
কটিতট করে আলা নব পীতবাস করাবলী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
তব লীলা ব্রজধামে
প্রেম জাগে মোর মাতৃনামে তাই ছেড়েছি দলাদলি।

১৯ পৌষ

মন-পাখী তুই দিস্‌নে ফাঁকি জপরে মধুর মায়ের নাম
এমন জনম আর পাবিনে পূরবেরে তোর মনস্কাম।
অনুরাগ দাঁড়ে বসি
বল্‌বি বোল দিবানিশি
ডাক্‌বি মন উমাশশী হৃদে রাখি অবিরাম।
যেদিন শমন শিয়রে এসে
ধর্‌বে তোমার শুভ্র কেশে
সহায় তোমার আর কেহ নয় শ্যামা-শ্যাম কি শিব-রাম।
যে নাম ধরেই ডাক না মন
সব নামই যে মায়ের আপন
যখন খুসী জপরে বসি অন্তে পাবি মোক্ষধাম।

২৩ ভাদ্র

বৈষ্ণব কি মা আমি শাক্ত জানে না মা তোর এই ভক্ত
মা বলে মা ডাক্‌তে তোরে মন হয়েছে আমার রপ্ত।
বসে থাকি একাসনে
মায়ে খুঁজে আপন মনে
দেখা দিস্‌ মা নিরজনে তোর মূরতি হৃদে উপ্ত।
কখন মা তুই করালী কালী
সাম্‌নে দেখি মুণ্ডমালী
অন্তরে তুই প্রেমময়ী কৃষ্ণপ্রেম পাই মা গুপ্ত।
শিবরূপে তোর শিঙ্গা বাজে
আমার শূন্য হিয়ার মাঝে
বল্‌তে নারি আমি লাজে রাম রূপেও মা তুই যে ব্যাপ্ত।

ঐশ্বর্যময়ী মা

'গুণত্রয় বিভাবিনী' মহামায়া এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া নদ-নদী-গিরি-নির্ঝর, চন্দ্র-সূর্য-তারা সমস্তই তাঁহার ঐশ্বর্যের উপাদান স্বরূপ। তিনি 'ষড়ৈশ্বর্যময়ী'। তিনি দেবগণেরও উপাস্যা—সর্বেশ্বরেশ্বরী। তাঁহার ভুবন ভোলান রূপের তুলনা নাই—ঐশ্বর্যের অভাব নাই। সাধকের চক্ষে মায়ের নানাবিধ রূপ অপরূপভাবে প্রতিভাত হয়—কখনো তিনি করুণাময়ী, কখনো তিনি কালভয়হারিণী, আনন্দময়ী, আবার কখনো তিনি ঐশ্বর্যময়ী। ভক্ত তাঁহার উপাসনা দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিলে ভূতলে অতুল পরমৈশ্বর্যলাভের অধিকারী হইতে পারেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে চণ্ডিকার ধ্যানে পাওয়া যায় মায়ের সেই ঐশ্বর্যময়ী রূপের বর্ণনা—

কালীং রত্ন-নিবদ্ধ নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজা মিষ্টদাং
কাঞ্চীরত্ন দুকূল-হার ললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
শূলাদ্যস্ত্র-সহস্রমণ্ডিত-ভুজামুদ্বক্ত্র পীন স্তনীং
আবদ্ধামৃত রশ্মি রত্নমুকুটাং বন্দে মহেশ প্রিয়াম্॥

*　　*　　*　　*　　*

মধ্যে সুধাব্ধি মণি মণ্ডপ রত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং
পরিপীত বর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণ মাল্য শোভাং দেবীং ভজামি
ধৃত মুদ্গর বৈরিজিহ্বাম্॥

আবার মহাকালীর ধ্যানেও বলা হইয়াছে তিনি ত্রিনয়না, তিনি 'সর্বাঙ্গ-ভূষাবৃতাম্' নীলাশ্ম দ্যুতিমাস্যপাদ দশকাম্। সেই সর্বব্যাপিনী মহাকালীর মহিমা কীর্তনে মাকে সর্বত্র ঐশ্বর্যময়ী রূপে ধরা দেয় ভক্তকবির চোখে—

সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা
দেখি মা তোর চরণে পড়া
নদনদী ঝরণা ধারা　　তোর চরণে গড়িয়ে পড়ে।
পশুপাখী তরুলতা
ঐ চরণে নোয়ায় মাথা
মা বলে মোর বিশ্ব হাসে　　দেখে আমার নয়ন ঝরে।

ঐশ্বর্যময়ী বিশ্বমাতার রাঙা চরণ পদ্মের করুণা মধু পানে মন মধুপ গুঞ্জরিত হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছে—

"পশুপাখীর মা মা গানে
কি আনন্দ বয়ে আনে
যোগ দিতে চাই মনে প্রাণে বসিয়ে তোরে হৃদে ধ'রে।

ব. বি./শ্যামা-সঙ্গীত/৩২-১২

শ্যামা মায়ের নৃত্য দেখে নটরাজ পড়েছে লাজে
বক্ষে ধরি রাঙা চরণ শুয়ে আছে শ্মশান মাঝে।
চরণ ঘিরে গ্রহতারা
নাচে আজি পাগল পারা
যার চরণের নূপুর হ'য়ে নাচের তালে নিত্য রাজে।
শস্য শ্যামল বসুন্ধরা
মায়ের নৃত্যে গরব ভরা
সৌর জগৎ তারই তালে কেমন নিত্য নূতন সাজে।
মায়ের কৃপা হ'লে পরে
নৃত্য হেরি নয়ন ভ'রে
রেণু লুটাক মায়ের পায়ে ভুক্তি মুক্তি যেথা রাজে।

২০ শ্রাবণ

বিশ্ব জুড়ে তোর পূজা মা দেখে আমার নয়ন ভরে
বৃথাই করি ছুটাছুটি ব্রহ্মময়ীর পূজার তরে।
পাখীর গানে নদীর তানে
ফুল ফোটা ঐ পদ্মবনে
তোরই স্তুতি চল্‌ছে নিতি মনোহরণ মধুর স্বরে।
লক্ষ কোটি তারার মালা
সাজিয়ে তোমার যজ্ঞশালা
পূজার প্রদীপ চন্দ্রসূর্য জ্বলে বিশ্ব- পূজা ঘরে।
কাননে সব কুসুমরাজি
নিত্য ভরে পূজার সাজি
সেই পূজারই পূজারী হ'তে রেণু চলে সাহস করে।

৬ ভাদ্র

মাগো আমি দেখি তোরে জনপদে আর কান্তারে
সবুজ শোভায় তোরই রূপ পত্রপুষ্প সম্ভারে।
শিশুর আধ- আধ বুলি
পাখীর কল- কাকলি
তোর চরণের নূপুর ধ্বনি শুনি তাতে বারে বারে
নদী যেথা বাঁধন হারা
ছুটে চলে পাগল পারা
ভয়ঙ্করী তুই ছাড়া মা এমন রূপ কে ধরতে পারে।
তোরই যে রূপ নিখিল ভুবন
বিচিত্র সে নিত্য নূতন
হে'রে রেণুর হৃদয় ভাসে আনন্দেরই পারাবারে।

রাঙা চরণ তোর মা দেখি অরুণ রাঙা উষার কোলে
দিগম্বরীর রাঙা বসন অস্তাচলের কোলে দোলে।
ভোরের বাতাস বয়ে আনে
তোরই পরশ সংগোপনে
মর্মরিয়া তোরই কথা যায় শুনিয়ে কুতূহলে
নীল গগনে প্রভাত রবি
যায় এঁকে সে তোরই ছবি
তোরই এলোকেশের শোভায় লক্ষ কোটি তারা জ্বলে।

জগন্মাতা তুই যে শ্যামা তোর পূজা কি হয় মা ঘরে
বিশ্বব্যাপে তোর পূজা মা মনকে টানে আকুল করে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে
ঢক্কানিনাদ বজ্রমাঝে
গিরি নদীর ঝরণা ধারা বাঁশী বাজায় মধুর সুরে।
বাতাস তোমার চামর দোলায়
মেঘের দলে পাদ্য যোগায়
তরঙ্গিণী ধোয়ায় চরণ আকুল করা কলস্বরে।
পশুপাখীর নানা রব
আর কিছু নয় তোর যে স্তব
কৃপা হলেই এই পূজাতে রামরেণু যোগ দিতে পারে।

সপ্তমী পূজা

আমার মায়ের স্নেহের ধারা শ্রাবণ ধারায় পড়ছে ঝরে
তৃষা কাতর ধরিত্রী তাই তৃষ্ণা মেটায় পুলক ভ'রে।
বিজলী যেন মায়ের হাসি
ঝল্‌সে উঠে আঁধার নাশি
বজ্রে মায়ের শঙ্খ ধরা আমায় আজি মুগ্ধ করে।
মায়ের ছিল কৃষ্ণকেশ
ধরে মেঘের ছদ্মবেশ
স্তব্ধ হ'য়ে দেখি চেয়ে ছড়িয়ে আছে .আকাশ 'পরে।
বর্ষা মুখর শ্রাবণ দিনে
আকুল আজি একলা প্রাণে
রেণুর চিত্তে রূপ নেহারি আনন্দ যে নাহি ধরে।

২৬ আষাঢ় :

বিশ্বরূপা মা

তন্ত্রে বলা হইয়াছে, শক্তি ও শিব, ঈশ্বর ও ঈশ্বরী অদ্বয়। ঈশ্বর যখন জগতের পালয়িত্রী রূপে জগজ্জননী বিশ্বরূপা রূপ ধারণ করেন তখন তিনি শক্তি। জগৎব্যাপিনী বলিয়াই তিনি বিশ্বরূপা, তিনি 'সর্বমূলাধার'। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগজ্জননীকে তাই জগন্মূর্তি, জগন্ময়ী, মহীস্বরূপা ও বিশ্বরূপা বলা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম-ইতিহাসে পৃথিবী মাতৃ মূর্তিরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল—এই পৃথিবী মূর্তিই পরবর্তীকালে মাতৃ মূর্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রাণশক্তি ও প্রজনন শক্তির জন্য সৃষ্টি ও পালনের কারণে তিনি জগজ্জননী বিশ্বরূপা। জগৎ স্বরূপিনী পালয়িত্রী মাতার বিশ্বরূপের বন্দনা পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—

"বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশ বন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥"

এই বিশ্বরূপা 'মৃন্ময়ী' কবির চোখে চিন্ময়ীরূপে ধরা দিয়াছে—

মৃন্ময়ী তুই	ধাত্রী মাগো	চিন্ময়ী আজ	মোর নয়নে
তোমার কোলে	জন্ম লভি	সেবি চরণ	বক্ষে এনে।
	শ্যামা তুমি	শ্যামল রূপে	
	আসন পাতো	ধরার বুকে	
চাঁদ সুরযে	চরণে লুটে	রেখেছো তাই	কাছে টেনে।
	তারার মালা	গগনতলে	
	রাতের শোভা	কণ্ঠে দোলে	
নীল আকাশের	চাঁদোয়াতে	পেলাম তোমায়	হরিৎ বনে।
	অসুর দলন	মূর্তিখানি	
	কখন ছিল	নাহি জানি	
জগন্মাতা বিশ্বরূপে খেল্‌ছো খেলা		আমার সনে।"	

জগৎব্যাপিনী মায়ের মূর্তি বিশ্ব চরাচরে প্রত্যক্ষ করিয়া কবিচিত্ত অভিভূত। আপনার ধ্যানে কবি তাহা অহরহ সন্দর্শন করেন। অপরূপা মায়ের চরণাশ্রিত কবি তাই ব্যক্ত করেন নিজ মনোবাসনা—

"রূপ দেখে তোর নয়ন ভরে মন ভরে না চরণ বিনে
তাই ত আশায় বসে থাকি মাগো আমি রাতে দিনে।"

নয়ন মুদে দেখি তারা ব্রহ্মময়ী নিরাকারা
নয়ন মেলে দেখি তাঁরই রূপে বিশ্ব- ভুবন ভরা।
যাহা কিছু দেখে আঁখি
তরুলতা পশুপাখী
সবার মাঝে দেখি তারা নিরাকারা সেই সাকারা।
ত্রিগুণা মা সেই নির্গুণা
ত্রিগুণাতীতা ভক্তাধীনা
ভক্তি তরে মূর্তি ধরে ভক্তহৃদে দেয় মা ধরা।

১১ আষাঢ়

ফুলেও তুমি ফলেও তুমি মূর্তিতে মা নারায়ণী
আমার মাঝে তোমায় প্রকাশ সেই ধনে মা আমি ধনী।
পূজ্য তুমি তোমার পূজা
পূজক তুমিই গেল বোঝা
সবার মাঝে তুমিই আছ
তত্ত্ব কথা শাস্ত্রে শুনি।
রক্তজবা বিল্বদলে
অর্ঘ্য দিয়ে চরণতলে
নানারূপে দেখে তুমি মাগো
সর্বরূপা তোমায় গণি।
তোমারই রূপ সর্ব জীবে
সর্বরূপা তুমি শিবে
কৃপা যদি কর তবে
এ বোধ জাগে মা জননী।

রূপ দেখে তোর নয়ন ভরে মন ভরে মা চরণ চিনে
তাই ত আশায় বসে থাকি মাগো আমি রাতে দিনে।
যে রূপে মোর নয়ন ভরা
সেই রূপে তোর বিশ্ব গড়া
অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকি কিছু নাই মা তোমা বিনে।
ফুলেও তুমি ফলেও তুমি
তুমিই ক্ষেত্র বনভূমি
তুমিই জল তুমিই বায়ু বোঝে না মা বুদ্ধিহীনে।
পূর্ণ তুমি বিশ্বমাঝে
বিশ্বরূপা বিশ্ব সাজে
আমিও যে মা তোমারই রূপ জ্ঞান হল তোর কৃপাগুণে।

২৯ আশ্বিন

ফুলগুলি মা ফোটে বনে ঝরে প'ড়ে আপন মনে
নয়ন মুদে দেখি তারা ঠাঁই পায় মা তোর চরণে।
নদীর বুকে জলের ধারা
ছুটে উধাও পাগল পারা
তোর চরণে অঞ্জলিতে ফিরে আসে উজান টানে।
গন্ধ পুষ্প দূর্বাদলে
চেয়ে দেখি ভূমণ্ডলে
অর্ঘ্য তোমার ভরে আছে লাগ্‌বে ব'লে পূজার ক্ষণে।
জগৎ শিশুর মা মা ডাকে
যে সুর জাগে নির্বিপাকে
তারই সাথে সুর মেলাতে সাধ জাগে মা রেণুর প্রাণে।

১৭ অগ্রহায়ণ :

ভাগ্যে আমায় আন্‌লি ভবে সাধ মিটিয়ে 'মা', 'মা' ডাকি
বিশ্বজুড়ে তোরে হেরি ভরেছে মোর দুটি আঁখি।
কেই বা তোরে চিন্‌তো ভবে
আমি নৈলে ও মা শিবে
তোর পরিচয় দিলাম আমি এ অহংকার মনে রাখি।
জগৎ জুড়ে আসন পাতা
তুই যে আমার জগন্মাতা
তাই জেনেছি ধ্যানযোগে জানার আর কি আছে বাকী
গানের মালা চরণতলে
দিইগো আমি মা মা বলে
দেখে ভাসি নয়ন জলে নিমেষ হারা চেয়ে থাকি।

৩১ জ্যৈষ্ঠ :

ফুলের গাছের পাতায় পাতায় বনস্পতির ঘন ছায়ায়
তোরই শান্ত পরশখানি আমার দেহে আপনি বুলায়।
শিশু যখন মা মা বোলে
সুধারাশি দেয় মা ঢেলে
তোরই কণ্ঠ সেই ডাকেতে আমার যে মা মন ভোলায়।
পশুপাখী তরুলতা
আমার প্রাণে কয় যে কথা
নয়ন মনে রূপরাশি তোর নূতন সুর নিত্য যোগায়
তুই আছিস্ মা সর্ব স্থানে
মন যেন তাই নিত্য জানে
খুঁজতে তোরে আর যেন না তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়।

দেশ বিদেশে বৃথা ঘুরি কেন যাই মা তীর্থ বাটে
যেথা বসে ডাকি তোরে উদয় হস্ মা হৃদয় পাটে।
পিতা মাতা পত্নী পুত্র
তোরই যে রূপ শত্রু মিত্র
সর্বঘটে রূপ দেখে তোর সুখে দিন মা আমার কাটে।
ভাব-অভাব নেই মা তারা
নয়নে তুই নয়ন তারা
তুই ছাড়া আর নেই কিছু গো সার জেনেছি ভবের হাটে।

মৃন্ময়ী তুই জগদ্ধাত্রী চিন্ময়ী আজ মোর নয়নে
লক্ষ কোটি সন্তানেরে পালন করিস্ অন্নদানে।
শ্যামল রূপে তুই মা শ্যামা
আঁধার রূপা কালী ও মা
চন্দ্র সূর্য তোরই চক্ষু জেগে আছে রাত্রি দিনে।
তারার মালা গগনতলে
সে ত তোরই কণ্ঠে দোলে
মূর্তি যে তোর বিশ্বভুবন চিনায় যারে সেই ত চিনে।
বিশ্বরূপের নাই ধারণা
রেণুর শুধু এই বাসনা
শিশুর কাছে মায়ের মতো থাকিস্ সদা আমার মনে।

৫ আশ্বিন

মন কেনরে মাকে পূজিস্ একলা বসি নিরজনে
বিশ্ব জুড়ে মায়ের মূর্তি দেখি আমি আপন ধ্যানে।
স্তব্ধ আমার হৃদয় মাঝে
মায়ের চরণ ধ্বনি বাজে
সেই ধ্বনিতে মুগ্ধ চিত্ত
আপন পরে ভেদ না জানে।
পশুপাখী তরুলতা
নরনারীর গোপন ব্যথা
সবই আমার মায়ের কথা
বলে আমার কানে কানে।
অতি তুচ্ছ কীট পতঙ্গ
কর্‌ছে মাগো কত রঙ্গ
সেও ত তোমার লীলা ভেবে
পুলক জাগে রেণুর মনে।

২৩ শ্রাবণ

গাছের পাতা পড়ে খসে ভাবি আমার মা-ই বা আসে
বাতাসে মার নূপুর ধ্বনি তাই যে আমার কানে পশে।
বজ্রে বাজে হু-হুঙ্কার
ভয়ে কাঁপে ত্রিসংসার
রণরঙ্গে মাত্‌ল ভীমা অসুর নাশে অট্টহেসে।
গগনে ঘোর মেঘের ঘটা
কালী মায়ের বর্ণছটা
উষার অরুণ রাঙা আলোয় মার চরণের আল্‌তা মেশে।
ব্রহ্মা থেকে পরমাণু
অবাক্ হয়ে ভাবে রেণু
সবই তোমার রূপ-জননী মন মজে তার মধুর রসে।

২৮ শ্রাবণ

আমার মায়ের রূপ দেখেছিস্ মনরে তুই মনে মনে
লক্ষ কোটি রূপ যে ধরে জানিস্ তুই ত্রিনয়নে।
নয়টি রূপে নবদুর্গা
দশ রূপে মহাবিদ্যা
লক্ষ কোটি পশুপাখী মায়ের রূপে বেড়ায় বনে।
চেতন অচেতন জানিনে তারা
সবার মাঝে মা ভবদারা
নয়ন মেলে দেখি তারে নূতন করে মন-নয়নে।
শ্যামল ধরায় শ্যামার চরণ
নীলাকাশে নীলার বরণ
সফল হ'ল জীবন-মরণ আনাগোনা এই ভুবনে।

১৪ আষাঢ়

বিশ্বরূপা মায়ের আসন দেখি আমি বিশ্বজুড়ে
ঘটে-পটে কি হয় মা পূজা তাতে আমার মন-না ভরে।
অষ্ট সিদ্ধি যার পদতলে
অষ্ট মূর্তি গায় সকলে
শিল্পী দেখে আঁখি মেলে ভেবে আমার নয়ন ঝরে।
রূপ যে মায়ের নয়ন ভরা
রাঙা চরণ হৃদয় জোড়া
কাজল কালো মেঘের কোলে এলোকেশ তাঁর ছড়িয়ে পড়ে।
চন্দ্র-সূর্য হুতাশনে
মায়ের আছে ত্রিনয়নে
পদ-নখে অগণনে কোটি তারা বিলাস করে।
ধ্যানে মায়ের রূপ চিনেছি
অন্তরেতে তাই পেয়েছি
বাহির বিশ্বে সেই রূপে মা মন ভোলাল অভয় বরে।

লীলাময়ী মা

বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণ ও দর্শনে এবং বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় সৃষ্টির পূর্বে সর্বত্র ছিল শুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার আর শূন্যতা। তাহার মধ্যে বিরাজমান ছিলেন নিরাকার, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম। বৌদ্ধতন্ত্রে তাঁহাকেই বলা হইয়াছে নিরাকার নিরঞ্জন বা আদি দেব। সেই পরমব্রহ্ম বা আদি দেব বা পরম পুরুষ সৃষ্টিমানসে দুই হইলেন। তাঁহার 'তনু হইতে হইল প্রকৃতি'। এই আদি প্রকৃতিই হইল ব্রহ্মশক্তি বা আদি দেবী। ব্রহ্ম, অগ্নি এবং ব্রহ্মশক্তি তাঁহার দাহিকাশক্তি। 'ভুবনমোহন মূর্তি' সৃষ্টির জন্য অবির্ভূতা হইলেন। সাংখ্যদর্শনে দেখা যায় নির্গুণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সক্রিয়তার জন্যই গুণময়ী প্রকৃতির আবির্ভাব। আদি-প্রকৃতিরূপে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে প্রসব করেন। এই ত্রিমূর্তি আদি-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ত্রিগুণের ত্রিবিগ্রহ। (ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য পৃঃ ১৪৬)

তাহা হইতেই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায় তিনি এক ছিলেন, দুই হইলেন। আদি হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বিধাকরণ। আনন্দেচ্ছার জন্যই এই দ্বিধাকরণের প্রয়োজন ছিল। পুরুষ ও প্রকৃতির আনন্দ ভোগের ফলেই বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টি হইয়াছে প্রাণ ও অন্নের, দিনরাত্রি, সূর্য, চন্দ্র প্রকৃতির। এখন পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন—দুয়ের এই আনন্দেচ্ছার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'লীলা'। এই লীলার বিচিত্র বিকাশ বৈষ্ণবদর্শনে রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্বে পাওয়া যায়। রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন। কৃষ্ণের প্রকৃতিরূপা হ্লাদিনীশক্তি রাধা। শক্তিরূপা রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ লীলা করিয়াছেন। শাক্ততন্ত্রেও বলা হইয়াছে পরমাশক্তি কালী ইচ্ছাময়ী, তিনি লীলাময়ী। তাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত সৃষ্টি। বিশ্বচরাচরে যাহা কিছু আনন্দের প্রকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যেই মহাশক্তির লীলারূপ ক্রিয়াশীল। তাই মা আমাদের কখন হাসান কখন কাঁদান। তাঁহার ভুবন ভোলানো মূর্তি ও তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে সেই লীলার প্রকাশ। গুণময়ী মাতৃকাদেবী কালীর 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাস' প্রকৃতি রাজ্যে বিভিন্নরূপে রূপায়িত। সাধক সেই লীলাময়ীর লীলা দেখিয়া আনন্দিত—পুলকিত।

বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে জীবকুল জীবনমৃত্যুর পালা-বদল করিতে করিতে আসা-যাওয়া করিতেছে। ব্রহ্মে লীন হইলে বা মোক্ষলাভ হইলেও লীলা-ময়ীর ইচ্ছায় তাহা সম্ভব হইতেছে। পাশ্চাত্যের মহাকবি শেক্‌সপীয়র তাঁহার 'ম্যাকবেথ' নাটকে এক জায়গায় বলিয়াছেন—This world is a 'stage' and we are 'poor players' on it.

ভব রঙ্গমঞ্চের যিনি পরিচালক ও নাট্যকার তিনি হইতেছেন স্বয়ং লীলাময়ী, ব্রহ্মস্বরূপিণী কালিকাদেবী। তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতেই সমস্ত কিছু চলিতেছে। মায়াময়ী ও প্রেমময়ী মায়ের লীলায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি, পালন ও সংহার। লীলাময়ী মায়ের সেই বিচিত্র লীলাবিলাস দেখিয়া মনে জাগে—

"এই ভবেরই রঙ্গমঞ্চে কত রঙ্গ দেখাও কালী
সঙ্গ সুখে আনন্দেতে দিতে চাই মা করতালি
নাচ্‌বি মা তুই সকল ভুলে
রেণুর হৃদয় উঠ্‌বে দুলে
সকল চিন্তা দেব ফেলে মনকে রাখি এবার খালি।
মাগো তুই রূপে রঙে
নিত্য সাজিস্‌ কত ঢঙে
আমার সাথে খেলায় বসে কেন বেড়াও মুণ্ডমালী।"

কবি নজরুলও বলিয়াছেন—

"কালো মেয়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব।
যার হাতে মরণ বাঁচন॥"

অন্যত্র—

"পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ,
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার যে তার নাইকো শেষ।"

অবিরাম তোর চল্‌ছে খেলা এই ভুবনের খেলাঘরে
সেই খেলারই সাথী হ'য়ে আসি যাই মা বারে বারে
ক্লান্ত আমি গেল বেলা
ভাঙ্‌বে কবে ভবের খেলা
সাঙ্গ হবে আমার পালা
পড়ে রব চরণ ধ'রে।
জেনেছি তোর খেলার ধরণ
বুড়ি ছুলে হয় না মরণ
সফল হবে ধরার জীবন
রাখ্‌লে মাথা চরণ 'পরে।
২০ বৈশাখ

বাউল সুর

ও ভাই দ্যাখ্‌ সংসারে এক বসেছে বিরাট মেলা
এসব আর কিছু নয় এক ক্ষ্যাপা মেয়ের খেলা।
সে যে বাজিকরের মেয়ে
ভুলিয়ে রাখে খেল্‌না দিয়ে
নিগুর্ণে তাই সগুণ চেয়ে কেটে গেল আমার বেলা।
সে মেয়ে আপনি ক্ষ্যাপা
আর তার কর্তা ক্ষ্যাপা
সঙ্গী সাথী আছে ক'জন সবই ক্ষ্যাপার চেলা।
বক্ষে ক্ষ্যাপা চরণ ধ'রে
পঞ্চ মুখে নাম করে
হয় না ভুল নেশার ঘোরে খুব হুঁশিয়ার ক্ষ্যাপা ভোলা।
১৬ আষাঢ়

সাড়া তুমি দাও না তারা ছেলে তোমার কেঁদে মরে
ভুল বোঝা মোর শেষ হবে না তোমায় পেয়ে একলা ঘরে।
দেখ্‌বো তুমি কেমন মাগো
শিয়রে মোর আজো জাগো
কত নিশি কাটাও বসি
আমি থাকি ঘুমের ঘোরে।
বোধন করে ঢাকে ঢোলে
ফুল দিয়ে তোর চরণ তলে
মা মা বলে ডাকি শ্যামা
তুমি তখন পলাও দূরে।
এবার যদি কাছে এসে
সাড়া দাও মা তুমি হেসে
মায়ে-পোয়ে বোঝাবুঝি
দেখ্‌বে জগৎ নয়ন ভরে।

২৯ পৌষ

নিদ্ হারা মোর আঁখি নিয়ে সারা নিশি জেগে থাকি
কখন যে মা লীলাময়ী কাছে এসে নেবেন ডাকি।
যখন থাকি অন্য মনে
নূপুরধ্বনি বাজে কানে
আসৃছ ভেবে যতন করে হৃদাসনটি সাজিয়ে রাখি।
কোথায় পাব জবার মালা
কে যোগাবে ভোগের থালা
আমি গাঁথি গানের মালা কণ্ঠে মাগো পরবে নাকি।
কখন কাছে কখন দূরে
ডাকে আমায় মধুর স্বরে
মায়ের আমার ছলাকলা বুঝ্‌তে রেণুর নাই যে বাকী।

যতই আমি পলাতে চাই আন আমায় তেড়ে ধরে
এত কি তোর খেলার নেশা বুড়ি সেজে ধরার ঘরে।
দিন শেষে মা সাঁঝের বেলা
শেষ করে দে আমার খেলা
খেলা শেষে আর কিছু নয় দেখি চরণ নয়ন ভ'রে।
মুক্তি নিয়ে মুক্ত প্রাণে
ভর্‌বে হৃদয় নূতন গানে
আমি তখন দূর বিমানে চলে যাব কোন্ সুদূরে।

কত রঙ্গ রঙ্গময়ী অঙ্গনে তোর দেখাস্ এনে
তোর সে রঙ্গের সরিক আমি মন নাচে মোর তাই যে জেনে।
রঙ্গে নাচে গ্রহতারা
হয় না কভু ছন্দহারা
যে যার আপন কক্ষে নাচে চলে নাচের নিয়ম মেনে।
তোর এই রঙ্গ ভঙ্গ ক'রে
কার সাধ্য মা দূরে স'রে
মোহিনী তোর শক্তি মাগো কাছে ধরে রাখে টেনে।

১৪ ভাদ্র :

লীলাময়ী বল্ মা শিবে কেমন মা তোর সখের খেলা
ভাব্‌তে গিয়ে কোন্ দিকে মা শেষ হ'ল মোর সাধের বেলা।
কোন্ খেয়ালে সৃষ্টি করে
পালন কর আদর করে
সংহার কর যথাকালে কর না তায় অবহেলা।
নয়ন মুদে তাই মা দেখি
ভরেছে মোর মনের আঁখি
ডাক দিলে মা সঙ্গে থাকি করো না আর আমায় হেলা।
তুই বেড়াস্ মা বিশ্ব ঘুরে
দেখ্‌তে পাস্‌নে এই ছেলেরে
শেষের দিনে দেখিস্ যেন রয় না রেণু আর-একেলা।

৫ অগ্রহায়ণ

মন্ত্র-তন্ত্র পাইনে শ্যামা তন্ত্রসার দোহন করি
নূতন পথে আমার সাধন মাতৃতন্ত্রে মনটি ভরি।
একাক্ষরী মন্ত্র নিয়ে
দিনটি কেন যাবে ব'য়ে
ভয় ভাবনা তুলে দিয়ে
মার চরণে রইনু পড়ি।
মায়ের বিলাস মন্ত্র মাঝে
আমি দেখি সকল কাজে
আমার সাথে হেসে খেলে
শেষের বেলায় লুকোচুরি।
সেই খেলাটি শেষ করে মা
কবে আমায় ডাকবে শ্যামা
নূতন খেলায় দেবে আমায়
নূতন করে হাতেখড়ি।

কোন্ ভাবে তুই আছিস্ ভবে লীলাময়ী পাই না ভেবে
সেইভাবে রই ভাব্না ভেবে সদাশিব যে চরণে শিবে।
বক্ষ পেতে পড়ে থাকি
হৃদয়-আসন শূন্য রাখি
হৃৎ-চিন্তা- মণিরে ডাকি কবে তোর মা দয়া হবে।
জগৎজুড়ে তোরই লীলে
দেখ্তে পাই মা নয়ন মেলে
নয়ন মুদে ধ্যানাসনে চরণে মন স্থান কি পাবে ?
তোর অপরূপ স্বরূপ দেখে
কি মায়া মোর লাগ্লো চোখে
মহামায়া তোর মায়ার স্বরূপ আমায় আবার বুঝাবি কবে।

২৩ আষাঢ়

সখের খেল্না তৈরী করে পাঠিয়ে দিলি ভবের ঘরে
হেথায় আসি কাঁদি হাসি নাচি গাই মা পরাণ ভ'রে।
যেমন নাচাও তেমনি নাচি
বাঁচিয়ে রাখ তাই মা আছি
সময় হ'লে তুমিই আবার ডেকে নেও মা সোহাগ করে।
ঘর-দুয়ারের ধার ধারি না
থাকে পড়ে পাওনা দেনা
সকল ছেড়ে যেতে হয় যে সয় না দেরী ক্ষণেকতরে।
ভয় কিছু না করি তাতে
তুই যে সদাই থাকিস্ সাথে
দৃষ্টি যে তোর আছে জানি দ্বিজরেণুর খেলার 'পরে।

অভিনয় মোর	চল্‌ছে মাগো	ভবরঙ্গ	মঞ্চ মাঝে
সূত্রধার সে	যেমন সাজায়	সাজ্‌তে হয়গো	তেমনি সাজে।
	যেমন চালায়	তেম্‌নি চলি	
	যা বলায় সে	তাই যে বলি	
অভিনয়ের	রঙ্গে ফিরি	মাগো আমি	সকাল সাঁঝে।
	নানা রূপে	নানা বেশে	
	কখন কেঁদে	কখন হেসে	
কর্‌ছি নিত্য	সেই খেলা মা	আমার সকল	কাজ অকাজে।
	সাঙ্গ হলে	পালা এবার	
	নূতন সাজে	সাজাস্‌নে আর	
দে মা ছুটি	রামরেণুরে	এ অভিনয়	করার কাজে।

২২ আশ্বিন

এই ভবেরই	রঙ্গমঞ্চে	কত রঙ্গ	দেখাও কালী
সঙ্গ সুখে	আনন্দেতে	দিতে চাই মা	করতালি।
	নাচ্‌বি মা তুই	সকল ভুলে	
	রেণুর হৃদয়	উঠ্‌বে দুলে	
সকল চিন্তা	দেব ফেলে	মন্‌কে রাখি	এবার খালি।
	মাগো তুই	রূপে রঙে	
	নিত্য সাজিস্‌	কত ঢঙে	
আমার সাথে	খেলায় বসে	কেন কর	চতুরালি।
	কেউ বলে মা	তুই পাষাণী	
	করুণাময়ী	আমি জানি	
কালের ভয়	করিস্‌ হরণ	ক্ষেমঙ্করী	তুই করালী।

এ ধরার ফুলে ফলে মাগো তুমি চরণ মেলে
মনে মনে ভাব্‌তে নারি কত খেলা খাও মা খেলে।
সেই খেলাতে খেল্‌না হ'য়ে
দিন কাটে মোর নেচে গেয়ে
যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি থামিয়ে দিলে যাই মা চলে।
বনের পশু মনে মনে
তোর নামই নেয় স্মরণে
পাখীরা সব মধুর কণ্ঠে তোরই কথা যায় যে বলে।
বাতাসেতে যে সুর বাজে
বাজে আমার হৃদয় মাঝে
সে যে তোরই আপন সুর মা শুনি আমি কুতূহলে।

মাটির পুতুল আমি মা তোর রঙ দিয়েছ অঙ্গে মোর
যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচি দেখি তোমার খেলার জোর।
মা হারা মোর দুখের নিশি
একলা হেথা কাঁদ্‌তে বসি
নাই মা উদয় কালশশী আঁধার রাতি হয় না ভোর।
আর কতদিন খেলায় মেতে
রাখ্‌বি হেথা খেল্‌না পেতে
মুক্তি পেয়ে ছুট্‌বো কবে কাট্‌বে আমার মায়ার ঘোর।
তখন যেন চরণ তলে
স্থান দিস্‌ মা ছেলে বলে
শেষের দিনে নয়ন জলে রুদ্ধ হয়না দৃষ্টি মোর।

১০ আশ্বিন

বিশ্বজুড়ে খেলাঘরে তুই আছিস্ মা অঙ্গনে
তোর্ চরণের ছাপ দেখি তায় অশোক-পলাশ রঙ্গনে।
ভূধর কানন জঙ্গলে
শ্যাম শোভার চরণ মেলে
নদ নদী সাগর জলে
সেই করুণার উজান বানে।
ঐ খেলারই খেল্‌না হ'য়ে
আসি যাই মা তরী বেয়ে
জীবন-গাঙে দিতে পাড়ি
মাগো তোর প্রেমের টানে।
এ খেলা তোর শেষ মা কবে আর কতদিন রাখ্‌বি ভবে
লীলাময়ী শোন্ মা শ্যামা এবার আমার সঙ্গ নে।

১৭ চৈত্র

জাল কেটে মা পলাতে চাই তুমি রাখ ফাঁদে ধরে
সব ছেড়ে মা ঘর-বিবাগী তবু কেন নয়ন ঝরে।
পূজি আমি মা মহামায়া
তাই বুঝি মোর ভূতের কায়া
দিবানিশি বাঁধা আছে ঐ মায়েরই মায়া ডোরে।
বুঝেছি মা তোমার ফাঁকি
নানা কাজে নাও মা ডাকি
সুযোগ নেই মা দিনের বেলা পূজি চরণ রাতটি ভরে।
সেই পূজা কি লাগ্‌বে মনে
বল্ মা শ্যামা শবাসনে
শিখিয়ে দে মা পরম সাধন তাই সাধিব যতন করে।

২৯ জ্যৈষ্ঠ

ব্রহ্মময়ী মা

মহাশক্তি স্বরূপিনী দেবীকে চণ্ডীতে বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন প্রধানা দেবী, ব্রহ্মাদির বন্দনীয়া এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি ("পরাপরানাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী") বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেমন বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তিই শ্রীরাধিকা ; মূলতঃ কৃষ্ণ ও রাধিকা ভিন্ন নহেন, তেমনি শাস্ত্র মতে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন—দুই মিলিয়ে এক, একই দুই হইয়াছেন। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মতে জল ও তার তরলতা, মণি ও তাহার জ্যোতি প্রভৃতি যেমন পৃথক করা যায় না, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি তেমনি আলাদা নহে। ব্রহ্ম-ইচ্ছায়—ব্রহ্মশক্তির বিকাশ। সৃষ্টির জন্যই ব্রহ্মশক্তি, স্থিতির জন্যই ব্রহ্মশক্তি, প্রলয়ের জন্যও ব্রহ্ম-শক্তি প্রকটিত। তন্ত্রে অবশ্য ব্রহ্মশক্তিকেই আদ্যাশক্তি মহামায়া বলা হইয়াছে এবং সেই আদ্যাশক্তিই সমস্ত কিছুর মূলে। তিনি শিবকে আশ্রয় করিলেও তিনি স্বতন্ত্র, তিনিই 'পরমতত্ত্ব'। তিনিই আদিতে নিরাকারা হইয়া অবস্থান করিতেন পরে সগুণ রূপ লাভ করিয়া মাতৃরূপে প্রকাশিতা। তিনিই জগতে একমাত্র, দ্বিতীয় আর কেহ নাই, অন্যান্য দেবগণ তাঁহার বিভূতিস্বরূপ—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্টময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥

এই অদ্বিতীয়া মহাশক্তি হইতেছেন আদ্যাশক্তি, মহাকালী, তিনিই বিভিন্ন নামে অভিহিতা—তিনিই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবতী। সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার শ্যামা মা বা কালীকে ব্রহ্মভাবে পূজা করিয়াছেন—

"কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।" সেই তত্ত্বই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে একটি গানে—

"ব্রহ্ম ইচ্ছা-বিনোদিনী ব্রহ্ম স্বরূপিণী তারা
কেমন করে বুঝ্‌বো আমি কেমন মা তোর সৃষ্টি ধারা।
ব্রহ্মা যেদিন অন্ত হয়ে
নাভিপদ্মে ছিল শুয়ে
সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসলীলা ছিল মা তোর চরণে পড়া।

দেবতারা সব আপৎকালে
তোরে পূজে মা মা বলে
প্রলয় বুঝে উদর খুঁজে তোরই মাঝে হয় মা হারা।
মহৎ তত্ত্ব গুহ্যতত্ত্ব
খুঁজে না পাই পরাতত্ত্ব
ঐ চরণে দিয়ে চিত্ত রেণু নিত্য হর্ষভরা।"

কিন্তু 'ব্রহ্ম স্বরূপিণী' শ্যামা মাকে নিরাকারা রূপে পূজা করার চেয়ে সাকারে পূজা করিয়াই ভক্তের মনে আনন্দের আধিক্য দেখা যায়—

"শাস্ত্রকথা শুনে হাসি তারা আমার নিরাকারা
সে যে মোর জননী জানি রূপে গুণে মনোহরা।"

এই "পরমার্থ পরম কারণ" ব্রহ্মময়ী মাকেই তিনিই সার জানিয়াছেন।

এখানে সঙ্গীতের ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের বাহন নয় শ্যামা মায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অন্তরের একনিষ্ঠ আকূতি প্রকাশিত।

প্রলয়ে মা দেবতারা সব লুকিয়েছিল তোমার কোলে
সৃষ্টি স্থিতি চরণতালে ব্রহ্মময়ী তাই কি হ'লে।
পরব্রহ্ম নির্গুণ সেজে
নির্লিপ্ত এই বিশ্বমাঝে
তারই ইচ্ছায় তুমি তারা কত খেলা যাও মা খেলে।
পলকে মা উদয়-অস্ত
গ্রহ-তারা আছে ব্যস্ত
এই ভুবনের আদ্যাশক্তি তাই কি মা তোমায় বলে।
ইচ্ছাতে তোর বারে বারে
জন্ম মৃত্যু ভবের ঘরে
সে ইচ্ছায় কবে রাখ্‌বি ধরে তোরই রাঙ্গা চরণ তলে।

৫ আশ্বিন

নির্গুণে তুই সগুণ শ্যামা ব্রহ্মরূপা ভাব্‌তে নারি
তোর গুণাগুণ ভেবে কত সাধক আছে চরণে পড়ি।
জ্যোতির্ময়ী তুই কি কালো
মন আমার জানে মা ভালো
কালো বটে কালোয় আলো
যোগীরা কয় শাস্ত্র স্মরি।
চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন
তোর কি মা তিনটি নয়ন
কৃপা যদি করিস তখন
সেরূপ আমি দর্শন করি।
মাতৃরূপা বলে জানি
সর্ব জীবের তুই জননী
তাই ত শঙ্কা নাহি গণি
দৃষ্টি যে তোর সবার পরই।

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে ব্রহ্মরূপা নৃত্য করে
হৃদয় মাঝে দ্বাদশদলে ইষ্ট দেবীর মূর্তি ধরে।
ষট্‌চক্রে অন্তর ভেদি
হেরি আমি নয়ন মুদি
বহ্নি বীজের ক্রোড়ে রুদ্র বিরাজ করেন মণিপুরে।
ইড়া পিঙ্গলারে ছাড়ি
আশ্রয় করে ব্রহ্ম নাড়ী
আজ্ঞাচক্রে ধরব মায়ে সোঽহং জ্ঞানে ধ্যানটি ধরে।

১৪ শ্রাবণ

কারে ডাকিস্ মন কালী বলে
যার রূপে বিশ্ব আলো চন্দ্র-সূর্য চরণতলে।
ব্রহ্মময়ী মা যে আমার
না জানি তার আকার প্রকার
নিরাকারে সেই যে সাকার
বেড়ায় ঘুরে কত ছলে।
নির্গুণে যে সগুণ শ্যামা
গুণাতীতা ঐ যে বামা
কে জান্‌বে তার সূক্ষ্মতত্ত্ব
স্বয়ং যদি না দেয় বলে।
অসীম কালো আঁধার ভরে
অনাদি এক জ্যোতি ঝরে
বিরাট সে রূপ দেবে ধরা
যোগ দৃষ্টি যদি খুলে।

শাস্ত্রকথা	শুনে হাসি	তারা আমার	নিরাকারা
সে যে মোর	জননী জানি	রূপে গুণে	মনোহরা।
	নয়ন মুদে	মাকে দেখি	
	নয়ন মেলে	রূপ নিরখি	
আমার মায়ের	রূপে দেখি	গগন পবন	বিশ্বজোড়া।
	দ্বাদশদলে	আসন পেতে	
	মা রয়েছেন	অন্তরেতে	
সেই মূরতি	বাহিরেতে	নয়ন মন	একাকারা।
	ব্রহ্মময়ী	নিরাকারা	
	নির্গুণে	সগুণাপরা	
ঘটে-পটে	মূরতিতে	ভক্ত তরে	হয় সাকারা।

পরমার্থ	পরম কারণ	ব'লে তোরে	নিলাম জেনে
জানে না মন	মাগো তোমার	রাঙা দুটি	চরণ বিনে।
	ব্রহ্মময়ীর	রূপের ঘটা	
	ধরায় বিলায়	আলোর ছটা	
সেই আলোতে	উজল হ'ল	রেণুর হৃদয়	সংগোপনে।
	সৃষ্টি-স্থিতি-	সংহারে তোর	
	চল্‌ছে লীলা	এ বিশ্বপর	
তারই তত্ত্ব	জেনে রেণু	দ্বিধাহীন	হয়েছে মনে।
	কে বলে তুই	নিরাকারা	
	কত রূপে	দিস্ যে ধরা	
রূপের মাঝে	রূপাতীতা	বলে তত্ত্ব-	জ্ঞানী জনে।

২৬ পৌষ

লীলাময়ী তুমি মাগো ব্রহ্মস্বরূপিণী তারা
কেমন করে বুঝ্‌বো তোমার অপূর্ব এই সৃষ্টিধারা।
সৃষ্টিকর্ত্রী তুমিই সৃষ্টি
যে পেল এই জ্ঞান দৃষ্টি
সৃষ্টিতত্ত্ব তারই কাছে আভাসেতে দেয় মা ধরা।
শক্তিতত্ত্ব গুহ্যতত্ত্ব
সেই ত বুঝি পরাতত্ত্ব
তারই চিত্তে হয় স্ফুরিত সদয় যারে পরাৎপরা।

১৬ ভাদ্র

(আমি) সকল ভুলে নয়ন মেলে ধরারপানে চেয়ে রই
সব ঠাঁই মা তুমি আছ কিছু নাই মা তুমি বই।
বিশাল ভূধর জলধি প্রান্তর
অসীম আকাশ এ চরাচর
তোমার রূপে কী অপরূপ অবাক্ হয়ে দেখে লই।
কত তারা শশী ভানু
ক্ষুদ্র অণু পরমাণু
সে সবই যে তোরই তনু একথা আর কারে কই।
অন্তরেতে আছ তবু
শঙ্কা মোর যায় না কভু
অজানা সায়রে ভাসি কেমনে মা পাব থই।

১১ পৌষ

বেদে যা বর্ণিতে নারে বাক্য সীমা পায় না যার
কেমন করে আন্‌বো ধ্যানে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরাকার।
যার রূপে পেয়ে আলো
নিখিল বিশ্ব উজ্জ্বল হলো
কোন্ প্রদীপের আলোয় ভালো নীরাজনা হবে তার।
নিরঞ্জনার স্নানের তরে
নয়নজল রাখ্‌বো ধরে
কোথায় পাব এমন বসন ঢাকতে দেহ দিগ্‌বসনার।
বিশ্বরূপার কেমন করে
প্রদক্ষিণ যে হতে পারে
ভাবতে গেলে অবাক্ লাগে মুখে কথা সরে না আর।

১৮ অগ্রহায়ণ

আমি জয় কালী জয় কালী বলে সঁপে দিলাম চরণতলে
এ জীবনের পরম লক্ষ্য চতুর্বর্গ যাকে বলে।
কি হবে মোর চতুর্বর্গে
কি হবে আর নরক স্বর্গে
মিশে যাব মায়ের সাথে জলের বিন্দু যথা জলে।
সবরূপা মা জননী
আমিও তাঁর রূপ যে জানি
ভেদ ঘটালে ব্রহ্মময়ী শুধু আপন লীলা ছলে।
কাজ কি রেণুর সন্ধ্যা পূজায়
পূজক পূজ্যে অভেদ যেথায়
চিত্ত যে তার গেছে ডুবে মায়ের কৃপায় সেই অতলে।

২৩ শ্রাবণ

মন্ত্রে তারা যন্ত্রে তারা তারা আমার ফুলে ফলে
নয়ন মুদে তাই মা দেখি তারা তখন নয়নজলে।
ঘটে তারা পটে তারা
মূর্তিতে মার রূপটি ধরা
ঘরে ঘরে নূতন রূপে আবার হৃদি- পদ্মদলে।
পূজ্‌তে গিয়ে বসে থাকি
ভেসে যায় মা যুগল আঁখি
কারে পূজি কি দিয়ে বা ভেদ কোথা মা চরণতলে।
কোন্ আশায় মা আড়ম্বরে
পূজবো শ্যামা একলা ঘরে
বিশ্বজুড়ে পাইগো তাঁরে লুকোচুরী খেলার ছলে।

১৭ বৈশাখ

ব্রহ্মময়ী শ্যামা আমার ভিতর-বাহির একাকারে
নয়ন মেলি সর্বভূতে রূপ দেখি তাঁর বিশ্বজুড়ে।
অন্তরে তাঁর মূর্তি দেখি
বাহির বিশ্বে জুড়ায় আঁখি
আনন্দে তাই চেয়ে থাকি
নয়ন আমার আপনি ঝুরে।
শাস্ত্র বলে মা নিরাকারা
রূপ দেখি মার ভুবন ভরা
আঁখি মুদে শতরূপে
মাকে পাই বারে বারে।
পত্রপুষ্প ফলে জলে
মা রয়েছেন চরণ মেলে
সেই রূপেতে পাগল রেণু
মা মা বলে ডাকে তাঁরে।

তোর রূপে মা ভুবন ভরা শাস্ত্র বলে নিরাকারা
বেদান্তের ইঙ্গিতে মা আমি স্তব্ধ বাক্যহারা।
শ্যামল ধরায় শ্যামার চরণ
করেছে মোর মনোহরণ
দশদিকে দশ বাহু মেলি তুই আছিস্ মা ভবদারা।
কালো মেঘে তোর ছড়িয়ে কেশ
নিত্য নূতন ধরেছ বেশ
শস্য শীর্ষে তোরই নাচন সাজিয়ে রাখে নিখিল ধরা।
বহ্নি আর চন্দ্র তপন
দেখি মা তোর তিনটি নয়ন
আঁধার হৃদয় হ'ল মগন রূপ দেখি তোর তুই সাকারা।

মানস পূজা

সাধক সর্বব্যাপিনী কালী মায়ের রূপ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্বত্র দেখিতে পান। কিন্তু তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট নহেন। একান্ত আপনার করিয়া পাইতেই তাঁহার উল্লাস। অন্তরের মণিকোঠায় মায়ের মূর্তি স্থাপন করিয়া একান্তে অর্চনা করিতেই তাঁহার ভাল লাগে। যিনি এতদিন ছিলেন বাহিরে তিনি সাধকের সাধনপ্রণালীতে অন্তরে আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তখন আর 'ঘটে পটে' পূজা করার প্রয়োজন হয় না, গয়াকাশী যাওয়ার—তীর্থদর্শনের দরকার হয় না। মনোময়ী অন্তরবাসিনী মায়ের চিন্ময়ীরূপ সাধক আপন অন্তরে অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। মনের মধ্যেই সাধক মায়ের পূজা সারিয়া লন। সাধক রামপ্রসাদ ষট্‌চক্রের সাহায্যে মায়ের সচ্চিদানন্দ মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার গানে তাই মানসপূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে তাহারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকেরা মাকে 'ব্রহ্মময়ী' বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই মানসোপচারে পূজা করিয়াছিলেন। কালো-রূপের মাঝে মায়ের 'আশ্চর্য কালো' বরণ সাধকের হৃদিপদ্ম আলো করিয়া থাকে। রামকুমার পত্রনবিশের একটি গানে মনোময়ী মায়ের মানসোপচারে পূজার কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

"হৃৎকমল-মঞ্চাসনে বসায়ে শ্যামা মায়েরে
প্রেমানন্দে পদারবিন্দে পূজ মানসোপচারে।
সহস্রার চ্যুতামৃতে পাদ্য দিয়ে চরণেতে
পূজ যথা বিধিমতে অর্ঘ্য দিয়ে মনেরে।" ইত্যাদি

এখানে 'যথাবিধি মতে' বলিতে সাধন পদ্ধতির কথাই বলা হইয়াছে। এই পূজাই মানসপূজা, তাহাতে বাহ্য অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। তন্ত্রে আছে—"সহস্রার পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতই সেখানে পাদ্য, আচমন, স্নানাদির জল, ষট্‌চক্রের মধ্যে প্রথম পঞ্চচক্রে অবস্থিত পঞ্চভূত—তত্ত্বের মধ্যে ক্ষিতিতত্ত্বই

গন্ধ, তেজদীপ, মরুৎ ধূপ, এইরূপই অন্যান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বই চামর।"

(ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য)—শশিভূষণ দাসগুপ্ত—পৃঃ ২৭২)

রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন—

হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)।
মন-পবনে দুলাইছে দিবসরজনী (ওমা)। ইত্যাদি।

এই পদাবলীর গানেও সেই সুরই ধ্বনিত হয়—

"(আমি) মনে মনে পূজবো শ্যামা লুকিয়ে আমার পঞ্চজনে
হৃদয়পদ্মে পাতি আসন বস্‌বি মা তুই সংগোপনে।"

একান্ত সংগোপনে মানসোপচারে মায়ের পূজার্চনা করার বাসনা 'মানস-পূজা'র অন্য গানেও দেখা যায়—

"তোর পূজা কি	ঢাকে ঢোলে	হয় মা এত	গণ্ডগোলে
অন্তর-বাসিনী	শ্যামা	অন্তরে আছ	চরণ মেলে।
	হৃদয়মাঝে	পেতে আসন	
	সেথায় পূজি	রাঙা চরণ	
সার্থক আমার	জীবন-মরণ	কাজ কি আমার ফুলে ফলে।	
	মন দিয়ে মা	প্রতিমা গড়ি	
	ডাকি তারা	শঙ্করী	
তারই অভয়	বাণী স্মরি	হৃদয় আমার	আপনি দুলে।"

———————

অন্যত্র—

"আমার হৃদি-পদ্মাসনে বিরজা মা বিরাজ করে
চিত্ত-হ্রদে ফুট্‌লো কমল পূজ্‌বো তোরে সে উপচারে।
হৃদয়-গলা গঙ্গাজলে
দেব মায়ের পদ-কমলে
ধন্য হবে রেণুর জীবন পূজা করি হর্ষ ভরে।"

এই পূজাতে ভক্তের জীবন ধন্য, তীর্থে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, মায়ের শ্রীচরণই সর্বতীর্থ সার—

"কাজ কি রেণুর গিয়ে কাশী
মার চরণে তীর্থরাশি, গয়া গঙ্গা বারাণসী।"

আমার হৃদি-	পদ্মাসনে	বিরজা মা	বিরাজ করে
চিত্ত-হ্রদে	ফুট্‌লো কমল	পূজ্‌বো তারে	সে উপচারে।
	হৃদয় গলা	গঙ্গাজল	
	করবে ধৌত	চরণ কমল	
সহস্রারে	ঝর্‌ছে সুধা	অর্ঘ্য ডালি	পূর্ণ করে।
	ভক্তি-পুষ্প	চয়ন করি	
	এনেছি এ	অন্তর ভরি	
নৈবেদ্য মোর	আপনারে	দেব মায়ের	চরণে ধরে।
	অনাহত	ঘণ্টাধ্বনি	
	বায়ুরে মা'র	চামর জানি	
ব্যোমরূপী	মহাছত্র	হের মায়ের	শোভে শিরে।
	পৃথ্বীজাত	গন্ধচন্দন	
	ধূপ দীপ মোর	প্রাণ মন	
ধন্য হবে	রেণুর জীবন	পূজা করি	হর্ষ ভরে।

আমি মা তোর	চরণতলে	মন দিয়েছি	এবার ঢেলে
কাজ কি আমার	জবার মালা	ধূপ দীপ আর	গঙ্গাজলে।
	ভক্তি-পুষ্প	পূজার তরে	
	সাজাই আমি	থরে থরে	
তোর চরণের	পাদ্য দিতে	নয়ন বারি	আপনি গলে।
	সহস্রারে	ঝর্‌বে সুধা	
	তাই যে তোর	মিট্‌বে ক্ষুধা	
তার তুলনায়	কি আছে মা	সাজিয়ে দিতে	ভোগের থালে।
	নৈবেদ্য তোর	শ্রীচরণে	
	আমার 'আমি'	দিব এনে	
রেণুর মন	তাই মা নাচে	জয় কালী	জয় কালী বলে।

৩ আষাঢ়

বন্ধ নয়ন খুলে দে মা দেখি চরণ নয়ন ভরে
রাঙ্গা জবায় রাঙ্গা চরণ সাজাই মনের মতন করে।
কৃপা তুই করিস্ যদি
দেখ্‌বো রূপ নিরবধি
সে সুখের আর নাই অবধি ছাড়্‌বো না মা তিলেক তরে।
খুঁজতে তোরে তীর্থ ঘাটে
বসেছিলাম শ্মশান বাটে
বাহির পানে দৃষ্টি ছিল পাইনি দেখা যুগান্তরে।
ফিরে এসে অন্তরেতে
দেখা পেলাম এক নিভৃতে
পূজ্‌বে রেণু নিশীথ রাতে মনের সাথে সন্ধি করে।

৪ ভাদ্র

রন্ধ্রে রন্ধ্রে কালীর দাগ অঙ্গে আমার আছে মিশি
সেই কালীর কালিমাতে দাগ ধরেছে মনে মসী।
(আমার) চোখে কালী মুখে কালী
মনে মনে জপি কালী
ধ্যান নয়নে ঐ চরণে
চেয়ে থাকি দিবানিশি।
সপ্তলক্ষ লোমকূপে
কালীর বীজ আছে চুপে
নয়নজলে অঙ্কুরিত
ভর্‌বে ডালি ঘরে বসি।
তোর নামেতে কর্ণভরা
রসনা তাই বাক্যহারা
জ্ঞানের বোঝা ফেলে দিয়ে
রূপ সায়রে নিত্য ভাসি।

বসনভূষণ নেই মা বলে পালিয়ে গেলি গোসা করে
রাজার মেয়ে তোরে ডেকে পাইনে সাড়া আমার ঘরে।
হৃদয়-রাজ্য দেব ছেড়ে
বস্‌বি মা তুই আসন গেড়ে
দিবানিশি পূজ্‌বো বসি ভক্তি-পুষ্প চয়ন করে।
মানস পূজার উপচারে
পূজ্‌বো রাঙা চরণ ধরে
দ্বাদশদলে রাজ্যপাটে দেখ্‌বে রেণু নয়ন ভরে।
যে উপচার তোর মা রুচি
তাই দিয়ে মা হব শুচি
আনন্দে মন উঠ্‌বে গেয়ে নয়নে তাই অশ্রু ঝরে।

বন্দি তোরে মাগো শ্যামা আসন পেতে হৃদয়দলে
রাঙা চরণ ধুইয়ে দেবো নয়ন গলা অশ্রুজলে
অন্তরেতে দ্বাদশদল
সেথায় ফোটে ভক্তি-কমল
তাই দিয়ে মা সাজাই আমি রাঙা দুটি চরণতলে।
মানস পূজায় ভক্তি ডোরে
বাঁধ্‌বো চরণ বক্ষে ধরে
সেই আশাতে নয়ন ঝরে লুকিয়ে আমার ছয়টা খলে।
সাধন আমার অন্য পথে
কাঁদ্‌তে হয় মা দিনে রাতে
এবার আমি দেখ্‌বো তোরে কেমন করে পলাস্ ছলে।

৩ আষাঢ়

মন্ত্র আমি পাইনে তারা তন্ত্রসারের গ্রন্থ খুঁজে
ধ্যানে আমি 'মা' চিনেছি মায়ের নামে নয়ন বুঁজে।
মায়ের রূপে নয়ন ভরা
সেই মূরতি মনে গড়া
মন যে মায়ের চরণে পড়া কাল কাটে মোর মাকে পূজে।
কোন্ বীজে মা করবো সাধন
কোন্ মন্ত্রে মিল্‌বে চরণ
পরাতত্ত্ব হয়নি স্মরণ কেবল পেলাম মনে বুঝে।
হৃদয়দলে আসন পেতে
আমি পূজি রাত নিভৃতে
মা দাঁড়িয়ে অসি হাতে রিপুদলে তাড়ায় যুঝে।

৬ আষাঢ়

ভবের ঘরে জন্ম নিলাম ভবতারিণী পূজ্‌বো ব'লে
মনে মনে পূজি শ্যামা মন-কুসুমে চরণতলে।
লাখ জনমে জম্‌লো আশা
ঐ চরণে বাঁধ্‌বো বাসা
এবারে মা সুযোগ দিয়ে আসন পাতে হৃদয়দলে।
শেষ হল মার লুকোচুরি
নাম রেখেছি বক্ষে ধরি
এবার তারা স্মরণ করি মন যে আমার এগিয়ে চলে।
ধরার ঘাটে আনাগোনা
আমার ত মা আর হবে না
যা ছিল মোর পাওনা দেনা দিলাম মায়ের হাতে তুলে।

৩০ পৌষ

লোক দেখানো মায়ের পূজায় মন আমার আসে ফিরে
তাই পূজি মোর মায়ের চরণ একলা আমার আঁধার ঘরে।
আমার ঘরে দীপ জ্বলে না
আরতিতে মন ভরে না
হৃদয়মাঝে মণিদীপে নীরাজনা স্বপনঘোরে।
জাগরণে মার রূপে ভরা
বিশ্বজগৎ দেখি গড়া
নিশীথ রাতে ধোয়াই চরণ একলা বসি অশ্রুনীরে।
মনের মাঝে ফুটেছে ফুল
মন ভরেছে গন্ধে অতুল
তোর চরণে অর্ঘ্য দিয়ে দেখি আমি নয়ন ভরে।

১৯ ফাল্গুন

হৃদয়-আসন পেতে রাখি রাঙা চরণ পাব বলে
সেই আনন্দে আজিকে মোর মন উঠেছে আপনি দুলে।
কুল-কুণ্ডলিনী জাগিয়ে দিয়ে
ভক্তি-পুষ্প হাতে নিয়ে
স্বাধিষ্ঠানে মণিপুরে দেখ্‌বো তাঁরে আঁখি মেলে
সহস্রারে সুধা ঝরে
পান করি তাই পরাণ ভরে
হৃদয় আমার উঠ্‌বে ভ'রে দেখিস্ চেয়ে কুতূহলে।

আমার হৃদয় বীণার তারে সুর উঠেছে কি ঝঙ্কারে
উদারা মুদারা তারা ধরে তারা জাগে সপ্ত সুরে।
আমার নীরব সুরসাধনা
মা বিনে আর কেউ জানে না
সেই ত আমার পূজার্চনা
ডাক দেয় মা রাত গভীরে।
বীণায় আমার যে সুর বাজে
অর্থ কিছুই জানি না যে
চিত্ত শুধুই তারি টানে
যায় ভরে মা কোন্ গভীরে।

২৭ শ্রাবণ

কাজ কি আমার সন্ধ্যা পূজা পূজি যে মার রাঙ্গা পায়
সন্ধ্যা সেথা বন্ধ্যা হ'য়ে মার চরণে শরণ চায়।
ঐ রূপে যে হয়ে মগন
বাঞ্ছা করে মায়ের চরণ
কৌতুকে তা হেরি আমি
ত্রিসন্ধ্যা তার বন্দনা গায়।
পূজ্‌বো না আর ঘটে-পটে
মা বিরাজে সর্বঘটে
বুকে বাজে চরণধ্বনি
সদাই আমার কানে যায়।
দ্বিজরেণু আছে ভাবে
নূতন ভাবে পূজ্‌বে শিবে
মন্ত্রতন্ত্র সাধন যন্ত্র
ও দিকে মন নাহি ধায়।

যখন আমি পূজায় বসি ডাকি আমার মুক্তকেশী
লুকিয়ে থেকে আড়ালেতে সাড়া দেয় মা মুচ্‌কি হাসি।
ঘটপট আর মূর্তি ফেলে
ভাসি আমি নয়নজলে
স্থান পেয়ে মার চরণতলে মন আমার হয় উদাসী।
ভাবনা ছেড়ে চরণ ধরে
আনন্দেতে মনটি ভ'রে
দেখি তখন বিশ্বজুড়ে চরণ মেলে এলোকেশী।
তাই ছেড়ে মা ভবের জ্বালা
বসে থাকি আমি একলা
চরণতলে লয়ে ভোলা যদি আসে উমাশশী।

১৮ চৈত্র

যখন পূজি ফুলে ফলে মুচ্‌কি হেসে যায় মা চলে
তখন ভাসি নয়নজলে মা আমারে নেয়গো তুলে।
আরতি দীপ মিথ্যে জ্বালা
মিথ্যে আমার ভোগের থালা
অঞ্জলি মোর যায় মা ভেসে পাইনে খুঁজে চরণতলে।
যখন আমার ধ্যানে বসি
মা আমার সম্মুখে আসি
রূপ ধ'রে মোর মন মিলিয়ে দেখি আমি নয়ন মেলে।
হৃদয়মাঝে পেতে আসন
মনে মনে পূজি চরণ
আড়ম্বরে কোন্ প্রয়োজন মারে পাই খেলার ছলে।

মহানবমী

(আমি) মনের পাতায় কালির দাগে বসে বসে আঁক কষেছি
যোগ-বিয়োগে খাতা সেরে পূরণ হরণ শেষ করেছি।
একাক্ষরী মন্ত্র জপে
মন আমার আছে ব্যাপে
সাধন যজ্ঞের কর্মযোগে বুড়ি ছুঁয়ে আজ বসেছি।
দিতে কাজের মন্ত্রণা
উঁকি মারে ছয়টি জনা
বাদ দিয়ে আজ এই আসরে তাদের আমি তুলে ধরেছি।
রেণুর মান সমান ক'রে
সমীকরণ পাতি ধীরে
নামের বর্গে চতুর্বর্গ ফল যে আমি হাতে পেয়েছি।

আমার মায়ের চরণ দুটি সাজাই আমি মনে মনে
যখন আমি খুঁজি তারে পাই মা আমার হৃদয় কোণে।
জলে স্থলে ভূমণ্ডলে
মা রয়েছেন চরণ মেলে
দেখি আমি নয়ন ভরে কাঙাল আমার মন-নয়নে।
রাঙ্গা জবায় রাঙা চরণ
সাজাই আমি মনের মতন
আল্‌তা রাঙা দেই মা গুলে নয়ন মেলে ঐ চরণে।
এই পূজা মোর মনে মনে
শেষ হয় মা শুভখনে
তার খবর কেউ না গণে লুকিয়ে রাখি ছয়টা জনে।

মনে মনে পূজ্‌বো শ্যামা মন চায় মোর যে প্রকারে
হৃদয়মাঝে মায়ের আসন কাজ কি আমার আড়ম্বরে।
কেন পূজি আর ঘটে পটে
মা বিরাজে সর্ব ঘটে
সেই কথা মোর শাস্ত্রে রটে আমি দেখি নয়ন ভ'রে
বাদ্যি বাজন ঢাকে ঢোলে
কি হবে মন্ত্র কণ্ঠে নিলে
অন্তরে মোর মাতৃ-তন্ত্র পূজি তাই মা সেই আচারে।
নয়ন-বারি পাদ্য করি
ধোয়াই চরণ বক্ষে ধরি
পূজা নেন মা শঙ্করী রেণুর মনের গুণ বিচারে।

৪ অগ্রহায়ণ

চিন্‌তে তোরে জনম গেল বল্‌ মা কেন চন্দ্রাননে।
তুমি গৌরী গিরির ঘরে
শিব জায়া শিবের বরে
এই ভুবনের দ্বারে দ্বারে
জগন্মাতা নিলাম চিনে।
নয়নে তোর রূপটি মাখা
হৃদয়ে সেই মূর্তি আঁকা
নয়ন মুদে তাই দেখি মা
নয়নমাঝে মন-নয়নে।
(মোর) মনের পূজা মনে মনে
চল্‌ছে মাগো নিশি দিনে
সাঙ্গ হয় না সেই পূজা মা
বসিয়ে হৃদি-পদ্মাসনে।
বস্‌বি মা তুই চরণ মেলে
অর্ঘ্য দেব থালে থালে
এ পূজা আর জানবে না কেউ
মাগো আমার তোমা বিনে।

মায়ের নামে নয়ন ঝরে মূর্তিতে তার হৃদয় ভরে
কণ্ঠে এনে দিবানিশি তাই ত নাম রাখি ধরে।
গানের মালা রাখি গেঁথে সাজাই চরণ দিনে রেতে
নিভৃতে গান গাই গোপনে গান শোনেন মা একলা ঘরে।
আমার সেই গোপন বাণী হল যে আজ কানাকানি
লোকে বুঝি নিল জানি মায়ের স্নেহ আমার পরে।
ধন্য জীবন 'রেণুর' ভবে আর কিবা মন ভাবনা রবে
জীবন মরণ একাকারে মারে পূজি অন্তরে।

১৬ পৌষ

নন্দনেরই গন্ধ ঘ্রাণে মন জাগে মোর আপন মনে
ধরার ঘরে জেগে থাকি স্বর্গ সুখের স্পর্শনে
সেথায় আমার মায়ের ঘরে
ডাক এসেছে পূজার তরে
ভক্তি-পুষ্প চয়ন করি মিশায়ে প্রেম-চন্দনে।
মাতৃ নামের ছন্দে মেতে
বন্দনা গাই নিশীথ রেতে
সন্ধানে তার পুলক জাগে আকুল হিয়ার কম্পনে।
চিত্ত চিদানন্দে ভরা
ডাকি তারা দুঃখহরা
আপনাকে মোর শেষ নিবেদন ত্রিনয়নীর ঐ চরণে।

১১ কার্তিক

(আমি) ধন পেয়েছি মনের মতন আমার মায়ের রাঙা চরণ
সফল হ'ল ভবে আসা সফল আমার জীবন মরণ।
কাজ কি জবা বিল্বদলে
কি হবে অন্য ফুলফলে
ধ্যানে আমি পাই যে মাকে যখন মুদি দুটি নয়ন।
তুই যদি মা পথ ভুলে
আসিস্ হেথা নাচের তালে
(আমি) তাল দেব মা করতালে সাম্‌নে এসে দাঁড়াও যখন
ভোলারে তুই আন্‌বি সাথে
রইবি আমার নয়ন পথে
তখন যেন মনোরথে পাই যেন মা তোর দরশন।

নয়ন মেলে দেখ্‌বো তোরে বস্‌বি মা তুই হৃদ্‌কমলে
পূজ্‌বো রাতুল চরণ দুটি মন্ত্র জয়- কালী বলে।
ধুইয়ে দেব পদকমলে
নয়ন গঙ্গা অশ্রুজলে
ভক্তিপুষ্প চয়ন করি অর্ঘ্য দেব থালে থালে।
শ্মশান মশান বেড়াও ঘুরে
পাইনে মা তোর চরণ ধরে
আশায় আশায় দিন কেটে যায় দীনের দিন যায় বিফলে।
অন্তরে তোর চরণ ছাপে
অঞ্জলি দিই নিশি ব্যাপে
ভয়ে আমার মন যে কাঁপে মন যদি তোর নাহি টলে।

(আমি) মনে মনে পূজ্‌বো শ্যামা লুকিয়ে আমার গঞ্জনে
হৃদয়পদ্মে পাতি আসন বস্‌বি মা তুই সংগোপনে।
কখন দেখি ছয়টা চোরে
এক সাথে মা যুক্তি করে
আমায় নিয়ে বেড়ায় তেড়ে শান্তি পাই না জাগরণে।
শয়নে তাই একলা থাকি
সকল ভুলে তোরে ডাকি
মনে হয় মা দেয় না ফাঁকি সাড়া দেবে আমার ধ্যানে।
এম্‌নি করে রাতে দিনে
চল্‌ছে খেলা মায়ের সনে
একথা মোর মনই জানে খেলার ছলে চায় চরণে।

৪ কার্তিক

তোর পূজার আসনে বসি মন্ত্র পড়ে ডাকি তারা
মৃন্ময়ী তোর মূর্তিখানা চিন্ময়ী সে দেয় মা সাড়া।
তোর পূজা মা বিশ্বজুড়ে
দেখি আমি নয়ন ভ'রে
সাড়া দেয় মন একই সুরে তখন পূজি ভবদারা।
পশু-পাখী নর-বানরে
গান ধরেছে মা মা স্বরে
ডাক পড়েছে আমার ঘরে ধ্যানে বসি নূতন ধারা।
শিখি নাই মা তন্ত্র-মন্ত্র
পাতি নাই মা কালী-যন্ত্র
আমার জানা একটি তন্ত্র মন নয় মা'র চরণ ছাড়া।

বনের ফুলে পূজ্‌তে গিয়ে মন চলে যায় বনে বনে
মন-কুসুমে পূজ্‌বো শ্যামা অর্ঘ্য দেব ঐ চরণে।
ভক্তি-চন্দন মাখিয়ে ফুলে
অঞ্জলি দি চরণমূলে
চল্‌বে পূজা দিনেরাতে জান্‌বে না কেউ অন্যজনে।
তখন রেণু নয়ন মুদে
ডাকবে শ্যামা জন্মদে
ভয় ভেঙ্গে তার শেষ বিপদে মানস পূজা মনে মনে।

১০ অগ্রহায়ণ

ঘর-ছাড়া মোর মন্‌টারে তুই বাঁধ্‌লি মাগো কেমন করে
রাঙা চরণ প্রেমের ফাঁসে পড়্‌লো বাঁধা মায়া ডোরে।
মনে হয় মা ভবে আসি
জন্ম-জন্ম রইব বসি
দেখ্‌বো উদয় উমাশশী
আঁধার হৃদয় গগন 'পরে।
দ্বাদশদলে আসন পাতি
পূজি চরণ দিবারাতি
মন রবে তাই হর্ষে মাতি
ষট্‌চক্র শোধন করে।

মন্দিরে আর কাজ কি আছে পূজার ফুল মা হাতে করে
হৃদয় দুয়ার আছে খোলা সেথায় পূজি চরণ ধরে।
দ্বাদশদলে আসন পেতে
মা রয়েছেন হর্ষে মেতে
পূজ্‌বো বসে এক নিভৃতে আনন্দে তাই নয়ন ঝরে।
অন্তরে মোর এলোকেশী
লীলার ছলে আছেন বসি
তাই ত মোর মন-উদাসী পরবাসী ভবের ঘরে।
গানের ধ্যানে একলা বসি
উদয় দেখি উমাশশী
পূজি তখন সারা নিশি জানে না কেউ ঘরে পরে।

২৪ ভাদ্র

স্বপন ঘোরে রাঙা জবা নিত্য আমি আনি তুলে
সাজাতে মার চরণ দুটি জয় কালী জয় কালী বলে।
পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি
মা মা বলে তারে ডাকি
যদি কখন পথের পাশে দেখা দেয় সে মনের ভুলে।
মানস পূজা মনে মনে
চলে আমার সংগোপনে
লুকিয়ে আমার অন্যজনে ভক্তি-চন্দন মাখিয়ে ফুলে।
মার চরণের আল্‌তা রঙে
মন তখন মোর আপনি রাঙে
এ ঘুম যেন আর না ভাঙ্গে দাঁড়িয়ে ভব- নদীর কূলে।

সাধন শক্তি

সাধক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মানসপূজার দ্বারা মায়ের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। সেখানে তাঁহার ঘটে পটের বালাই নাই। পূজারাধনার পর মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সাধক সাধনশক্তি লাভ করিয়া ধন্য হন। তখন তাঁহার আর কোন অভিযোগ নাই। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে গেলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রার মধ্যে কুলকুণ্ডলিনীবেষ্টিত চৈতন্যময়ী দেবীর সৌন্দর্যসায়রে অবগাহন করিতে হয়—তাহাতেই সাধকের সিদ্ধির আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দময়ী অবাঙ্‌মনসোগোচর সত্য স্বরূপিনী শক্তি দেবী শ্যামা মায়ের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করিয়া সাধক পরমানন্দ লাভ করেন। ইহাই তাঁহার সাধনশক্তি। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রমুখ সাধকেরা সেইভাবেই সাধনশক্তি লাভে সমর্থ হন। সাধনশক্তি লাভের জন্য কিভাবে ষট্‌চক্র ভেদ করিতে হয় তাহা সাধক কবিদের গানে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে মহামায়া তত্ত্বটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য' গ্রন্থে—"যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া; কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে, সেই ভগবদ্ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। মায়াকে ত্যাগেই আমাদের সাধনার সম্পূর্ণতা নয়, মায়াকে সরাইয়া সেখানে মহামায়ার প্রতিষ্ঠা—এখানেই সাধনার সম্পূর্ণতা।" তাহার জন্য মানসপূজাই যথার্থ পূজা। তাহার ফলেই মাকে সাধকসন্তান আপন অন্তরে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন ও সাধনশক্তি লাভে সমর্থ হন। 'সাধনশক্তি' বিষয়ক গানে সেই কথাই বলা হইয়াছে—

"তন্ত্রসার দোহন করে সাধনতত্ত্ব পেয়ে গেছি
আর কি আমার ভাবনা আছে পূজা হোম সব ছেড়েছি।
সুষুম্নার পথ ধরে
ষট্‌চক্র ভেদ করে
কুণ্ডলিনীর সাথে যাব সেই আনন্দে মজে আছি।

ব. বি./শ্যামা-সঙ্গীত/২২-১৫

মূলাধারে জেগে উঠে
স্বাধিষ্ঠানের গ্রন্থি টুটে
মণিপুরে যাব চলে সেই আশাতে সব ভুলেছি।
অনাহত তার পরে সে
বিশুদ্ধাখ্য ছাড়িয়ে শেষে
পৌঁছে যাব আজ্ঞাচক্রে মায়ের সাথে তাই ভেবেছি।
পেরিয়ে গিয়ে দ্বৈতসীমা
আমায় নিয়ে যায় যেন মা
সহস্রারে শিব-সকাশে কাতর প্রাণে তাই যে যাচি।"

সাধন ফল প্রত্যাশী ভক্তের মুখে অন্যত্র বাহির হয়—

"রেণু এখন দিন পেয়েছে
তার সাধন-তরুর ফুল ফুটেছে
ফলের আর নেইক দেরী দেখ্‌বো তোরে হৃদে পূরে।"

মা মা বলে তোরে ডাকি বেলাশেষে আয় মা ঘরে
আর কত কাল দিয়ে ফাঁকি শ্মশান-মশান বেড়াবি ঘুরে।
হৃদয়-আসন শূন্য আছে
বস্‌বি মা তুই মনের কাছে
ধর্‌বে তোমার লুকোচুরি নয়ন-মনে যুক্তি করে।
আমায় এবার না ডাকিলে
প্রাণ যাবে মা অবহেলে
কণ্ঠমালায় পর্‌বি গেঁথে আমার মুণ্ড হাতে ধরে।
স্নেহ-ধারা পাষাণ প্রাণে
ফল্গুধারা আন্‌বে টেনে
রেণু তোর মা কেমন ছেলে দেখ্‌বি এবার নয়ন ভ'রে।

(ওরে শমন) কণ্ঠ চেপে ধর্‌বি বলে আনন্দে তুই এলি তেড়ে
আনন্দময়ী মা যে আমার সে কথা কি মনে পড়ে।
তোরে ভয় কর্‌ব যদি
বৃথাই আমি কালী বলি
বৃথাই আমার জীবন গেল মায়ের চরণ আশা করে।
কালেরে ভয় দেখাবো বলে
বসে আছি কালীর ছেলে
কালের রাজা মহাকালে মার চরণ বক্ষে ধরে।
মাতৃনামের সুধা পানে
কণ্ঠে শক্তি দ্বিগুণ আনে
সেই ভরসায় নাম করি মা ভয় ভাবনা সকল ছেড়ে

আমি যখন থাকি বসে ঠাঁই করে মা আমার পাশে
ভয়-ভাবনা সকল ভুলে যাত্রা করি সেই সাহসে।
দশজনে মা যুক্তি করে
জোট বেঁধেছে ভবের ঘরে
ছয় জনারে দিল ভেড়ে আজ্‌কে আমার সবাই বশে।
যারা আমার ছিল অরি
ডাকে তারা হাতটি ধরি
শুনেছে মা শঙ্করী আমায় কত ভালবাসে।
দ্বিজ রামের এ শুভদিনে
বিলাবে সে বিশ্বজনে
পেয়েছে যে করুণা ধনে তাই ত মন হর্ষে ভাসে।

৮ অগ্রহায়ণ

ভক্তি দিয়ে পূজ্‌বো না মা আস্‌বি মা তোর ছেলের তরে
নিত্য রবে আনাগোনা বাঁধা মা তুই স্নেহডোরে।
শেষের দিনে কালী বলে
ঠাঁই যেন হয় মায়ের কোলে
নিশ্চিন্তে মা ঘুমিয়ে পড়ি দামাল ছেলে যেমন করে।
দেখ্‌বে জগৎ নয়ন মেলে
মায়ের আদর পেয়ে ছেলে
নাচে কেমন তালে তালে মন বাঁধা তার মনের জোরে।
রেণুর সেই শুভদিনে
আস্‌বি মা তুই পথটি চিনে
সেদিন যেন ত্রিভুবনে আর তোরে কেউ রাখে না ধরে।

১০ অগ্রহায়ণ

পূজা পেয়ে লোভ বেড়েছে ঘুরে বেড়াও ঘরে ঘরে
ডাক্‌বো না আর আবাহনে ধ্যানের মন্ত্রে পূজার তরে।
আমার জন্য করলে কত
বুঝে নেব মনোমত
পাওনা-দেনায় হিসাব দেখে নেব এবার খাতা সেরে।
হৃদয়ে রেখে মুক্তকেশী
জপ করেছি দিবা-নিশি
তাই পলাশে মুচ্‌কি হাসি দাঁড়িয়ে আমি দেখি দূরে।
রেণু এখন দিন পেয়েছে
(তার) সাধন-তরুর ফুল ফুটেছে
ফলের আর নেইক দেরী দেখাবো তোরে হৃদে পূরে।

২৩ শ্রাবণ

ভবের খেলা শেষ করেছি নাই মা আমার আর কামনা
তবু কেন মনের ভুলে রাঙা চরণ রয় বাসনা।
শেষ কামনা চরণে দিয়ে
বস্‌বো আমার বুড়ি ছুঁয়ে
দেখ্‌বো এবার কিবা ক'রে মুক্তকেশী শবাসনা।
লক্ষবার ভবের দোরে
কেন পাঠায় আমায় তেড়ে
বুঝে নেবো তারে ধরে মা বলে আর ছাড়্‌বো না।
মন দিয়েছি চরণতলে
সেই সে অমর সাধন বলে
পারে যাব অবহেলে আর্‌ ত ভবে আস্‌ব না।

আমি চরণ-ধনের অধিকারী

কোন্ সাহসে আগ্লে রাখে পাগল ভোলা ত্রিপুরারী।
আমার সাচ্চা সওয়াল সেরে
হকের জিনিস নেব কেড়ে
রায় দিয়েছে বংশীধারী করে নেব ডিক্রীজারী।
মায়ের ধন সন্তানে পায়
দায় ভাগের আছে দায়
তবে কেন নিরুপায় পথে পথে আমি ঘুরি।
রাঙা দুটি চরণ তরে
শব সেজে শিব আছে পড়ে
আমি মামলা দায়ের করে করবো তারে পথ ভিখারী।

মার আদি-অন্ত খুঁজ্তে গিয়ে প্রাণান্ত মোর যায় যে ঘটে
সর্বকালে মা বিরাজে সত্য কথা শাস্ত্রে রটে।
তাই ত মায়ের পাইগো সাড়া
কখন বা হয় চরণ ধরা
পূজি যখন বসে এক্লা সাম্নে রেখে ঘটে-পটে।
মহাকাশে মিল্বে যে দিন
ঘটাকাশের হবে সুদিন
ঐ চরণে মিশে রব ফির্ব না আর ভবের মঠে।
তন্ত্র-মন্ত্র সব ছেড়েছি
মায়ের নামে জেগে আছি
তাইত আমার হ'ল চেনা মা ও বুঝেছে ছেলে বটে।

কোন্ সুযোগে　লুকিয়ে মাগো　শ্মশান-মশান　বেড়াও ঘুরে
কর্ম ডোরে　বাঁধ আমায়　বাঁধ্‌বো তোমায় ভক্তিডোরে।
ভবের ঘরে　মায়ার ঘোরে
পড়ে আছি　একলা দূরে
মা হয়ে মা　খোঁজ রাখ না　আছে কোথায়　ছেলে পড়ে।
দেখ্‌বো বাঁধন　শক্ত কার
ছেলের কাছে　মায়ের হার
দেখ্‌বে আজ　জগৎবাসী　তারা আমার　যাবে হেরে।

১৫ অগ্রহায়ণ

নেংটা মায়ের　ছেলে হ'য়ে　কিসে আর　আমি ডরাই
করুণা তোর　আছে যত　করিস্ নে মা　আর সে বড়াই।
আমি মনে মনে　গৃহবাসী
কর্‌লে এনে　মন-উদাসী
রাজার মেয়ে　এলোকেশী　নূতন কিছু　দেখে যাই।
পাইনে আমি　মায়ের স্নেহ
ডেকে আমায়　নেয়নি কেহ
কোন্‌টি আমার　আসল গেহ　আমি ত আজ　ভেবে না পাই।
যেমন রাখ　তেমনি রবে
রেণু ভবের　কিছু না লবে
তোর চরণে　তুলে দেবে　শেষের কথা　তোরে জানাই।

নাম-মহিমা

তন্ত্রে বলা হইয়াছে, 'গুরু কৃপাহি কেবলম্'। গুরুর মধ্য দিয়া ইষ্টলাভ সম্ভব। তাহার জন্য প্রয়োজন সদাসর্বদা ইষ্টনাম জপ করা, ধ্যান করা। কলিযুগে 'নামই সারবস্তু'। সেই নামের কৃপায় সাধক ভবমুক্তি লাভ করে। মধ্য-যুগের দিব্যোন্মাদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সেই নামের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ ছিল—অবিরত নামামৃত পান কর এবং ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সাধনায় রত হও। শাক্ত-সাধক রামপ্রসাদও সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়া গিয়াছেন। মাতৃনামের ডিঙায় চাপিয়া ভবসিন্ধু পারের মন্ত্র তিনি দিয়াছেন। কালী নাম জপিতে জপিতে তিনি হইতেন বিভোর চিত্ত এবং এই মাতৃনামেই তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আপন সাধন-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়াছিলেন—নামের মহিমা অপার। সাধন-শক্তির পর সাধকের কণ্ঠে 'মা' 'মা' ডাক ছাড়া অন্য কোনো নাম নাই—মা ছাড়া সাধক অন্য কিছু ভাবিতে পারেন না। জীবন-সায়াহ্নে সাধক নামের ভেলায় ভবসিন্ধু পার হইতে চান—

"মায়ের নাম লইতে অলস হইও না
(রসনায় যা হবার হবে)
দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে) মা আরো পাবে
ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে?
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে
নিওরে নিওরে নাম শয়নে-স্বপনে।
সচেতনে থেক (মনরে আমার) কালী বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে।"

তিনি মায়ের নাম ভরসা করিয়া—মায়ের শ্রীচরণে প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই পদাবলীতেও সেই 'নাম-মহিমা' অভিব্যক্ত। মাতৃ-নামেই কবিচিত্ত আত্মবিভোর—

"মধুমাখা মায়ের নামে ডাকি তাই মা 'মা' 'মা' বলে।
মায়ের নামে কণ্ঠ ভরা নামটি মায়ের মধুক্ষরা
নতুন করে মাকে যে পাই মাতৃনামের মধু বোলে।"

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লার বধূর কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—
'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে'

এই পদাবলীতে 'নাম-মহিমা'র সঙ্গীতে 'মা' 'মা' ডাকে সেই নয়নাশ্রুপাতের ছবিটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে —

"মা পেয়েছি নামের মাঝে
নাম করে মা তোরে পূজে
নয়ন গলা অশ্রুজলে বক্ষ আমার যায় রে ভাসি।"

নামের এতই মহিমা যে সেই নামকে নিজ কণ্ঠে জপমালার ন্যায় ধারণ করিয়া জীবনকে আলোকিত করিতে সক্ষম—

"নাই মা আমার জপমালা
সন্ধ্যাপূজা দীপ জ্বালা
মায়ের নামে হৃদয় আলা নাম জপি তাই শুভক্ষণে।"

নয়ন-ভরে দেখি মাকে পরাণ ভরে ডাকি তারা
হৃদয় মাঝে আসন দিয়ে নয়নে বয় অশ্রুধারা।
জগন্মাতা বিশ্ব ঘুরে
বেড়ায় আমার কাছে দূরে
আমি যখন ডাকি তারে সাড়া দেয় মা ভবদারা।
আমি নয়নে নয়নে রাখি
দিবানিশি মুদে আঁখি
রাঙা চরণ চেয়ে দেখি মন নয় মা'র চরণ ছাড়া।
রেণু আজ বাইরে অন্ধ
মিটিয়ে নিল দ্বিধা দ্বন্দ্ব
নাহি আর কোন সন্দহ আপনাতে সে আপনি হারা।

১৪ অগ্রহায়ণ :

কালী বলে কাল কাটে মোর দিন যায় সুখে দিন-তারিণী
নামে মা তোর অমৃত ঢালা পান করি মা তাই যে জানি।
জীবন্মৃত ধরার ঘরে
ছিলাম মাগো আমি পড়ে
নামের সুধা পানে আমার
পরাণে সুর দিল আনি।
নামের গুণে বিশ্বজুড়ে
যে গান আজি উঠল ভরে
তারে যদি আমার গানে
ধরতে পারি ভাগ্য মানি।

১৬ অগ্রহায়ণ

এমন মধুর নামটি কোথায় বল্ মা পেলি আমার তারা
নামের গুণে মোর নয়নে দিবানিশি বয় মা ধারা।
ভবের ভাবনা যায় মা দূরে
কত শান্তি হৃদয়পুরে
নামের গুণে নয়ন ভ'রে দেখি চরণ ভবদারা।
মা মা ব'লে যখন ডাকি
সাড়া দেয় মা হৃদে থাকি
তখন সুখের আর কি বাকী মা নয় মোর তিলেক ছাড়া।
হৃদি-পদ্মে আসন পেতে
আগলে রাখি চারিভিতে
নামের বাঁধন স্বীকার করে সাকারা হয় নিরাকারা।

২১ অগ্রহায়ণ

দুর্গা নামে দুর্গতি যায় দুর্গা দুর্গা বলি তায়
তাই ত আমি দুর্গা ডাকি এ দুর্গমে সেই ত উপায়
সম্মুখে মা তুফান ভারী
তবু আমি ভরসা করি
দুর্গা নামে ভাসাই তরী
যাবে পারে সেই আশায়।
ঈশান কোণে মেঘ জমেছে
ঈশানীকে মন ডেকেছে
বিষাণ বাজে শুনি কানে
অভয়বাণী সেথায় পাই।
দশভুজা দশ দিকে
ব্যাপে আছেন দুর্গা রূপে
শ্যামল ধরায় পূজি চরণ
সকল ভুলে নিরালায়।

যখন ডাকি তারা তারা নয়নে মোর বয় মা ধারা
কণ্ঠ বেয়ে সুর উঠে মা উদারা-মুদারা তারা।
দেখি রেণুর হৃদাকাশে
মায়ের রূপটি নিত্য ভাসে
উজল হয়ে বিলায় আলো
তারা আমার কৃপাধারা।
পাষাণী মা তোরে বলে
দোষ দেয় গো ভক্তদলে
শুনে ভাসি নয়নজলে
চেনে না মা ভবদারা।
করুণাময়ীর করুণা হলে
ভক্ত হৃদয় শতদলে
আপনি এসে দেয় সে ধরা
ভেবে রেণু বাক্যহারা।

দুখ্ দিয়েছ তাই কি শ্যামা ভুল্‌তে পারি মাগো আমি
দুঃখহারা নামটি তব দিবানিশি তোমায় নমি।
সুখ দুঃখ জানি তারা
তোর চরণে হয় মা হারা
হাসিমুখে বইব সে-সব তুই ত জানিস্ অন্তর্যামী।
তোরই রাঙা চরণ চেয়ে
সুখ দুঃখ মা যাই যে ব'য়ে
তোর নামেতে ক'রে দিলাম দুঃখ সুখের সালতামামি।

কালী নাম সুধারাশি বিষয়ক্ষুধা দেয় মা নাশি
তৃষ্ণা কাটে ভবের ঘাটে বশ মানে মা ছয়টা দাসী।
আসা-যাওয়ার সাধ মেটে মা
মন চায় শুধু চরণ রাঙা
খেলাঘরে আসন ক'রে আমি যে মা স্বর্গবাসী।
নামের গুণে নিশি-দিনে
হর্ষ জাগে হেথায় মনে
'মা' 'মা' ডেকে দিবানিশি রামরেণুর যে মন-উদাসী।
নামের মালা কণ্ঠে ধরি
দিনের খেয়া সাঙ্গ করি
ভবের ভাবনা দিলাম ছাড়ি ভাবতে পারি এই ত কাশী।

৪ অগ্রহায়ণ

এত ডাকি মা মা বলি মা যদি মোর কাছে না আসে
ভাবনা মোর কোথা মাগো মাতৃনাম কণ্ঠে ভাসে।
যেই নাম সেই যে কালী
রসনা তায় মা মা বলি
বড় আনন্দে পথে চলি মনে হয় মা দাঁড়িয়ে পাশে।
নামের ডুরি বেঁধে রেখে
'মা' আনবো আমি ডেকে
জগৎবাসী দেখবে চোখে মন মোর তীর্থবাসে।
দ্বিজরেণু ধ্যানে জানি
জানাল এই সত্যবাণী
কেউ ভাসে যে নয়নজলে আবার কেউ দাঁড়িয়ে হাসে।

১৬ অগ্রহায়ণ

স্বপন ঘোরে নাম পেয়েছি তাই জপি মা দিবানিশি
সার ভেবে মা মনে মনে মুখে আমার ফুটলো হাসি।
মা পেয়েছি নামের মাঝে
নাম জপি তাই সকাল-সাঁঝে
আনন্দে মোর অশ্রু ঝরে বক্ষ আমার যায়রে ভাসি।
সংসারে যে দুঃখ নানা
তাই ত মায়ের দেখা পাই না
অন্তরে মোর নামের মালায় মাকে পাই একল' আসি।
ভক্তি-পুষ্পে পূজ্‌বো শ্যামা
ভক্তজনের মনোরমা
নামের মন্ত্র সার করেছি আর সবেতে মন-উদাসী।

৪ মাঘ

কালী বলে কাল কাটে মোর বড় আনন্দে মাগো তারা
নামের গুণে প্রেমানন্দে নয়ন বেয়ে বইছে ধারা।
(আমি) বোধন করি ফুলে ফলে
জয় কালী জয় কালী বলে
কতই ডাকি মা মা বলে
তখন কেন পাইনে সাড়া।
নয়ন মেলে খুঁজে মরি
লুকিয়ে বেড়ায় মা শঙ্করী
অন্তরে মার চরণ-চিহ্ন
তবু ভেবে হই যে সারা।
এমন দিন কবে হবে
নামের সাথে মা দাঁড়াবে
রেণু তখন নয়ন মুদে
দেখ্‌বে কেমন ভবদারা।

২৩ আশ্বিন

কালী বলে　　মাকে ডেকে　　ধারা বয় মা　　আমার চোখে
সেই আনন্দে　　দিবানিশি　　ভুলেছি আমি　　ভবের দুঃখে।
মোর দুঃখ সুখ　　আঁধার আলো
সব ভুলালো　　কালীর কালো
দিন কাটে মা　　আমার ভালো
নাম রসে　　ডুবে থেকে।
আমার ধরা　　সুখে ভরা
নামের মাঝে মা　　দেয়গো ধরা
মার মূরতি　　হৃদে ভরা
দেখি আমি　　লুকিয়ে রেখে।
দিনে-রাতে　　মনে মনে
ব্যস্ত থাকি　　আরাধনে
চিনি না আর　　অন্য ধনে
মা রয়েছে　　আসন জে'কে।

৮ আষাঢ

তোরে যদি　　না পাই শ্যামা　　আমি ত তোর　　নাম চিনেছি
ঐ অমৃত-　　রসপানে　　ক্ষুধা-তৃষ্ণা　　সব ভুলেছি।
বারে বারে　　পথে চেনা　　এমন মরণ　　আর হবে না
এই জীবনেই　　আনাগোনা　　এবার আমি　　শেষ করেছি।
ব্রহ্মরূপা　　সতী-উমা　　নাম ব্রহ্মে　　ডাকি শ্যামা
কেউ বলে সে　　হরের বামা　　আমি ত মা　　মা ভেবেছি।
চিদানন্দময়ী　　তারা　　রামের কণ্ঠে　　হও মা তারা
হৃদিপদ্মে　　উদয় হবে　　তাই ত আশায়　　বসে আছি।

১৯ পৌষ

আনন্দে আজ ধরি তান মা মা রবে গাই মা গান
মায়ের আমার নামের গুণে শীতল হ'ল আমার প্রাণ।
নাম ডাকি মার তারা তারা
নয়নে মোর বয় মা ধারা
সেই আনন্দে বিশ্বভরা
শুনি আমার পেতে কান।
নদ-নদী মা পাগলপারা
আনন্দে বয় ঝরণাধারা
ধ্বনি ওঠে মধুক্ষরা
মিলিয়ে আমার মনের তান।
সেই সুরে মোর বিশ্বভুবন
মাতৃনামে আছে মগন
এই ত আমার পুণ্য লগন
আপনারে তাই করি দান।

৩০ চৈত্র

চরণতীর্থ

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া সাধক তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হিসাবে মায়ের অপার করুণার পরিচয়ে পরম আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ী, মায়ের নাম জপ করিতে থাকেন। নাম জপিতে জপিতে বিশ্বময় কালীরূপ লক্ষ্য করেন। তখন কালীর কাল রূপের মধ্যে আপন অন্তরে এক অপরূপ আলো সন্দর্শন করেন। মনে হয় 'অপরা জন্ম হরা জননী' ভব সংসারে একমাত্র ভরসা। তাই মায়ের অভয়-চরণ স্মরণ করিয়া আপনাকে সর্বতীর্থসার মায়ের চরণতীর্থে নিজেকে সমর্পণ করেন। সাধক রামপ্রসাদ তাই গাহিয়াছেন—

"অপার সংসার নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, করগো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার॥

তাই নামামৃত পান করিতে করিতে রামপ্রসাদ শ্রীপদ ধ্যান করিতে থাকেন—

"কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥"

তিনি 'অতি মূঢ়মতি' 'ভকতি স্তুতি' জানেন না—
"দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখ রে।"

এই ব্রহ্মময়ী মায়ের রাঙা শ্রীচরণের প্রত্যাশায় পরমেশ্বর শিব আপন বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কাজেই রামপ্রসাদও সেই মরণজয়ী 'অভয় চরণে'র কথাই স্মরণ করিয়াছেন—

"কালো পরে কালীপদ সে পদ হৃদে ভাবিয়ে
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ কি করে তার মরণ ভয়ে।"

আমার জীবনের সকল হিসাব-নিকাশ মায়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে চাই। আমার ভরসা শুধু ঐ 'অভয় চরণ'—

ব. বি./শ্যামা-সঙ্গীত/৩২-১৬

"তোর চরণে করব নতি
এই তো আমি সার বুঝেছি।

*　　*　　*　　*

সকল হিসাব শেষে কালী
তোর চরণে দেব ডালি
প্রারব্ধ আর প্রাক্তনে
মিলিয়ে এবার শেষ করেছি॥"

ঐ রাঙা চরণতীর্থ ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে চাহে না—পরম ভরসা কালীর চরণে আশ্রয় লইয়া পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই একমাত্র বাসনা। এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণগতপ্রাণা রাধিকার আত্মসমর্পণের সঙ্গে অনেকখানি মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। দাসী হইয়া শ্রীরাধিকা যেমন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিশ্চিত প্রবেশ করিতে চান—সেইরূপ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে কালীরচরণে সমর্পণ করিতে চাওয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নের এই পদটির মধ্যে পাওয়া যায়—

"মন আমার	জানে না মা	তোর রাঙা দুটি	চরণ বই।
	শুন্‌ব বলে	চরণধ্বনি	
	নিশীথ রাতে	প্রহর গণি	
পথ পানে মা	চেয়ে চেয়ে	কান পেতে মা	শুয়ে রই।
	ঘুম ভেঙ্গে মা	জেগে উঠি	
	মার চরণে	পড়্‌তে লুটি	
খুঁজে ফিরি	দিগ্‌বিদিকে	ভাবি আমার	শ্যামা কই।
	যবে মাগো	ধ্যানে বসি	
	দেখ্‌বো আমার	উমাশশী	
এ অতলের	ভাবনা ভুলে	পাব মাগো	আমি থই।"

"আর কোন সাধ নাই মা আমার সবই মা তোর চরণতলে

*　　*　　*

আর কেন মা ভেবে মরি
এবার আমি যাত্রা করি
চরণতীর্থে রব পড়ি করবি ক্ষমা অবোধ বলে।"

সুখ-দুখ জানিনে শ্যামা তোর নামে মা মজে গেছি
লাভালাভ ভাল-মন্দ ঐ চরণে সঁপে দিছি।
পিপীলিকা আমার মতি
ক্ষীরোদ সাগর হয় মা গতি
তোর চরণে কর্‌বো নতি
এই ত আমি সার বুঝেছি।

ভবের ঘরে নিকেশখানা
মিথ্যে শুধু আনাগোনা
গুটিপোকার জাল যে বোনা
এবার আমি জের দেখেছি।

সকল হিসাব শেষে কালী
তোর চরণে দেব ডালি
প্রারব্ধ সঞ্চিতরে এবার তুলি
সব মিলিয়ে শেষ করেছি।

আর কোন সাধ নাই মা আমার সবই মা তোর চরণতলে
রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা আপন হাতে দেব তুলে।
রক্ত-চন্দন মাখিয়ে জবা
রাঙা পায়ে সাজে কিবা
তাই ভাবি মা রাত্রি-দিবা কাছে আয় মা চরণ ফেলে।
হৃদয়-আসন পেতে রাখি
জ্বালাই যুগল নয়ন বাতি
পথ চেয়ে যায় সারারাতি তুই কি তবু থাক্‌বি ভুলে
আর কেন মা ভেবে মরি
এবার আমি যাত্রা করি
চরণতীর্থে রব পড়ি কর্‌বি ক্ষমা অবোধ বলে।

কালী মায়ের পদতলে অজপা মোর যেন ফুরায়
জয় কালী জয় কালী বলে যেন আমার জীবন যায়।
কি হবে মোর যাগযোগে
কি হবে মা পূজাভোগে
মাতৃনাম অনুরাগে যেন আমার দিন ফুরায়।
অনাহতে ইষ্টাসনে
হেরব তোমায় সংগোপনে
কেউ যেন না চায় ফিরে এমনি করে পেতে চাই।
সমুখে মোর না দাও দেখা
দৃষ্টি আমার রবে ফাঁকা
নয়ন মাঝে ধ্যানাসনে তোর চরণে মাগি ঠাঁই।

আমার) মন্ত্রে তারা যন্ত্রে তারা তারা আমার মনের ধ্যানে
তারার চরণ চাই মা আমি মোর হৃদয়ের গোপন স্থানে।
সবাই কাঁপে কালের ত্রাসে
সেদিন যেন পাই মা পাশে
যেদিন শমন ধর্‌বে কেশে এসে আমার এ অঙ্গনে।
পরপারের পিছল পথে
মুক্তকেশী থাক্‌বি সাথে
আমি যে মা সকল ছেড়ে ঠাঁই নিয়েছি ঐ চরণে।

মন আমার জানে না মা তোর রাঙা দুটি চরণ বই।
শুনবো বলে চরণধ্বনি
নিশীথ রাতে প্রহর গুণি
পথপানে মা চেয়ে চেয়ে কান পেতেগো শুয়ে রই।
ঘুম ভেঙ্গে মা জেগে উঠি
তোর চরণে পড়তে লুটি
খুঁজে ফিরি দিগ্‌বিদিকে কইগো আমার শ্যামা কই।
শুধু বসে ধ্যানাসনে
দৃষ্টিবদ্ধ ঐ চরণে
হেরে তোমায় অন্তরেতে ঐ যে আমার শ্যামা ঐ।

কামনা মোর শেষ করেছি চলে যাব হেসে খেলে
এবার আমার দিনের শেষে ভবের সাধের খেলা ফেলে।
রাঙা চরণ আমায় ডাকে
নূতন আশা মনে থাকে
উঁকি মারে একে একে বাসা খোঁজে চরণ-তলে।
সাধ যায় মা ঐ চরণে
ফুল দিই গো নিশি-দিনে
ধুইয়ে দিই মা পথের ধূলা নয়ন গলা অশ্রুজলে।
তুই যদি মা পথ ভুলে
দিস্‌ মা দেখা ছেলে বলে
রাতুল চরণ রাখি ধরে শূন্য আমার হৃদয়দলে।

২১ পৌষ

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী
যার চরণে তীর্থরাশি গয়া গঙ্গা বারাণসী।
মায়ের রাঙা চরণতলে
মনরে তুমি দাও না ঢেলে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভুলে হবেন এসে মা পরবাসী।
সাজ-সজ্জা-আড়ম্বরে
পূজ্‌তে গিয়ে পাই না তোরে
কোথায় গিয়ে পলায় দূরে আপন মনে মুচ্‌কি হাসি।
যখন আমি ধ্যানে বসি
দেখি মায়ের মুখে হাসি
উদয় রাতুল চরণ মেলে হৃদাকাশে উমাশশী
তখন আমি অর্ঘ্য তুলে
দিইগো রাঙা চরণতলে
মা দেখে তাই নয়ন মেলে সুখে কাটে দিবানিশি।

২৯ মাঘ

পরিশিষ্ট

ফুল্লরা মা

তোর মহিমা ফুল্লরা মা সিদ্ধপীঠে জড়িয়ে আছে
শিলাময়ী জননী তোর দর্শনে যে পরাণ নাচে।
সতীদেহের অংশ পাতে
ফুল্লরা পীঠ জানি তাতে
অপূর্ব সে মাহাত্ম্য তার শক্তি সাধক জনের কাছে।
শিবাভোগ আর পূজাবলি
যে দেখেছে সে সকলি
সকল সাধন গেছে ভুলি থাকতে সে চায় তোরই পাছে।
কত সাধক সিদ্ধি পেল
সিদ্ধপীঠ মা তাই সে হল
সে সাধনার খানিক পরশ তোর পায়ে মা রেণু যাচে।

তারাপীঠের তারা মা

শ্মশানবাসিনী তারা শ্মশানে দিন কেমন কাটে
তাই দেখতে এলাম মাগো। তারাপীঠের নদীতটে।
বশিষ্ঠ পূজিতা তারা
বামাক্ষেপায় দিলে ধরা
স্থান-মাহাত্ম্য জানি মা তোর আমার ভাগ্যে যদি ঘটে।
মহাপীঠে করতে সাধন
গোপনে চায় আমারও মন
পারিনে তাই বেদনা পাই এমনি কপাল আমার বটে।
মধ্য নিশায় শ্মশান মাঝে
তোর চরণের ধ্বনি রাজে
সেই ধ্বনি মোর বুকে বাজে ধন্য হলাম তারাপীঠে।

২৩ বৈশাখ

নান্দকেশ্বরী মা

দক্ষরাজার নন্দিনীগো নন্দীপুরে লীলায় মেতে
বাঁধ্‌লে বাসা নদীতটে নন্দিকেশ্বর শিবের সাথে।
ময়ূরাক্ষীর মহাপীঠে
পঞ্চবটীর বৃক্ষবাটে
নন্দিনীর পাষাণ পাটে
লীলাময়ী দিনেরাতে।
লক্ষ জনের নাও মা পূজা
লুকিয়ে বসি দশভুজা
নির্জনে মা বৃক্ষমূলে
আসন তোমার রাখ পেতে।
রাঙা জবা সিঁদুর গুলে
অর্ঘ্য দিয়ে হাতে তুলে
কাল সায়রের দাঁড়িয়ে কূলে
পূজ্‌বে রেণু আস্‌তে যেতে।

২৩ বৈশাখ

কঙ্কালী মা

জয় মা কালী কঙ্কালীগো আসন তোমার শ্মশানঘাটে
উত্তরে বয় কোপাই নদী বিরাজ কর পূর্বতটে।
ঈশান দেবের বিষাণধ্বনি
মধ্য নিশায় আমি শুনি
গুপ্ত আছ কুণ্ড মাঝে ব্যাপ্ত চাই মা হৃদয়পটে।
বীর ভূমির প্রান্ত দেশে
কঙ্কাল তোর পড়্‌লো খসে
সতীদেহের অংশ নিয়ে দেবগর্ভার দিনটি কাটে।
রুরু সাথে তোর মা লীলা
কুণ্ড মাঝে চল্‌ছে খেলা

আমার যে মা	গেল বেলা	দিও চরণ	এই নাটে।
	পূজা ভোগ	আর বলিদানে	
	আনন্দ	তোর অঙ্গনে	
চৈত্র শেষে	মহামেলা	নয়ন ভরে	দেখি মাঠে
	লক্ষ সাধক	আছে আজও	
	মাগে মা তোর	পদরজঃ	
রামরেণুও	তাই মাগে মা	সাধক নয় সে	ছেলে বটে।

বক্রেশ্বর

অষ্টাবক্র	সাধন ক'রে	বক্রনাথে	রাখেন ধরে
মহিষমর্দিনী	কি তাই	আসন কর	যুক্তি করে।
	পতিনিন্দায়	অশ্রুজলে	
	দ্রবময়ী মা	উষ্ণ জলে	
সপ্তকুণ্ড	সাক্ষ্য দিলে	সতী দেহের	মনটি ভরে।
	মধ্য নিশায়	চরণধ্বনি	
	কর্ণে আজও	দেয় মা আনি	
শ্মশান মাঝে	দিনটি গণি	শ্মশান চিতার	ভস্ম ঝেড়ে।
	সাধকজনের	পদরজঃ	
	সেথায় মিশে	নিত্য আজো	
আমার মনের	মনসিজ	তাই-ত ফেলে	দিলাম দূরে।

ললাটেশ্বরী মা

কার ললাটের ঈশ্বরী মা ধ্যানে মগন শিলায় বসে
কালানলে ললাট পোড়া মোর কাছে মা আয় মা হেসে।
পাষাণী তুই শিলা স্তূপে
ঘুমিয়ে আছিস্ বড়ই চুপে
বিষ্ণুচক্রে সতীর নলা পড়্‌লো ভূমে হেথায় এসে।
ভৈরবে তাঁর সাথী করে
কালিকা পীঠ ধরার ঘরে
সেই পুরাতন স্মৃতি ধরে নলহাটী নাম আছে মিশে।
যোগেশে তুই নিবি সাথে
দাঁড়া রেণুর নয়ন পথে
নূতন বেশে দেখ্‌বো হেসে পূজ্‌বো মায়ে ভালবেসে।

…প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার অপূর্ব সমন্বয় শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সম্পদে আজ তিনি সমৃদ্ধ। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। … মুখোপাধ্যায় মহাশয় জগদম্বার সম্পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় তাঁহার কবিত্বশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া শ্যামা-সঙ্গীতের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।…আমি সত্য সত্যই আনন্দ লাভ করিলাম। আমার বিশ্বাস আমার ন্যায় অনেকেই ইহা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। কবি সমস্ত বাসনা জগদম্বার চরণে বিসর্জন দিতে চান। কিন্তু আমার বাসনা যে তাঁহার অপরোক্ষানুভূতির রসাস্বাদ আরও অনেকে লাভ করিবে। ইঁহাদের সংখ্যা হয়ত অধিক না হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহারাই Jesus Christ-এর ভাষায় Salt of the Earth। ইঁহারা আছেন বলিয়া জনসমাজ শীর্ণ-বিশীর্ণ হয় নাই। আমি কবির দীর্ঘ-জীবন কামনা করি জগতের স্বার্থে। তাঁহার সাধনা তাঁহার রচনার মধ্যেই মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ও প্রকাশ পাইবে।

প্রফেসর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
এম.এ., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট , বিদ্যাভারতী
সিদ্ধান্ত-আচার্য

…কবিতাগুলি সুলিখিত, মিলের পারিপাট্য, ভাষার মাধুর্য্য, ভাবের চমৎকারিতা, ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য গতি কবিতাগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।……… আমি কবিকে রামপ্রসাদের গোষ্ঠীভুক্ত তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণকারী একজন লেখক বলিয়া মনে করিলাম।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডি. লিট.,
সাহিত্যরত্ন

…মায়ের অনন্ত রূপ। ভক্ত সাধক কবি, তাই নানা ছন্দে নানাভাবে তাঁর মহিমা কীর্তন করেন। তাঁহাকে কখনও দেখেন করুণাময়ী রূপে, কখনও বা আনন্দময়ী রূপে। কখনও মা কবির চোখে দেখা দেন স্বপনচারিণী রূপে, আবার কখনও বা কালভয়হারিণী রূপে। এছাড়া তিনি ব্রহ্মময়ী, লীলাময়ী, ঐশ্বর্য্যময়ী রূপে তো প্রকট হনই। প্রত্যেকটি রূপের আস্বাদ স্বতন্ত্র, তাই সেখানে কবির ভাবও বিচিত্র ছন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে। ……এই মাতৃভাবে মুখরিত তাঁর পদাবলী—তাই এত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে। আশা করি শাক্তপদাবলীর প্রবহমান ধারায় শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই নবতর ধারাটির সংযোজন বাংলার ভক্তি-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সুপুষ্ট করিবে এবং গৌড়জন মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
এম. এ., পি. এইচ. ডি., সাংখ্যতীর্থ

পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায় বিরচিত শাক্ত পদাবলী পাঠ করে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেছি। তিনি একাধারে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রকৃষ্ট ভক্ত। জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে তাঁর যে জীবন-শতদলটি পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে, তাই তিনি পরমাজননীর শ্রীপাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করেছেন।

রমা চৌধুরী
এম.এ., পি.এইচ.ডি. (অক্সফোর্ড)

…ভক্তিরসকে অবলম্বন করেই গীতিকবিতা 'পদ' এর মর্যাদা লাভ করে। সেদিক থেকে দেখলে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় রচিত শাক্তগীতি কবিতাসমূহ নিঃসন্দেহে শাক্ত-পদাবলীর পর্যায়ভুক্তির যোগ্য। শাক্তপদ রচনায় তিনি শুধু প্রচলিত রস-পর্যায় অনুসরণ করেই ক্ষান্ত হননি, নিজেও নতুন কয়েকটি রস-পর্যায় সৃষ্টি করেছেন। যেমন স্বপনচারিণী মা, আনন্দময়ী মা, অন্তরবাসিনী মা, অভেদরূপিণী মা, ঐশ্বর্যময়ী মা ইত্যাদি। …… শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন নীরোগ, দীর্ঘায়ু লাভ করে এমনিভাবে মাতৃ-সাধনায় নিরত থেকে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন।

ডাঃ **শিবদাস চক্রবর্তী**, এম.এ., পি.এইচ.ডি.,
কাব্যতীর্থ, সাহিত্যতীর্থ

…১৪ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ভানুদত্ত তাঁর রস-তরঙ্গিনী গ্রন্থে বলেছেন—

ভাবনায়া পদে যস্ত বুধেনানন্য বুদ্ধিনা
ভাব্যতে গাঢ় সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে।

সেই ভাবটি থাকে রসের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে পরস্পরাকৃতি—সিদ্ধিরূভয়ো। রসভাবয়োঃ। শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায় মহাশয় তেমনি রস-সম্পৃক্ত ভাবময় কাব্যধারার আস্বাদ আমাদিকে দিয়েছেন। কাব্যগুলি সাবয়ব কস্তুরী আর রস তার নিরবয়ব গন্ধের মতই বিস্তার করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী, আয়ুর্বেদাচার্য,
কাব্য ব্যাকরণ পুরাণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ

…শ্যামা মায়ের অনন্তমহিমা, অপরূপরূপা মায়ের ভীষণত্বের সহিত মাতৃত্বের সংমিশ্রণে অপূর্ব মাধুর্য শ্রীরামরেণু মুখোপাধ্যায়ের ভক্ত-হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছে। দেবীর বিভিন্ন রূপ সাধক কবির মনকে কখন আনন্দিত ও কখনও বিস্মিত করিয়াছে। দেবীর অলৌকিক সৌন্দর্য ও অনন্ত মহিমা আপন অন্তরে স্থান দিয়া মানসচক্ষে অবলোকন করেন আর ভাব-রাজ্যের এই বিভিন্ন অবস্থায় সাধন সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা প্রবর্তন করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার এই সঙ্গীতগুলি ক্রমশঃ অধিকতর ভক্তিরসে সঞ্জীবিত, পরিপুষ্ট ও সংবর্ধিত হইয়া নিত্য প্রসার লাভে বঙ্গসাহিত্যকে উত্তরোত্তর সুসমৃদ্ধ করিয়া ভক্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে মাতৃপ্রেমের নূতন জোয়ার ও ভক্তিরসের প্লাবন আনিয়া দিক।

শ্রীসত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,
এম.এ., বি.টি.